প্রথম আলো

Prothom Alo North America

24 August 2023, Thursday, 7th Year, Issue 336, 40 Pages

২৪ আগস্ট ২০২৩, ৯ ভাদ্র ১৪৩০, ৮ সফর ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৩৬, পৃষ্ঠা: ৪০

মাসুদ রানা' চরিত্রের দুই প্রজন্মের নায়ক একই ফ্রেমে পৃষ্ঠা ১৪

জীবনের শেষ প্রান্তে কার্টার দম্পতি পৃষ্ঠা ২৯

নির্বাচনকে সামনে রেখে জাপায় নুতন নাটক

সামনে নির্বাচন

অনেকের মতে, সামনের দিনগুলোতে জাপার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে বিভক্তি আরও দৃশ্যমান হবে।

জিএম কাদের

রওশন এরশাদ

ঢাকা ডেস্ক

২২ আগস্ট মঙ্গলবার দুপুরের দিকে রওশন এরশাদ জাপার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন এরকম একটি বিজ্ঞপ্তি গণমাধ্যমে আসে। জাতীয় পার্টির প্যাডে রওশনের সই করা ওই বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমি...ঘোষণা করছি যে পার্টির সিনিয়র নেতাদের পরামর্শে ও সিদ্ধান্তক্রমে দলের গতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।'

এই খবর প্রকাশ পাওয়ার পরে দলটিতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

কাদেরের ভারত সফর

কী আলোচনা হয়েছে ভারতের অনুমতি ছাড়া বলতে নারাজ কাদের

ঢাকা অফিস

তিন দিনের ভারত সফর শেষে বুধবার দেশে ফিরেছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের। সফরে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তবে ভারতের অনুমতি ছাড়া এসব বিষয়ে বিস্তারিত তিনি বলতে পারবেন না বলে জানান। সন্ধ্যায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সফর নিয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন জাপা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

ফোবানা : আমেরিকার লাইট হাউস

জুয়েল সাদত

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) । একটি চম্যকার সংগঠন। সহজ ভাষায় এটা হল আমেরিকার নানা শহরের সংগঠনগুলোর ছাতা। আজ থেকে ৩৭ বছর আগে যে কজন স্বপ্নচারী মানুষ এটার চিন্তা করেছিলেন তারা মননে মেধায় ছিলেন অসাধারন। তখন তারা ফোবানা তৈরী করলেও সেটা নিউইয়র্ক ভিত্তিক ছিল। তখনও আমেরিকার নানা ষ্টেটে বা নানা ছোট বড় শহরে প্রবাসীরা তেমন ছিলেন না। সেই সময়টা সাড়ে তিন দশক আগের কথা। আজ আমেরিকার ৫০ টি ষ্টেটের ৩২টি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি করতে চাই: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ আফ্রিকার বিনিয়োগকারীদের বিশেষ করে আইসিটি, অবকাঠামো, টেক্সটাইল এবং পর্যটন খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তাঁর স্বপ্ন বাংলাদেশকে একটি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করা। তিনি বলেন, 'আমার একটি স্বপ্ন আছে, যা বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষেরও স্বপ্ন, আর তা হলো ২০৪১ সালের মধ্যে একটি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এবং একটি সম্পূর্ণ উন্নত স্মার্ট জাতিতে পরিণত করা।'

শেখ হাসিনা গতকাল বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে র‍্যাডিসন হোটেল অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে 'দ্য

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

আন্দোলন তুঙ্গে নিতে কঠোর হবে বিএনপি

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই সরকারের পতন ঘটাতে চায় বিএনপিসহ সরকারবিরোধী বিভিন্ন দল। সে লক্ষ্যে দলগুলো আন্দোলনের রূপরেখা সাজাচ্ছে। দলগুলোর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ ঠিক না হলেও সেপ্টেম্বর থেকেই চলমান আন্দোলন চূড়ায় উঠতে থাকবে। সরকারের আচরণ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারিত হবে। তবে সোজা পথে যে কাজ হবে না, সেটি ধরে নিয়েই প্রয়োজনে কঠোর হওয়ারও আভাস

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

আ. লীগকে নিজের দল দাবি করে ভোট চাইলেন ওসি

ঢাকা অফিস

আওয়ামী লীগকে আবারও সরকারে দেখতে চান জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শ্যামল চন্দ্র ধর। প্রকাশ্যে মাইকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুনরায় আওয়ামী

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার ওসি শ্যামল চন্দ্র ধর। ছবি: সংগৃহীত

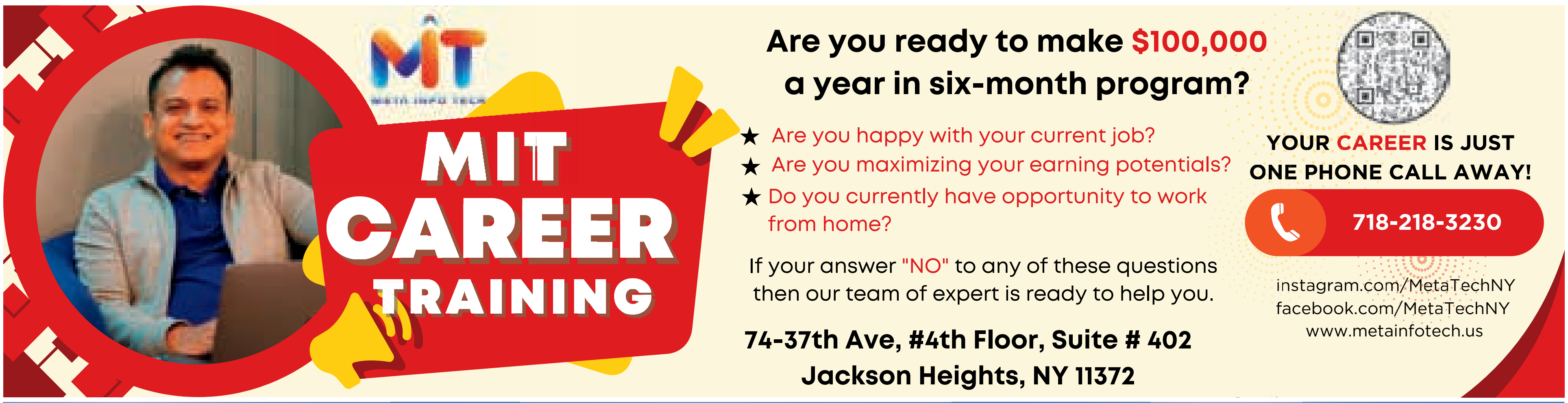

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

The International Association of Lions Club

NEW YORK BANGLADESHI AMERICAN LIONS CLUB
DISTRICT 20-R2, NEW YORK

Installation Ceremony 2023
& 10th Charter Anniversary

Saturday, August 26, 2023 | 7:00 pm.

Invited Guests only

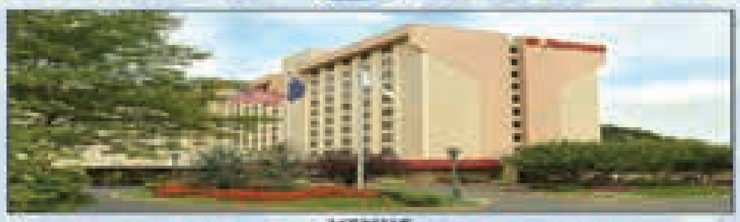

VENUE
LAGUARDIA AIRPORT MARRIOTT
102-05 DITMARS BLVD, EAST ELMHURST, NY 11369

CONVENING COMMITTEE

CONVENER
LN. ROCKY AALIYAN
718-300-5194

MEMBER SECRETARY
LN. FEMD ROCKY
917-664-1405

CHIEF COORDINATOR
LN. HARUN BHUYAN

EVENT COORDINATOR
LN. ALAMGIR KHAN ALAM

COORDINATOR
LN. AMENA NAWAZ

CHIEF LIAISON COORDINATOR
LN. FAHAD R. SOLAIMAN

MEMBERS
LN. AKHUND MAHABBAT, LN. DAISY YEASMIN, LN. AKM RAFIQUEL ISLAM (DALIM),
LN. KAMRUL MOZUMDER, LN. MD LITU ANAM, LN. MOSTOFA RAJ (ANIK),
LN. MOHAMMED K. CHISHTI, LN. GOLAM N. HAIDER MUKUT,
LN. MOHAMMAD GOLAM SARWAR, LN. ASSMAIN NISHAN, LN. ASADUR RAHMAN JHANGIR JOY
LN. ABDUR RASHID BABU, LN. MASUD RANA TAPAN.

LN. AHSAN HABIB
President
646-331-3892

LN. HASSAN ZILANI
Secretary
917-971-7793

LN. SHAH M. NAWAZ
President (Elect)
646-591-8396

LN. JFM RASEL
Secretary (Elect)
917-306-0361

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

ভারত আমেরিকাকে কিছু বললে নিজেদের স্বার্থে বলেছে, এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ নয়

ঢাকা ডেস্ক

ওবায়দুল কাদের

ধানমণ্ডির রবীন্দ্র সরোবরে আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা উপ-কমিটির ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আঞ্চলিক রাজনীতির বিষয়ে এই ভূখণ্ডে ভারত এবং আমেরিকার অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। তাই ভারত আমেরিকাকে কিছু বললে নিজেদের স্বার্থে বলেছে। এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ নয়।

তিনি বলেন, বিএনপি তাকিয়ে আছে আমেরিকার দিকে, কখন নিষেধাজ্ঞা, ভিসা নীতি দেবে তার আশায়। তাকাতে তাকাতে চোখের পাওয়ার কমে গেছে। এখন আর কিছু দেখতে পায় না। আর আওয়ামী লীগ তাকিয়ে আছে দেশের জনগণের দিকে। তিনি বলেন, উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে দেশের জনগণ ভোট দিলে আওয়ামী লীগ আবার রাষ্ট্র পরিচালনায় আসবে।

তিনি বলেন, বিএনপি'র হাতে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিরাপদ নয়। বিএনপি ডেঙ্গুর চেয়ে ভয়ঙ্কর, তাই এই দলটি থেকে সাবধান থাকতে হবে। সেতুমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ শুধু কর্মসূচি পালন করে না। দেশের জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হয়। আমাদের বাঁচতে হলে ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শুধু রাজনীতি করলে হবে না।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ-এমন কোনো মন্তব্য ভারত থেকে পাইনি। আমাদের ক্ষমতায় বসাবে জনগণ, বরং বিএনপি তাকিয়ে আছে বিদেশিদের দিকে। এ সময়ে ওবায়দুল কাদের ডেঙ্গুবিরোধী এ কর্মসূচিকে দেশব্যাপী জোরদার করতে স্থানীয় প্রশাসন, কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি দলীয় নেতাকর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠানে ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত এমপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এসএম মান্নান কচি, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির।

শেখ হাসিনা সরকার দুর্বল হলে তা কারও জন্যই সুখকর নয়

ওয়াশিংটনকে ভারতের বার্তা

ঢাকা ডেস্ক

১৮ আগস্ট শুক্রবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকায় ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশ নিয়ে কি বার্তা দিল তা নিয়ে এক বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন শেখ হাসিনা সরকার দুর্বল হলে তা ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র কারও জন্যই সুখকর হবে না বলে মনে করে নয়াদিল্লি। একাধিক স্তরের বৈঠকে নয়াদিল্লি এ কথা জানিয়েছে বাইডেন প্রশাসনকে।

অগ্নি রায়ের লেখা প্রতিবেদনে কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভূমিকায় ভারত যে খুশি নয়, ওয়াশিংটনকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে সেই বার্তাও।'

নয়াদিল্লির বক্তব্য, ঢাকায় সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হোক এটা ওয়াশিংটনের মতো ভারতও চায়। কিন্তু যে ভাবে শেখ হাসিনা সরকারকে অস্থির করার জন্য আমেরিকার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে, তা প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ার সার্বিক নিরাপত্তার জন্য ইতিবাচক নয়।'

সূত্রের মতে, নয়াদিল্লি বাইডেন প্রশাসনকে জানিয়েছে, জামায়াতকে আস্কারা দিলে একদিকে যেমন ভারতের আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস বাড়তে পারে, তেমনই চীনের প্রভাব বাংলাদেশে অনেকটাই বেড়ে যাবে, যা কাঙ্ক্ষিত নয় ওয়াশিংটনেরও। বাইডেন প্রশাসন ভিসানীতি নিয়ে নয়াদিল্লির কূটনৈতিক মহল মনে করছে, সরাসরি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলাতেই মার্কিন প্রশাসনের এই ভিসানীতি গঠন।'

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'সম্প্রতি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লিতে সফরে গিয়ে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব তথা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে তারা বার্তা দিয়েছেন, আঞ্চলিক স্থিতি বজায় রাখার প্রশ্নে বিএনপি-জামায়াত জোট বিপজ্জনক। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেওয়া বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে একটি ইতিবাচক বৈঠক সেরেছেন।'

'দেশের মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি ভারত কোনো পদক্ষেপ নেয়, সেটা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক'

ঢাকা ডেস্ক

মির্জা ফখরুল

১৯ আগস্ট শনিবার সকালে চন্দ্রিমা উদ্যানে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে

বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি ভারত কোনো পদক্ষেপ নেয়, সেটা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক। এই অঞ্চলের মানুষের জন্য সেটা শুভ হবে না। আশা করবো, ভারত বাংলাদেশের মানুষের যে গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা, সেই আকাঙ্খাকে মর্যাদা দেবে। এই দেশে সত্যিকার অর্থেই সকল দলের অংশগ্রহণে, সকলের সদিচ্ছায় একটি নিরপেক্ষ-নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যাপারে তারা (ভারত) পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করবে।

বাংলাদেশকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে কূটনৈতিক বার্তা পাঠিয়েছে ভারত- বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়ে জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আমরাও দেখলাম, ডয়চে ভেলের বরাত দিয়ে পত্রিকায় রিপোর্টটি করা হয়েছে। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে; এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা বাংলাদেশের মানুষের ওপর আস্থা রাখি, তাদের শক্তির ওপর আস্থা রাখি। আমি মনে করি, ভারত দেখবে বাংলাদেশের মানুষ কী চায়?

বিএনপি মহাসচিব বলেন, আজকে বাংলাদেশে যে সংকট, সেই সংকটের মূলে হচ্ছে এই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের মানুষের ওপরে যে অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে রাষ্ট্রকে দিয়ে, বলা যেতে পারে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস গড়ে তুলে 'টোটালি একটা ডিপ স্টেট' তৈরি করা হয়েছে। সব দলের অংশগ্রহণে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ভারত সমর্থন দেবে এমনটা আশা করে মির্জা ফখরুল বলেন, যদি এই নিউজ সত্যি হয়ে থাকে, তবে ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশ যারা গণতন্ত্রের কথা বলে সব সময়, তাদের কাছে এটা অপ্রত্যাশিত।

ড. ইউনূসের আবেদন খারিজ, মামলা চলবে শ্রম আদালতে

ঢাকা ডেস্ক

প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে সাত সদস্যের আপিল বেঞ্চ ২০ আগস্ট রোববার ড. মুহাম্মদ ইউনূসের শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় অভিযোগ গঠন বাতিলের রুল খারিজ করে হাইকোর্টের দেয়া আদেশের বিরুদ্ধে করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। এই আদেশের ফলে শ্রম আদালতে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা চলতে আর বাধা নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা। শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চার জনের বিরুদ্ধে গত ৬ জুন অভিযোগ গঠন করেন ঢাকার শ্রম আদালত। অভিযোগ গঠনের বৈধতা প্রশ্নে গত ২১ জুন হাইকোর্টে আবেদন করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন অভিযোগ গঠন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে ২৩ জুলাই হাইকোর্ট রুল জারি করেন। পরে উভয়পক্ষের শুনানি শেষে গত ৮ আগস্ট জারি করা রুল খারিজ করে দেন হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে পরে আপিল বিভাগে আবেদন করেন ড. মুহম্মদ ইউনূস। গত ১৭ আগস্ট সেই আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয়।

দুবাইতে ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর 'গ্লোবাল বিজনেস কনফারেন্স ২০২৩'

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ম্যাগাজিন বিজনেস আমেরিকা এর আয়োজনে বিশ্ব বাণিজ্য ও ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র দুবাইতে আগামী ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে 'গ্লোবাল বিজনেস কনফারেন্স ২০২৩'। 'স্মিস্ক বাংলাদেশ: ডিসকভার হাইয়ার ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট' এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য। বিজনেস আমেরিকা ম্যাগাজিনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিশিষ্ট ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্বদের স্বীকৃতি দুবাইয়ের মিলেনিয়াম প্লাজা ডাউনটাউনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশে ব্যবসারত উদ্যোক্তা, প্রবাসী ব্যবসায়ীসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের উদ্যোক্তারাও এ ইভেন্টে অংশ নেবেন।

সিলেটে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা, আক্রান্ত ৮০০ এর কাছাকাছি

সিলেট প্রতিনিধি

১৯ আগস্ট শুক্রবার পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের তথ্য সূত্রানুযায়ী আগস্ট পর্যন্ত সিলেট বিভাগে ৭৮০ জন ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। যাদের মধ্যে জুলাই - আগস্ট মাসেই আক্রান্ত হয়েছেন ৭১৬ জন। যেখানে জুলাই মাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮২ জন আর আগস্ট মাসের ১৮ তারিখ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩৪ জন। ১৭ থেকে ১৯ আগস্ট এই ৩ দিনে নতুন আক্রান্ত ৮ জন, এর মধ্যে সিলেটের বিভিন্ন হাসপাতালে ৫ জন, হবিগঞ্জে ১ জন এবং মৌলভীবাজারে ২ ভর্তি রয়েছেন। সিলেট বিভাগে এডিস মশার কামড়ে আক্রান্ত ৬৭ জন রোগী বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বলে জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়। যাদের মধ্যে সিলেটের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ২০ জন, সুনামগঞ্জে ভর্তি রয়েছেন ৪ জন, হবিগঞ্জে ভর্তি রয়েছেন ৩৬ জন, মৌলভীবাজারে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৭ জন। এই পর্যন্ত সিলেট বিভাগে মোট ৭১৩ জন ডেঙ্গু রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক জরিপের তথ্যমতে সিলেট নগরীর ৪০ শতাংশ বাড়িতে এডিস মশার বিস্তার দেখা গেছে। এডিসের লার্ভার ঘনত্ব ৪০ শতাংশ।

ওমরাহ করতে বিদেশি নাগরিকদের জন্য ফ্যামিলি ভিসা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সৌদি আরবের হজ্ব ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় বিদেশি নাগরিকদের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে ওমরাহ করতে ফ্যামিলি ভিসা পেতে। মন্ত্রণালয় বলেছে, ফ্যামিলি ভ্রমণ ভিসা সৌদির একজন বাসিন্দার মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। অবশ্যই তাঁকে সুবিধাভোগীর আত্মীয় হতে হবে।

মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেছে আবেদনকারীকে সৌদি নাগরিক বা প্রবাসী হতে হবে। মন্ত্রণালয় এক্সে লিখেছে, ভিসার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইউনিফাইড ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম Visa. Mofa. gov. sa-এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। এরপরে ভিসাধারীকে মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদে যাওয়ার আগে নিশ্চিত করতে হবে যে নুসুক বা তাওয়াক্কালনা সার্ভিসেস অ্যাপের মাধ্যমে একটি ওমরাহ অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করা হয়েছে।

সৌদি আরব আশা করছে যে এক মাস আগে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমে চলতি মৌসুমে বিদেশ থেকে প্রায় ১০ মিলিয়ন মুসলমান ওমরাহ করবেন। বর্তমানে সৌদি আরব বিদেশি মুসলমানদের ওমরাহ করতে দেশে আসার জন্য অনেক সুবিধা চালু করেছে। ব্যক্তিগত, ভিজিট এবং ট্যুরিস্ট ভিসার মতো বিভিন্ন ধরনের প্রবেশ ভিসাধারী মুসলমানদের ওমরাহ করতে এবং আল রাওদা আল শরিফা পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়, যেখানে একটি ই বুকিং করার পরে মদিনায় যেতে পারবে।

পুলিশ রাজনৈতিক বক্তব্য দেয় না

দাবি আইজিপির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তবে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেছেন, পুলিশ রাজনৈতিক বক্তব্য দেয় না। তারা আইন ও বিধি রক্ষার্থে দায়িত্ব পালন করে।

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পুলিশ কর্মকর্তা অজয় চন্দ্র দেবের চিকিৎসাসংক্রান্ত খোঁজখবর নেওয়া শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

সাংবাদিকেরা আইজিপির কাছে জানতে চান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছেন। আর এই বক্তব্য ঘিরে বিএনপির নেতারা বিভিন্ন অভিযোগ করছেন। এমন বক্তব্য সমীচীন কি না, জবাবে আইজিপি বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে সকল সদস্য আছেন, আমার দৃষ্টিতে কারও রাজনৈতিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়নি। আমি আইন ও বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করি। আইন অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যে দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ আসবে, সেটি মোকাবিলা করতে হবে, সেটা আমার আইনি দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে আমি বাধ্য। আইন প্রয়োগ করতে আমাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, আইন পড়ানো হয়েছে এবং আইন প্রয়োগে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়া হয়। জনগণের জানমাল রক্ষায় যা যা করা দরকার, সেটাই করা হবে।'

সম্প্রতি কিছু অস্ত্র উদ্ধার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ নিয়ে বিএনপির নেতারা অভিযোগ করছেন, পুলিশ পুরোনো ও অকেজো অস্ত্র দিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশপ্রধান বলেন, 'এমন অভিযোগ সঠিক নয়। আমরা অভিযানে তাদের কাছে যে অস্ত্র পেয়েছি, সেগুলো দিয়েই আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন ও অমূলক।'

এদিকে বিদেশে অবস্থানরত এক প্রবাসীর ফেসবুকে স্ট্যাটাসের অভিযোগে তাঁর মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটি মানবাধিকার লঙ্ঘন কি না জানতে চাইলে আইজিপি বলেন, 'বিষয়টি আমি পরিষ্কার করতে চাই। আমরা গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছি, খুলনার জামায়াতে ইসলামীর একজন নায়েবে আমিরের বাড়িতে নাশকতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি করতে একটি ষড়যন্ত্র চলছে। অনেকে জড়ো হয়েছে এমন তথ্যে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে একজন নারী ও দুজন পুরুষ। পরে আমরা জানতে পেরেছি, ওই নারীর ছেলে প্রবাসী। সে সাঈদীকে নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে।'

সাঈদীর মৃত্যুতে স্ট্যাটাস সিলেটে ১২ ছাত্রলীগ নেতাকে অব্যাহতি

সিলেট প্রতিনিধি

১৯ আগস্ট শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ফেইসবুকে সাঈদীর মৃত্যুতে স্ট্যাটাস দেওয়ায় সিলেট জেলার ১২ ছাত্রলীগ নেতাকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়।

মানবতাবিরোধী অপরাধে আমৃত্যু কারাদণ্ড পাওয়া দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন সিলেট জেলার তিনটি উপজেলা ছাত্রলীগ ও একটি পৌরসভা ছাত্রলীগ শাখার ১২ নেতা।

সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক রাহেল সিরাজ স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সংগঠনের নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলাপরিপন্থী কাজে জড়িত থাকায় ১২ নেতাকে নিজেদের সাংগঠনিক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

অব্যাহতিপ্রাপ্ত নেতারা হলেন গোয়াইনঘাট সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সহসভাপতি সাইদুল মুরসালিন ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, গোয়াইনঘাট উপজেলা ছাত্রলীগের সহসম্পাদক জুবায়ের আহমেদ, গোলাপগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি আবদুল কাইয়ুম ও সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদ আহমদ, কানাইঘাট উপজেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সারোয়ার আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমীন, উপ-আপ্যায়ন সম্পাদক মাহফুজ আব্বাস, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, ধর্ম সম্পাদক মামুন আহমদ ও সহসম্পাদক মুর্শেদ আলম ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভা ছাত্রলীগের সহসভাপতি এহসান আহমদ।

চেয়ারম্যান ঘোষণার বিজ্ঞপ্তিতে রওশন এরশাদ জড়িত নন: গোলাম মসীহ

ঢাকা অফিস

নিজেকে পার্টির চেয়ারম্যান ঘোষণা করে গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে রওশন এরশাদ জড়িত নন। এমন কথা বলেছেন রওশন এরশাদের রাজনৈতিক সচিব গোলাম মসীহ।

মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে নিজেকে দলের চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম রওশন এরশাদ। এ বিষয়ে রওশন এরশাদকে বেশ কয়েকবার ফোন করা হলে তিনি রিসিভ করেননি।

পরে রওশন এরশাদের রাজনৈতিক সচিব গোলাম মসীহর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বলেন, 'ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হতে পারে। ওই চিঠির সঙ্গে ম্যাডাম (রওশন এরশাদ) জড়িত নন, আমরাও জড়িত না। হঠাৎ করে একটা চিঠি চলে এসেছে।'

তাহলে চিঠিটি (বিজ্ঞপ্তি) কারা দিল—এমন প্রশ্নের জবাবে গোলাম মসীহ বলেন, 'এটা কারা করেছে বুঝতে পারছি না। চেয়ারম্যান কে হবেন—সেটা তো গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে। এভাবে তো চিঠি দিয়ে একজন বলতে পারেন না যে তিনি চেয়ারম্যান। এটার তো একটা প্রক্রিয়া আছে।'

এ বিষয়ে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, 'উনি (রওশন এরশাদ) দলের কেউ না। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি কী করলেন, না করলেন সে নিয়ে আমাদের চিন্তা নেই।'

সম্পাদকীয়

ভূমিকম্পের 'ডেঞ্জার জোন' সিলেট!

ভূমিকম্পের ‘ডেঞ্জার জোন’ হয়ে উঠেছে সিলেটের সীমন্তবর্তী ‘ডাউকি ফল্ট’। দীর্ঘদিন ধরেই ভূমিকম্পের ডেঞ্জার জোন হিসেবে পরিচিত সিলেট। এর মূল কারণ সিলেটের সীমান্তবর্তী ডাউকি ফল্ট। এই ফল্টের কাছে আবার ভূমিকম্প হওয়ায় ডাউকি ফল্ট নতুন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিলেটে ১৪ আগস্ট সোমবার রাত ৮টা ৪৯ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পটিতে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া না গেলেও নগরের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ৫.৫ মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিলো সিলেটের কানাইঘাট ও ভারতের মেঘালয় মিলে তৈরি হওয়া ‘ডাউকি ফল্ট’ বা ‘ডাউকি চ্যুতি’। আর এই ‘ডাউকি ফল্ট’-ই সিলেটের জন্য আতঙ্ক। এটা সিলেটসহ সারা দেশে বড় ভূমিকম্পের ইঙ্গিত দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানায়, এর উৎস ছিল ঢাকা থেকে ২২৮ কিলোমিটার দূরে সিলেটের কানাইঘাট ও ভারতের আসাম সীমান্তের কাছে। ভূগর্ভের ১০ কিলোমিটার গভীরে এর উৎপত্তি। ভূমিকম্পটির কম্পন সারা দেশে ভালোই অনুভূত হয়েছে।

কোনো ভূমিকম্পের মাত্রা ৫–এর ওপরে গেলে তাকে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প বলা হয়। এর নিচে হলে তাকে মৃদু কম্পন হিসেবে গণ্য করা হয়।ইউএসজিএসের তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে উৎপত্তি হওয়া ভূমিকম্পের মধ্যে বেশি মাত্রা ছিল ২০০৩ সালের ২৬ জুলাইয়ে সৃষ্টি হওয়া একটি ভূমিকম্পের। সেটি চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়িতে অনুভূত হয়। মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৬। বাংলাদেশে গত এক বছরে তিনটি ৫ মাত্রার বেশি ক্ষমতার ভূমিকম্প হয়েছে। সোমবারেরটির বাইরে বাকি দুটি হলো ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট ৫ দশমিক ১ মাত্রা এবং গত ২৩ জানুয়ারি ৫ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প। সবমিলিয়ে গত এক বছরে বাংলাদেশে ১৭টি ভূমিকম্প হয়েছে। বেশির ভাগের মাত্রা ছিল ৪ থেকে ৫–এর মধ্যে। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবারের ভূমিকম্পটি হয়েছে বাংলাদেশের ভূগর্ভের ডাউকি চ্যুতি নামে পরিচিত চ্যুতিরেখা বা ফাটল বরাবর। গত কয়েক বছরে এই চ্যুতিরেখায় বেশ কিছু ভূমিকম্প হয়েছে। এটা বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা জাগাচ্ছে। ২০ বছরে সাড়ে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়নি দেশে। সোমবারের ভূমিকম্পের উৎসস্থলটি ডাউকি চ্যুতি বরাবর। সেখানে ভূমিকম্প বাড়ছে। এটা ওই এলাকায় বড় ভূমিকম্পের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাংলাদেশের সিলেট ও ভারতের আসাম মিলিয়ে ডাউকি চ্যুতি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় তিন শ কিলোমিটার বিস্তৃত। ১৮৯৭ সালে ‘ডাউকি ফল্টে’ ৮ দশমিক ৭ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছিল। সীমন্তবর্তী এলাকা হওয়া তীব্র ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে সিলেট বিভাগ। সিলেটে বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা করা হচ্ছে যেকোনো সময়। সিলেট ভূমিকম্পের বিপজ্জনক জোন হিসেবে চিহ্নিত। টেকটোনিক বাউন্ডারি ও ফল্টের পাশাপাশি ইন্দো-অস্ট্রেলিয়ান ও ইউরো-এশিয়ান প্লেটের কাছাকাছি অবস্থান হওয়ায় সিলেটকে এমনটা বলা হচ্ছে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা। তুরস্ক কিংবা সিরিয়া, ফিলিপাইন কিংবা ইন্দোনেশিয়া-দুনিয়ার যেখানেই যখন ভূমিকম্প হোক, আতঙ্ক ছড়ায় বাংলাদেশেও। বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে মানুষের ভয় জাগে বেশি। এর কারণ, সিলেট আছে বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে। এখানে যদি ৬ মাত্রার ভূকম্প হয়, তাহলে ব্যাপক ক্ষতির শঙ্কা আছে। অতীত ইতিহাস বলছে, সিলেট অঞ্চল বরাবরই ভূমিকম্পপ্রবণ। ১৫৪৮ সালে প্রচন্ড ভূমিকম্পে সিলেট এলাকায় ব্যাপক ভূ-পরিবর্তন ঘটে। উঁচু-নিচু ভূমি সমতলে পরিণত হয়। এরপর ১৬৪২, ১৬৬৩, ১৮১২ ও ১৮৬৯ সালের ভূমিকম্পে সিলেটের মানচিত্র পাল্টে যায় অনেকটাই। সিলেটে এ যাবতকালের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়েছিল ১৮৯৭ সালের ১২ জুন। সেদিন বিকাল সোয়া ৫টার দিকে সংঘটিত ভূমিকম্প ‘গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থ কোয়াক’ নামে পরিচিত। ৮ দশমিক ৭ মাত্রার সেই ভূকম্পে বাংলাদেশের গোটা সিলেট অঞ্চল ও ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল মিলিয়ে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৫৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। করে। শুধু সিলেট জেলারই ৫৪৫টি ভবন ভেঙে পড়ে। মারা যান হাজারো মানুষ। ওই ভূকম্পের ফলেই সিলেটজুড়ে সৃষ্টি হয় বিশালাকারের হাওর, বিল, জলাশয়ের। বিশেষজ্ঞদের মতে, সিলেট ভূমিকম্পের ‘ডেঞ্জার জোনের’ (বিপজ্জনক এলাকা) মধ্যে পড়েছে। সিলেট একদিকে ভূকম্পের উৎপত্তিস্থল ‘ডাউকি পয়েন্টে’র মাত্র ২শ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, অন্যদিকে শাহবাজপুর ফল্টও (ভূগর্ভস্থ প্লেটের ফাঁক, এটি হবিগঞ্জ-কুমিল্লা এলাকাধীন) সিলেটের কাছাকাছি। যে কারণে সিলেটের জন্য ভূমিকম্পের ঝুঁকি খুব বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকিভেদে তিনটি বলয় নির্ধারিত রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ তথা প্রথম বলয়েই সিলেটের স্থান। এ বলয়ে ৭-৯ মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে। এই প্রথম বলয়কে ভূকম্পের ‘ডেঞ্জার জোন’ বলে বিবেচনা করা হয়।বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে, সিলেট অঞ্চল যে টেকটোনিক প্লেটে রয়েছে, তা ক্রমেই উত্তর-পূর্ব দিকে সরছে। এক শতাব্দিতে সরে যাওয়ার পরিমাণ এক মিটার। এ কারণে এই অঞ্চল প্রবল ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসার্টিয়াম ১৯৯৮-এর জরিপ অনুসারে, সিলেট অঞ্চল ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে সক্রিয় ভূকম্পন এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে।২০০৯ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) পরিচালিত জরিপে ওঠে আসে, সিলেট অঞ্চলে ৫২ হাজার ভবন রয়েছে। তন্মধ্যে ২৪ হাজার ভবনই ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। ওই জরিপের তথ্য দেখে ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা বিল্ডিং কোড অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০৬ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একটি জরিপ চালায়। জরিপ অনুযায়ী, সিলেট মহানগরীতে শতাধিক প্রাচীন ভবন রয়েছে, যেগুলোর বয়স একশ থেকে দেড়শ বছর। এসব ভবন ভূমিকম্পের মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে। ২০২১ ও ২২ সালে কয়েকদফা ভূমিকম্পের পর ঝুঁকি মোকাবেলায় কিছু উদ্যোগ নেয়া হলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খেসারত

আবু তাহের খান

আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব এখন দিন দিনই প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। আর বাংলাদেশের সামাজিক-সংস্কৃতির ধরনটিই এমন যে, এরূপ দ্বান্দ্বিক প্রকটতাকে এ দেশের মানুষ গভীর মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করে এবং তাদের একটি বড় অংশ এতে প্রত্যক্ষভাবে অংশও নেয়, যদিও ১৯৬০ বা ১৯৯০-এর দশকের তুলনায় এ অংশগ্রহণ বহুলাংশেই কমে এসেছে।

তবে এ ক্ষেত্রে একটি বাড়তি বৈশিষ্ট্য এবার নতুন করে যুক্ত হয়েছে এবং তা হলো এতে বিশ্ব সম্প্রদায়েরও ব্যাপকভাবে যুক্ত হয়ে পড়া, যেটি দেশের জন্য মোটেও আত্মমর্যাদাকর কিছু নয়। তবে এক পক্ষের লোভে ও অন্য পক্ষের বৈরিতায় এ আত্মঘাতী অবস্থাটি যে আমাদের রাজনীতিকেরা নিজেরাই তৈরি করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ২০১৪ ও ২০১৮-এর নির্বাচন দুটি যদি অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক হতো, তাহলে আজ আর বিশ্ব সম্প্রদায় এভাবে এসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্ত হয়ে দূতিয়ালি করার সুযোগ নিতে পারত না।

সে যা হোক, রাজনীতিকদের লোভ ও বৈরিতা থেকে সৃষ্ট এ দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি আজ বহুদিন ধরে অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে। আর এর অনিবার্য ফল হিসেবে তার নানাবিধ বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক খাতের ওপর। এতে করে একদিকে জিনিসপত্রের দাম যেমন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে, অন্যদিকে শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক খাতে ত্বরান্বিত হচ্ছে অধঃপতনের ধারাও।

আর এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও বাড়ছে ক্ষোভ এবং হতাশা। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষের এসব কষ্ট, দুর্ভোগ ও হতাশাকে এতটুকু আমলে নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। তারা বরং রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুগামী হতে গিয়ে নিজেদের

মূল মনোযোগকে রাজনীতিঘেঁষা কর্মকাণ্ডের মধ্যেই নিবদ্ধ করে ফেলেছে। এ ক্ষেত্রে প্রশাসন ও পুলিশ তো বলতে গেলে বেশির ভাগ সময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকছে। এর বাইরে অন্যান্য সরকারি দপ্তরের কর্মীরা রাজনীতি নিয়ে পুলিশ বা প্রশাসনের মতো অতটা ব্যস্ত না থাকলেও তাঁদের মধ্যেও দৈনন্দিন কাজ নিয়ে যথেষ্ট শিথিলতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

অর্থনীতির বাইরে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার মতো বিষয়গুলো তো এখন বলতে গেলে অনেকটাই বন্ধ্যাত্বের শিকার। কিন্তু রাজনীতির বিদ্যমান প্রবণতা দেখে কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না এর শেষ কোথায়। তবে এটি খুবই বোধগম্য যে, শিগগির এর একটি ইতিবাচক নিষ্পত্তি না হলে দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও আনুষঙ্গিক সব খাতই আরও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অধিকতর বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে।

কিন্তু যার যার অবস্থানে জেদ ও গোঁয়ার্তুমি করে বসে থাকা আমাদের রাজনীতিবিদেরা কি তা বুঝতে পারছেন? তা তাঁরা সেটি বুঝতে পারুন বা না পারুন, সাধারণ মানুষ ঠিকই বুঝছে যে, যেভাবেই হোক ক্ষমতায় টিকে থাকা বা হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ছাড়া তাদের আর কোনো মিশন নেই। জনগণ সেখানে তাদের স্বার্থোদ্ধারের শিখণ্ডি মাত্র।

রাজনীতির অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুর্ভাগ্যজনক দ্বন্দ্ব ও হানাহানির জেরে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচকগুলো এখন চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ইতিমধ্যে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নিচে নেমে গেছে। রেমিট্যান্স আহরণের ধারা ও প্রবণতাও আশাব্যঞ্জক নয়। মূল্যস্ফীতি বেড়েই চলেছে। ব্যাংকগুলো চাহিদা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণপত্র খুলতে পারছে না এবং আমদানি বিলগুলোও ব্যাপক সংখ্যায় অপরিশোধিত থেকে যাচ্ছে। তো রাজনীতির খেলায় কে জিতবে, কে হারবে আমরা জানি না।

কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অর্থনীতির খেলায় জনগণ যে ক্রমেই হেরে যাচ্ছে, তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। অবশ্য ব্যাংকের ঋণ যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে ফেরত দিচ্ছেন না কিংবা ওভার ইনভয়েসিং করে যাঁরা বিদেশে টাকা পাচার করছেন, কর-শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ও রাষ্ট্রীয় বদান্যতায় প্রাণঢালা প্রণোদনা, ক্ষতিপূরণ ও ক্যাপাসিটি চার্জ ভোগের মাধ্যমে যারা শনৈঃশনৈঃ মুনাফা লুটছেন, তাঁদের কথা ভিন্ন।

শিক্ষার মান তো ইতিমধ্যে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে গিনিপিগ গিনিপিগ খেলা, দুর্নীতি, অনিয়ম, অদক্ষতা ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিতে রেকর্ড সৃষ্টিকারী বেশরম উপাচার্য-কাণ্ড, দুর্নীতিগ্রস্ত নিয়োগপদ্ধতির কারণে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরে অতি

» ইতিমধ্যে স্বাধীনতার ৫২ বছর পেরিয়ে গেছে। এখনো যদি ধূর্ততা, চতুরতা ও চালাকিপনাই হয় রাজনীতিতে এগিয়ে থাকার প্রধান কৌশল, তাহলে আর এত ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করে কী লাভ হলো? রাজনীতিতে এ ধরনের চালাকি ও কৌশলপনার চর্চা পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরে (১৯৪৭-৭১) আমরা ক্রমাগত দেখেছি এবং এখনো সেখানে তেমনটিই দেখছি। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য ও হতাশার বিষয় এই, সেই একই চর্চা এখন এই বাংলাদেশেও সমানতালে দেখা যাচ্ছে।

নিম্ন মেধার শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি কারণে শিক্ষার মান এখন স্বাধীনতাপূর্ব কালের চেয়েও অনেক নিচে নেমে গেছে।

আর বর্তমান রাজনীতির ডামাডোলে অধঃমুখীনতার এ ধারা সামনের দিনগুলোতে যে আরও ত্বরান্বিত হবে, সেটি প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে নিকট ভবিষ্যতের দিনগুলোতে এটি কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা অনুমান করাও কঠিন। তবে এ ক্ষেত্রে শুধু এটুকু বলব, এ মানের শিক্ষা দিয়ে আর যাই হোক জ্ঞান ও দক্ষতার বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়।

প্রথা অনুযায়ী আগামী ১ জানুয়ারিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের হাতে ২০২৪ সালের পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার কথা।কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোর অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিলে বলা যায়, কোনো না কোনো কেলেঙ্কারি ছাড়া সেটি সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তার ওপর দেশে বর্তমানে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি চলছে, তাতে উল্লিখিত কেলেঙ্কারির মাত্রা আরও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বলেই আশঙ্কা করা যায়।

সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও এ রাজনৈতিক অস্থিরতাকেই আশঙ্কিত কেলেঙ্কারিসমূহের জুতসই কারণ হিসেবে দেখাতে প্রয়াসী হবেন বলে ধারণা করা চলে। আর এই সুবাদে এটাও বলা চলে যে, প্রতিবছরই নিম্নমানের কাগজ ও কালিতে বই ছাপা, যথাসময়ে মুদ্রণকাজ সম্পন্ন না হওয়া, বইগুলোতে ভাষা, বানান ও তথ্যের ক্ষেত্রে প্রচুর ভুল থেকে যাওয়া ইত্যাদি যেসব কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে থাকে, নির্বাচনের বছর বিধায় এবার সেগুলো আরও বাড়বে বৈ কমবে না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আগামী বছরের পুস্তক মুদ্রণের যথাযথ উদ্যোগ কি ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে, নাকি রাজনৈতিক ডামাডোলে পড়ে ঢিমেতালে চলার ধারা এখনই শুরু হয়ে গেছে?

পর্যাপ্ত খোঁজখবর রাখেন এরূপ ওয়াকিবহাল মহল সূত্রে শোনা তথ্য এরূপ যে, নির্বাচন সামনে রেখে আমলাদের একটি অংশের ভেতর ইতিমধ্যে একধরনের ‘ধীরে চলো’ নীতি কাজ করতে শুরু করেছে। এটি সত্য হয়ে থাকলে বলব, এ ধরনের মানসিকতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নির্বাচন আসন্ন হলে কিংবা সে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলে বিদ্যমান সরকারের আওতায় আমলারা নিজেদের কাজকর্মে শিথিলতা দেখাবেন—এটা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না।

রাষ্ট্রের পেশাদার কর্মচারী হিসেবে সব সরকারই তাদের কাছে সমান। ফলে নির্বাচনে কে জিতবে আর কে হারবে, এটা ভেবে দাপ্তরিক কাজের গতি নির্ধারণ করাটা একেবারেই অপেশাদারি আচরণ। আশা করব, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে পরিচয়দানকারী আমলারা প্রজাতন্ত্রের প্রতি বস্তুনিষ্ঠ আচরণ করবেন।তাঁদের আকাঙ্ক্ষায় যেন বিশেষ কোনো দলের প্রত্যাশা কাজ না করে এবং সে অনুযায়ী নির্বাচনপূর্ব কিংবা নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কোনো কাজে সহযোগিতাদানের ক্ষেত্রে তাঁরা যেন কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের ক্যাডার হয়ে না পড়েন।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতার ৫২ বছর পেরিয়ে গেছে। এখনো যদি ধূর্ততা, চতুরতা ও চালাকিপনাই হয় রাজনীতিতে এগিয়ে থাকার প্রধান কৌশল, তাহলে আর এত ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করে কী লাভ হলো? রাজনীতিতে এ ধরনের চালাকি ও কৌশলপনার চর্চা পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরে (১৯৪৭-৭১) আমরা ক্রমাগত দেখেছি এবং এখনো সেখানে তেমনটিই দেখছি। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য ও হতাশার বিষয় এই, সেই একই চর্চা এখন এই বাংলাদেশেও সমানতালে দেখা যাচ্ছে।

তাহলে পূর্বতন উপনিবেশের সঙ্গে গুণগত পার্থক্য তৈরির যে স্বপ্ন আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেখেছিলেন, তার কী হলো? কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের মানবেতর পর্যায়ের আয়ের সঙ্গে গুটিকতক কোটিপতির আয়ের যোগফলকে গড় করে সেটাকেই উচ্চতর মাথাপিছু গড় আয় হিসেবে প্রচার করা এবং এটিকেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আসলেই একধরনের হীনতা নয় কি?

তো, চলমান অস্থির রাজনীতির ডামাডোলে এরূপ হীনতা যে সামনের দিনগুলোতে আরও বাড়বে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু একেবারেই যা বোঝা যাচ্ছে না তা হলো, এ অবস্থায় দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যেভাবে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বা পর্যাপ্ত গুরুত্ব ও মনোযোগ হারাচ্ছে, সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে কীভাবে? রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের যাঁরা জন্ম দিচ্ছেন বা যারা এর কুশীলব, তাঁরা কি এর জবাব দেবেন?

স্মৃতি উসকে দেওয়া এক বস্তু

ওরহান পামুক

মৃত্যুর দুই বছর আগে আমার বাবা তাঁর পাণ্ডুলিপি ও নোটবুকভর্তি একটি ছোট স্যুটকেস দিয়েছিলেন আমাকে। বলেছিলেন, তিনি চলে যাওয়ার পর যেন আমি সেগুলো পড়ি, চলে যাওয়া বলতে তিনি মৃত্যুকেই বুঝিয়েছিলেন।

কিছুটা বিব্রত ভঙ্গিতে বলেছিলেন, ‘একটু নজর বুলিয়ো। তোমার কাজে লাগে এমন কিছু ভেতরে পেলে দেখতে পারো। আর আমার মৃত্যুর পর গুরুত্বপূর্ণ অংশ নির্বাচিত করে প্রকাশ কোরো।’

আমার পড়ার ঘরে ছিলাম আমরা, চারদিকে বইয়ের স্তূপ। স্যুটকেসটা রাখার জন্য একটি জায়গা খুঁজছিলেন তিনি, অনেকটা পায়চারির ঢঙে, যেন একজন মানুষ তাঁর বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উদগ্র। শেষমেশ কম নজরে পড়ে এক কোনায় স্যুটকেসটি রেখেছিলেন তিনি। সেই বিব্রতকর মুহূর্ত কেউ আমরা ভুলতে পারিনি, কিন্তু মুহূর্তটি অতিক্রান্তের পরপরই আমরা আমাদের স্বাভাবিক ভূমিকায় মানিয়ে নিয়েছিলাম। প্রতিদিনকার মতো নিত্যদিনের নগণ্য বিষয় ও তুরস্কের চলতে থাকা রাজনৈতিক সমস্যা এবং বাবার অধিকাংশ লোকসানের ব্যবসা নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছিলাম আমরা।

মনে পড়ে, বাবার মৃত্যুর পর স্যুটকেসের আশপাশ দিয়ে আমি কয়েক দিন টানা পায়চারি করেছি, কিন্তু একবারের জন্যও সেটা স্পর্শ করিনি। ছোট্ট কালো চামড়ার স্যুটকেস, এর তালা ও গোলাকার কোণগুলো দেখতে দেখতে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কাছাকাছি কোথাও গেলে বাবা এটা ব্যবহার করতেন, মাঝেমধ্যে কাগজপত্র আনা-নেওয়ার কাজেও এই স্যুটকেস ব্যবহৃত হতো। বেশ ছোটবেলায় মনে পড়ে স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরে এলে আমি তাঁর স্যুটকেস খুলে জিনিসপত্র ওলট-পালট করতাম, বিদেশবিভুঁইয়ের গন্ধ শুঁকতে। আসলে বাবার এই স্যুটকেস ছিল আমার কাছে আমার পরিচিত এক বন্ধুর মতো, আমার ছোটবেলা, আমার অতীতের স্মৃতি উসকে দেওয়া এক বস্তু। কিন্তু এখন আমি আর এটা স্পর্শ করতে পারছি না। কেন? কোনো সন্দেহ নেই, কারণ স্যুটকেসের ভেতরের রহস্যময় বিষয়বস্তুর ওজন।

তুরস্কের লেখক ওরহান পামুক ২০০৬ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

বিদেশিদের লাইফ সাইকেল

মাসুম আহমদ

বিদেশে আসার পর প্রথমে মানুষ খুব কষ্ট করে পয়সা জমায়। অড জব করে। কেউ কেউ একসাথে ২/৩টা জব করে। সপ্তাহে ৭দিন কাজ করে। আমিও এক সময় তিনটা জব করতাম। এরকম চলতে থাকে বছর তিনেক। টার্গেট শুধু একটাই থাকে কিভাবেব্যাংকে পয়সা জমানো যায়। সেজন্যে অনেকে লো ইনকাম সরকারি বেনিফিটও নিয়ে থাকে।

এই পয়সা জমানোর ধান্দায় আমরা অনেকে খুবই লো- লাইফ লিড করি। অনেকে কম রেন্টে বেইসমেন্টে (মাটির নিচে কবরেরমতো ঘর) থাকি! কেউ কেউ অন্যদের সাথে রুমমেট থাকি। খাওয়া দাওয়াও খুব একটা ভালো করি না। চেষ্টা করি যতো কমখরচে চলা যায়, যতো কম টাকায় বাজারসাদি করা যায়, কাপড় চোপড় জুতা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যতো কম দামেকেনা যায়।

৩/৪ বছর পর, এরকম লো লাইফ লিড করে, অড সব জব করে সাথে সরকারি কিছু বেনিফিট নিয়ে, বিন্দু বিন্দু করে কিছু টাকাপয়সা জমে। একাউন্টে কিছু টাকা জমলে কিছুটা মনের মধ্যে একটা হালকা ফুরফুরা ভাব চলে আসে।

তারপর আমরা একটু ভালো থাকার চেষ্টা শুরু করি। বেইসমেন্ট থেকে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং বা প্রাইভেট হাউসের উপর তলায় ঘরভাড়া নেই। একটু ভালো বাজারসাদি করি, একটু ভালো খাবার দাবার করার চেষ্টা করি। মাঝেমাঝে সবাইকে নিয়ে রেষ্টুরেন্টেখেতে যাই। নাইকির এডিডাসের জুতা, ভালো কোম্পানির কাপড় চোপড় কিনা শুরু করি।

৫/৬ বছরের ভিতর মোটামুটি একটা ভালো জব বা একটা ব্যবসা শুরু করে ফেলি। তখন ব্যাংকে টাকাও ভালো জমতে থাকে।তাছাড়া ট্যাক্স রিটার্ন বা সরকারি আদার্স লো-ইনকাম বেনিফিট থেকেও কিছু টাকা আসে। সবকিছু মিলিয়ে একটা ভালোএমাউন্ট জমা হয়ে গেলেই শুরু করি বাড়ি কিনার প্রস্তুতি। একটা সময় বাড়ি কিনা হয় সাথে গাড়িও কিনা হয়।

৭/৮ বছরের ভিতর আমাদের অনেকের মোটামুটি বাড়ি গাড়ি হয়ে যায়। তখন আমরা মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের মাঝামাঝিএকটা লাইফ লিড শুরু করি। বছর/ দুই বছরে একবার দুইবার ট্যুরে যাই। বাচ্চাকাচ্চাদের ভালো স্কুল কলেজে ভর্তি করানোরচেষ্টা করি। বিভিন্নরকম সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত হতে থাকি। নিজেদের আলাদা শখ আহ্লাদ মেটাতে শুরুকরি। ছেলেমেয়েদের বার্থডে পার্টি বা আমাদের বিবাহ বার্ষিকীর অনুষ্টান রেস্টুরেন্টে বা পার্টি হলে দেয়া শুরু করি।

এরকম করতে করতে একটা সময় দেখা যায় ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে। কলেজ ইউনিভার্সিটি শেষ করে ভালো জব শুরুকরছে। তাদের অনেকে বিয়েসাদি করে আলাদা সংসার করছে। তাদের বাচ্চাকাচ্চা আসা শুরু হয়েছে। আর একটা সময় এদিকেআমাদেরও অবসরের সময় চলে আসছে। নাতি নাতিনিদের নিয়ে পার্কে ঘুরে, মসজিদে নামাজে গিয়ে, বিভিন্নরকম সামাজিকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়ে আমাদের সময় কাটছে।

স্ট্রাগল > হালকা রিলাক্স > একটা মোটামুটি মানের চাকরি বা ব্যবসা> বাড়ি - গাড়ি > ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা > হালকা স্বাদআহ্লাদ পুরণের চেষ্টা > ছেলে মেয়েদের বিয়ে সাদি > অবসর। এই তো আমাদের এভারেজ বিদেশিদের লাইফ সাইকেল।

দোয়াত কলম

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

দোয়াত কলম আবার কি কটন কাকা? কটন কাকা মাঝে মাঝে এমন কিছু কিছু শব্দ বলে যা এ যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে একেবারেই অপরিচিত বলে মনে হয়। কটন কাকা যেই দোয়াত কলমের কথা বলছে সবাই তো একে অপরের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁকা আছে কটন কাকা আবার এ কিসের কথা কয়? কটন কাকা বলে বাপুরে তোমাদের যুগে তো আর দোয়াত কলম নাই। তোমরা জানবে কি করে? আর জানো না বলেই তো আমাকে জিজ্ঞাসা করে জানার ইচ্ছা পোষণ করেছ। হারে বাপু দোয়াত কলম নিয়ে কত ঘটনা যে আমার জীবনে জড়িয়ে আছে। সবাই এক বাক্যে বলে উঠল কটন কাকা আমরা কি দু- একটা ঘটনা শুনতে পারি? বাপু আগে এই কলম কে প্রাইবেড কলম ও বলা হত। এই কলমের পিছনের দিকে টিউব থাকত । টিউবে কালি ভরে লেখা হত। লেখতে লেখতে কালি শেষ হয়ে গেলে কলমের পিছনের অংশ খুলে কলমের মাথা দোয়াতের মধ্যে ঢুকে দিয়ে টিউবে চাপ দিলে টিউব কালিতে পরিপূর্ন হয়ে যেত। আবার পিছনের অংশ লাগিয়ে কলমের সামনের হেড খুলে লেখা শুরু করা হত। যাই হোক বাপু সেদিন ছিল আমার অংক ফাইনাল পরীক্ষা। লেখতে লেখতে কলমের কালি একেবারে শেষ হয়ে গেলে দোয়াত খুলে কলমে যেই কালি ভরতে গেছি অসাবধানতাবশতঃ দোয়াতে ধাক্কা লেগে দোয়াতের সব কালি গেল পরীক্ষার খাতার উপর পড়ে ।কি যে এক এলাহি কান্ড ঘটে গেল বাপু। পরীক্ষার হলের সবাই আমার দিকে তাঁকা রইল। দু-একজন শিক্ষক ও ব্যাপারটা জেনে গেল।হাতের উপর দোয়াতের কালি পড়েছিল, হাত থেকে দোয়াতের কালি শার্টে লেগে গেল। স্যারদের কাছে বলে অতিরিক্ত একটা খাতা নিলাম। স্যারেরা একটা অতিরিক্ত খাতা দিয়ে বলল সাবধানে কালি ভরতে হয় কটন।বাপু আমার কেমন যে খারাপ লেগেছিল এই ঘটনাটি ঘটার পর। বাপু আগে মৌরিরা জমির দলিল লেখত ঐ দোয়াত কলম দিয়ে। একবার কলি ব্যাপারির কাছ থেকে কটন কাকার গাদু ভাই দশ শতক জমি কিনেছিল। জমি রেস্টিরি করা হয়েছিল সুজানগরে কোট কাছাড়ি অফিসে। সাথে কটন কাকা ও গিয়েছিল।কটন কাকা দেখে মৌরিরা দোয়াত কলম দিয়ে লেখছে।তাদের টুলের উপর একটা বা দু-টা করে দোয়াত রাখা আছে। দোয়াতের কালি কলমে ভরে মৌরিরা কি জোরে যে লেখছে। অক্ষর গুলো অস্পষ্ট মনে হওয়ায় ভালভাবে বোঝা যাচ্ছে না। কটন কাকা একবার দোয়াতের কালি দিয়ে মৌরির লেখা পড়তে গিয়ে চরম লজ্জায় ভুগেছিলেন। দলিলটা পড়তে গিয়ে ভালভাবে পড়তে পারছিল না।একটা অক্ষর বোঝা গেলে আর একটা বোঝা যেত না। সে ওয়ান বা টুর ছাত্রের মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে পড়ায় কেউ কেউ আবার মন্তব্য করেছিল কটন কাকা বাংলা ভালভাবে পড়তে পারে না। এতে কটন কাকার মুখটা নিচু হয়ে গেল। কটন কাকা বলেন আগে যারাই দোয়াত কলম ব্যবহার করত তাদের গায়ে বা জামায় একটু হলে ও কালির দাগ লেগে যেত। কটন কাকা বলেন দোয়াতের সাথে যে কলম ব্যবহার করা হত সেই কলম দেখতে অনেক চকচক করত বিশেষ করে কলমের হেড যখন জামার পকেটে ঝুলিয়ে রাখা হত দেখতে কি সুন্দর যে লাগত। কটন কাকা বলেন তাদের ৩২ নং উদয়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার ফণি ভূষণ সাহা এই রকম কলম পকেটে নিয়ে সকুলে আসতেন দেখতে অনেক সুন্দর লাগত। কটন কাকা বলেন এই জাতীয় কলম দিয়ে কর্ণফুলি কাগজে লেখা ভাল হত কিনতু গবরি কাগজে লেখা যেত না । লেখা দেখতে খুব বাজে লাগত। কটন কাকা বলেন আগে অনেক সময় পুরস্কার হিসাবে এই কলম দেওয়া হত। একবার কটন কাকার সকুলে শ্রমের মর্যাদার রচনা লেখার একটা প্রতিযোগিতা হয় । কটন কাকা প্রথম হওয়ায় এ রকম একটা কলম উপহার পেয়েছিলেন। আগে প্রায় ছাত্র ছাত্রীর হাতে এ রকম কলম দেখা যেত। কটন কাকা বলেন আগে একবার ইউনিয়নের ভোটে ছগিনা আপা দোয়াত কলম প্রতীক নিয়ে মেম্বরের দাঁড়াইছিল এবং উইনার হয়েছিল। তিনি বলেন আগে দোয়াত কলম থাকায় দোয়াত কলম প্রতীক মার্কা অনেকে পছন্দ করে এই মার্কা নিয়ে দাঁড়াত। আগে ছাত্ররা যখন পডালেখা করত তাদের পড়ালেখার টেবিলে দোয়াত প্রায় সময় দেখা যেত।সময় যত যেতে থাকে নতুন নতুন কলম তত আবিস্কার হতে থাকে।বর্তমান যুগে আর দোয়াত কলম তেমন দেখা যায় না বললেই চলে তবে আগে এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল এ কথা সন্দেহ করা যায় না কোন ভাবে।

জি-২০তে মোদি : নামেই প্রেসিডেন্ট, তার জন্য এত কিছু

সেলিম খান

ভারতের রাজধানী দিল্লির রাজপথে যারা ঘুরেছেন বা ঘুরছেন তাঁদের নিশ্চয় চোখে পড়েছে পড়ছে বিরাট বিরাট মাপের বিলবোর্ড। সেখানে শোভা পাচ্ছে শক্তিশালী দেশগুলোর জোট জি-২০-র প্রেসিডেন্ট ভারত। আর এই লেখার মাঝে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি। এমনকি জি-২০-র লোগোতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। শূন্য (০)-র মধ্যে পদ্মফুল বসানো হয়েছে। বলা হচ্ছে পদ্মফুল আশার প্রতীক। আদতে পদ্মফুল বিজেপির ভোটের প্রতীক।

জি-২০ জোট বিশ্বের ১৯টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে (ইইউ) নিয়ে গঠিত। এর সদস্যরা হলো আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

নিয়মানুযায়ী জোটের সদস্যরা পালাক্রমে সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। এ বছর এই দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। এর আগে ছিল ইন্দোনেশিয়া। এখন একটি জোটের পালাক্রমে সভাপতি হওয়ার সাধারণ ঘটনাকে কীভাবে মোদি সরকার বিপুল প্রচারের ঢক্কানিনাদ বাজিয়ে প্রচারের আলোয় এনেছে, সেটাই তুলে ধরেছেন আমেরিকান থিংক ট্যাংক কাউন্সিল ফর ফরেন রিলেসন্সের দুই ফেলো মঞ্জরি চ্যাটার্জি মিলার ও ক্লারে হ্যারিস। মোদির বিরোধীরাও বলছেন, এটা খুবই সাধারণ একটা বিষয়। এ নিয়ে এই ধরনের প্রচারের কোনো অর্থই হয় না।

শুধু কী বিলবোর্ড, প্রতিদিন টিভির সুইস অন করলে, দৈনিক খবরের কাগজের পাতা উল্টালে, চোখে পড়ছে একই বিজ্ঞাপন। যার মুখ্য চরিত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফরেন পলিসির সর্বশেষ সংখ্যায় কাউন্সিল ফর ফরেন রিলেসন্সের দুই ফেলো লিখেছেন, পালাক্রমে পাওয়া ও প্রতীকী এই সভাপতি পদ নিয়ে ভারত সরকারের এই বিপুল প্রচার বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে, আগামী ২০২৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি আবার ভোটারদের মুখোমুখি হতে চলেছে। তার আগে দলের প্রধান কাণ্ডারি ও দলের প্রচারের (পড়ুন সরকারি অর্থে) কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয় তারা।

জি-২০ সভাপতি হিসেবে এই জোটের দুই শ বৈঠক/ আলোচনার আয়োজন করেছে, যা অনুষ্ঠিত হবে দেশের ৫৬টি শহরে। গত বছর ইন্দোনেশিয়ায় এই তালিকায় ছিল ২০টি শহর। শুধু কী শহর, দেশজুড়ে স্কুলে স্কুলে এর প্রচার চালাতে বলা হয়েছে। ভারতের জি-২০ জোটের সভাপতি হওয়া নিয়ে স্কুলগুলোতে কুইজ, রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক ইত্যাদির আয়োজন করতে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বলা হয়েছে, তারা যেন শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে প্রস্তুত করে, যাতে তারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিদেশি প্রতিনিধিদের সাথে কাজ করতে পারে।

মোদ্দা কথা, নরেন্দ্র মোদির যোগ্য নেতৃত্বের কারণে ভারত যে বিশ্বসভায় বিরাট আসন পেয়েছে, এই সহজ কথাটা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ২০ কোটি নিরক্ষর মানুষও বুঝতে পারে, সেজন্য সব ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। আসলে ১৯৮৩ সালে দিল্লিতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম) সম্মেলন আয়োজনের পর ভারতে এত বড় কোনো আন্তর্জাতিক সমাবেশ হয়নি। মোদি ও বিজেপি এই সুযোগটাকে ভালোভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, জি-২০-র এই আয়োজনে ফলাফল কী হবে। ইতিমধ্যে জোটের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক হয়েছে। সেখানে যৌথ ঘোষণায় রাশিয়া ও চীন সই করতে রাজি হয়নি। আবার ভারত ইউক্রেনে আগ্রাসন নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একেবারে খুল্লাম-খুল্লা কিছু বলতে রাজি না। কারণ দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, পাশাপাশি সামরিক সরঞ্জামের ব্যাপারে রাশিয়ার ওপর ভারতের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। এই দুই ঐতিহাসিক পরম্পরা ভারতকে তার পশ্চিমা বন্ধুদের খুশি করার পথে বড় বাধা। ভারত এটাকে যতই নিজেকে পরাশক্তি হিসেবে তুলে ধরার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচনা করুক না কেন, পশ্চিমা বন্ধুদের খুশি করা এবং রাশিয়া-চীনকে না চটানোর ওপর নির্ভর করবে এর সাফল্য। সেটা নরেন্দ্র মোদি, তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করসহ ভারতীয় কর্মকর্তারা ভালোভাবেই জানেন।

আর জানেন বলেই ‘মারব এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে’র তত্ত্ব নিয়ে এগোচ্ছেন তাঁরা। ওয়ার্ল্ড পাওয়ার হওয়া হোক ছাই না হোক, দেশের পাওয়ার (ক্ষমতা) যদি সুরক্ষিত করা যায় তাহলে ক্ষতি কী? জি-২০ জোট এতদিন ছিল সাধারণ ভারতীয়দের জানা-বোঝার বাইরে। এখন প্রচারের প্রবল তোড়ে এটা যে একটা বিরাট কিছু এবং এর একক রূপকার যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তা তারা টের পেতে শুরু করেছে।

আগামী ৯-১০ সেপ্টেম্বর দিল্লির প্রগতি ময়দানে সদস্য দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানেরা এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। আছেন ৯টি দেশের আমন্ত্রিত অতিথিরা। এর মধ্যে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ সিসি, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ কুমার জুগনাউথ, নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটে প্রমুখ।

ভারতের গা থেকে এখনো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম সারির সদস্য হিসেবে গন্ধ যায়নি। মোছেনি রাশিয়ার সাথে সখ্যতা। ঘোচেনি চীনের সাথে বৈরিতা, বরং পশ্চিমা বন্ধুদের জন্য তা ক্রমবর্ধমান। অন্যদিকে চীন অবকাঠামো আর ঋণ সহায়তার বাইরে এসে কূটনীতির ওপর জোর দিয়েছে, যার বড় প্রমাণ বহুদিনের বৈরী সৌদি আরব ও ইরানকে এক টেবিলে এনে হাতে হাত মেলান। সেখানে নরেন্দ্র মোদি একক কৃতিত্বে কতটুকু কী করতে পারেন, তা দেখার। আর এর ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে ১৪০ কোটি ভারতবাসীর সামনে বিশ্ব-নেতৃত্ব হাতে পাওয়ার পরীক্ষায় মোদির উত্তীর্ণ হওয়ার পাস-ফেলের রেজাল্ট।

কেন বন্ধ হচ্ছে না গুয়ানতানামো বে কারাগার

ড. মাহা হিলাল

গত মাসে মার্কিন সিনেট ২০২৪ সালের জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স অথোরাইজেশন অ্যাক্ট (এনডিএএ) পাস করেছে। সামরিক অগ্রাধিকারগুলো সংজ্ঞায়িত করে বিলটিতে গুয়ানতানামো বের নির্যাতনের প্রতিকারের ওপর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

আগের বছরগুলোর মতো এ বছরের বিলে কুখ্যাত এই কারাগার বন্ধ করার জন্য তহবিল বন্ধের নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন কারারুদ্ধ পুরুষ বন্দীদের স্থানান্তর করার জন্য তহবিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা; আফগানিস্তান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেন, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বন্দীদের স্থানান্তরের ওপর নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। রয়েছে কারাগার সংস্কারের ওপর নিষেধাজ্ঞা।

এই পদক্ষেপগুলো সমর্থন করে মার্কিন কেন্দ্রীয় আইনপ্রণেতারা আবারও গুয়ানতানামোর সমস্যা চিরস্থায়ী করার পক্ষে ভোট দিলেন। সবকিছুর সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে এর কুখ্যাতি সুবিদিত। এখানে যে মুসলমান বন্দী এনে রাখা হয়, তাদের ব্যাপারে একটা সম্মিলিত দায়িত্ব তো আছে, কারণ বিচারে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তারা তো নির্দোষ।

হোয়াইট হাউসের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটিতে ভেটো দেওয়া হবে বলে মনে হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গুয়ানতানামো বে বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধ করার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেননি; বরং তিনি গত বছর কিউবায় অবস্থিত এ কারাগারের কিছু অংশ সংস্কার এবং এর আদালত কক্ষের মানোন্নয়নে কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করেছেন বলে জানা গেছে।

২২তম বছরে এসেও গুয়ানতানামোয় অপব্যবহার ও দায়িত্বশীলতার অভাবের কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না। একের পর এক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বছরের পর বছর ন্যাশনাল ডিফেন্স অথোরাইজেশন আইনে সই করে চলেছেন, যাতে গুয়ানতানামো বের স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। অর্থ বরাদ্দ তো এর একটা সামান্য বিষয়, যা বছরের পর বছর এই কুখ্যাত কারাগার চালিয়ে যাওয়ার দায়মুক্তি দিয়ে চলেছে।

চলছে নিষ্ঠুরতা

চলতি মাসে কুখ্যাত টর্চারস মেমোস তৈরির ২১ বছর পূর্তি হয়েছে। মার্কিন আইন কাউন্সিলের অফিস এ মেমোস বা খসড়ায় সই করে কার্যকরভাবে গুয়ানতানামো বের বন্দীদের ওপর নির্যাতনকে অনুমোদন দিয়েছে। এই অনুমোদন যুক্তরাষ্ট্রকে নির্লজ্জভাবে এবং প্রকাশ্যে যুদ্ধাপরাধ করার অনুমতি দেয়।

একটি মেমো অনুসারে, (ভেবে দেখুন) তীব্র শারীরিক ব্যথা পেলে তবেই তা অত্যাচার হিসেবে গণ্য হবে, যার ফলে শরীরের সব অঙ্গ বিকল হয়ে যাবে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হবে।

মেমোগুলো প্রকাশ হওয়ার পরে, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, এসব অপরাধের জন্য কাউকে বিচার করা হবে না এবং হয়তো কয়েক বছর পরে আকস্মিকভাবে মন্তব্য করব যে ‘আমরা কিছু লোককে নির্যাতন করেছি।’

চাপের মুখে স্বীকারোক্তি এবং চরম সহিংসতার মতো সেই নির্যাতনের প্রভাব এখনো রয়েছে। এসব কিছু গুয়ানতানামোতে থাকা বাকি বন্দীদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদের চলমান যন্ত্রণাকে স্থায়ী করে। ওবামার নিষ্ক্রিয়তা নিঃসন্দেহে দায়মুক্তির নজির স্থাপন করেছে—এর মাধ্যমে বারবার একে ন্যায়সংগত করা হবে।

মার্কিন সিনেটররা এনডিএএ বিল পাস করার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, জাতিসংঘ গুয়ানতানামো বেতে নির্যাতনের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার ও সন্ত্রাসবিরোধীবিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার ফিনুয়ালা নি আলন প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন। নি আলন জাতিসংঘের প্রথম স্বাধীন তদন্তকারী, যিনি গুয়ানতানামো বে পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

২৩ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনে গুয়ানতানামোর বর্তমান ও সাবেক বন্দীদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি মার্কিন সরকারের নিয়মতান্ত্রিক অপরাধকে অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেছে। এর ফলে সারা বিশ্বের দৃষ্টি নতুন করে গুয়ানতানামো বের ওপর পড়েছে।

বিশেষ র‍্যাপোর্টার লিখেছেন, ‘এই কারাগারে কাঠামোগত ত্রুটি রয়েছে। প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, পারিবারিক কাউন্সিল এবং ন্যায়বিচারে পদ্ধতিগত স্বেচ্ছাচারিতা রয়েছে। এসব ত্রুটি দূর করতে হবে।’

প্রায় ৮০০ বন্দী ছিল এই কারাগারে। এখন মাত্র ৩০ জন রয়েছে। নি আলন সাবেক বন্দীদের গুয়ানতানামো-পরবর্তী জীবনের বিষয়েও সতর্ক রয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘অনেক সাবেক বন্দীর কাছে তাদের বাড়িতে বা তৃতীয় দেশে তাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা গুয়ানতানামো বের মতো। এমনকি কেউ কেউ গুয়ানতানামোতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।’

তবে মার্কিন কর্মকর্তারা জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ারের এসব সমালোচনাকে উড়িয়ে দেন। তাঁরা এ-ও বলেছেন, হতে পারে জাতিসংঘের র‍্যাপোর্টিয়ার গুয়ানতানামো বে সফরের আগে এসব লিখেছেন।

গুয়ানতানামো বে কারাগারের সব ধরনের সহিংসতাকে এক কথায় উড়িয়ে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে একধরনের অহংবোধের প্রমাণ দিল। বিষয়টা আসলে এই কারাগারের কোনো নিপীড়িতের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার একেবারে সংকুচিত হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, ‘আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে তারা গুয়ানতানামোর বন্দীদের জন্য নিরাপদ এবং মানবিক চিকিৎসা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

গুয়ানতানামো বের অগণিত সাবেক বন্দী, এমনকি সাবেক রক্ষীরা ভয়াবহ নির্যাতনের সাক্ষ্য দেওয়ার পরও যুক্তরাষ্ট্র সরকার জোর গলায় এসব অভিযোগ অস্বীকার করছে।

গুয়ানতানামোতে সহিংসতা অস্বীকার করার এ চেষ্টা অত্যন্ত দুঃখজনক। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরটি শুধু প্রতিবেদনের একটি স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান নয়; বরং একটি শক্তিশালী প্রতীকী প্রত্যাখ্যান, যা কোনোভাবে কাম্য নয়।

যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে তারা জাতিসংঘের সুপারিশগুলো ‘সাবধানতার সঙ্গে পর্যালোচনা করবে’ এবং ‘যথাযথ পদক্ষেপ নেবে’। আসলে কি পাল্টাবে? কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চলমান আচরণে পরিবর্তনে না হওয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তো প্রতিনিয়ত নিন্দার মুখে পড়ছে।

প্রকৃতপক্ষে, গত ১৩ বছরে, ইউএস ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ প্রক্রিয়ার অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার রেকর্ডের তিনটি মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রতিটি মূল্যায়নে বারবার গুয়ানতানামোর অবমাননাকর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং তা অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রতিটি আনুষ্ঠানিক সমালোচনার জন্য, যুক্তরাষ্ট্র সরকার গুয়ানতানামোতে তার নীতি এবং পদক্ষেপের অভাবকে ন্যায্যতা দিতে অমানবিক আচরণের অভিযোগ অস্বীকার করে একটি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

ওবামার শাসনামলে গুয়ানতানামো বে কারাগারে শুধু বর্বরতাই অব্যাহত ছিল না, ২০১০ সাল থেকে এনডিএএতে বিধিনিষেধ, বিশেষ করে গুয়ানতানামোর বন্দীদের মুক্তি ও স্থানান্তর করার জন্য তহবিল বন্ধ করার ক্ষেত্রে, তা বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ ওবামা, অন্য প্রেসিডেন্টদের মতো বিলটিতে ভেটো না দেওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

এটি এমন একটি জায়গা, যেখানে মুসলমান পুরুষদের ওপর সহিংসতা চালানো হয়েছে, তাদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও বেশির ভাগের বিরুদ্ধে কখনো কোনো অভিযোগ আনা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র এত কার্যকরভাবে পুরুষদের জীবনকে অর্থহীন করে তুলেছে, যেখানে ইতিহাসবিদ আশিলে মেম্বে বলেছেন, ‘এ ধরনের জীবন বা মৃত্যুর প্রতি কেউই সামান্যতম দায়িত্ব বা ন্যায়বিচারের অনুভূতিও বহন করে না।’

গুয়ানতানামোর অপব্যবহার স্থায়ী করার জন্য তহবিল বাড়ানোর পরিবর্তে, মার্কিন কর্মকর্তাদের উচিত এর শিকারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বিশেষ র‍্যাপোর্টারের আহ্বানে মনোযোগ দেওয়া। যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই কারাগারটি বন্ধ করতে হবে এবং সেখানে যে সহিংসতা চালিয়েছে তা স্বীকার করতে হবে।

(মিডল ইস্ট আই ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ইংরেজি লেখাটি বাংলায় অনূদিত এবং ঈষৎ সংক্ষেপিত)

রাজনীতির চিত্রকল্প বদলে যাচ্ছে!

অরুণ কর্মকার

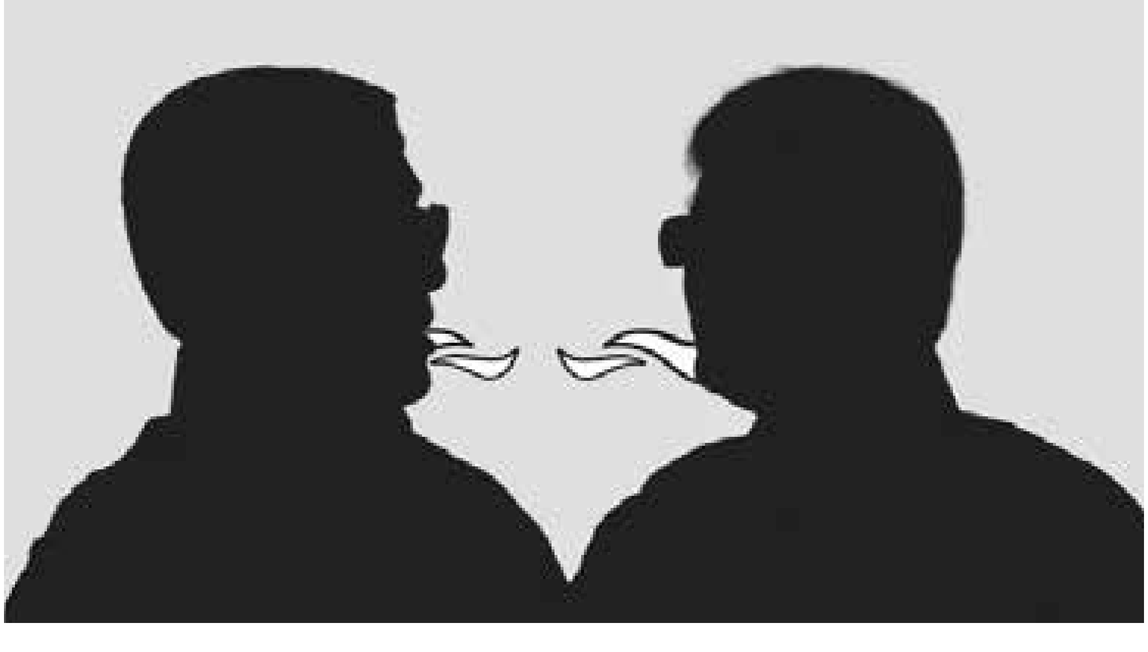

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতির চিত্রকল্পে বোধ হয় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মনে হয় আরও কিছু পরিবর্তন হতে চলেছে। এই বোধ যে কেবল রাজনীতির নিবিড় পর্যবেক্ষকদের তা নয়, সাধারণ মানুষেরও হচ্ছে। অবশ্য আমাদের দেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতির একান্ত এবং নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষক তাঁরাই, যাঁদের আমরা সাধারণ মানুষ বলে থাকি। তাই মাঝেমধ্যে তাঁদের সঙ্গে নিজের বোধ-বুদ্ধিগুলোর আদান-প্রদান করে নেওয়া বেশ কাজের হয়।

রাজধানীর পথপার্শ্বের চায়ের দোকানগুলো এই আদান-প্রদানের খুব একটা ভালো জায়গা। এর মধ্যে কারওয়ান বাজার এলাকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি, যেটি বেশ সমৃদ্ধ বলেও মনে হয়। সেখানকার চায়ের দোকানগুলোতে মূলধারার কিছু সংবাদকর্মী, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিসের কিছু তরুণ কর্মজীবী, কিছু শ্রমজীবী এবং পথচলতি নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের নৈমিত্তিক আনাগোনা হয়। সমাবেশ ঘটে। সমবেতদের পেশার যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি আলোচনাও হয় বহুমাত্রিক এবং তথ্যবহুল। রাজনীতির চিত্রকল্প পরিবর্তনের কথা সেখানেই উঠেছিল।

এসব সমাবেশে শ্রমজীবী মানুষেরা সাধারণত আশপাশের কথাবার্তার মনোযোগী শ্রোতা হয়ে থাকেন। অধিকাংশ সময় নিজের প্রয়োজন শেষ হলে চুপচাপ চলে যান। কখনো কখনো কিছু মন্তব্য করেন। সেদিন তেমনই এক মন্তব্য করেছিলেন একজন সিএনজিচালিত অটোচালক। তাঁর বক্তব্য হলো, আন্দোলনরত বিরোধী দলের বক্তব্যের একটা প্রধান বিষয় শুরুতে ছিল আমেরিকা এবং অন্য বিদেশিরা কী বলছেন, কী চাইছেন, সেটা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা। তখন সরকার এবং সরকারি দল বলত, বিদেশিদের কথায় কিচ্ছু হবে না। নির্বাচন হবে দেশের সংবিধান অনুযায়ী, শেখ হাসিনার অধীনেই এবং সেই নির্বাচন সুষ্ঠুই হবে।

এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই বিরোধী দলগুলোর বক্তব্য পাল্টে যায়। এখন দলগুলোর নেতাদের বক্তব্য হলো, বিদেশিরা কী বলছে, কী ভাবছে, আমেরিকা-ভারত কী বলছে, তাতে কিছু যায়-আসে না। তাঁরা আন্দোলন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই তাঁরা নির্বাচনে যাবেন। অন্যথায় নির্বাচন প্রতিহত করা হবে। একইভাবে সরকারি দলের নেতাদের বক্তব্যেও পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাঁদের বক্তব্যে কোনো পরিবর্তন না হলেও আমেরিকাসহ বিদেশিরা কী বলছে এবং কী বলছে না, তার ওপরই বেশি জোর দিয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন তাঁরা। তাহলে কি ভেতরে-ভেতরে রাজনীতির প্রেক্ষাপট ও চিত্রকল্পে কিছু পরিবর্তন হয়েছে বা হচ্ছে? তা না হলে তো এভাবে বক্তব্য বদলে যেতে পারে না। খুব সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ বটে।

একজন অফিসকর্মীর মন্তব্য, পিটার হাস (যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত) তো নাকি কোথায় সাক্ষাৎকার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার খুব প্রশংসা করেছেন। আরেকজনের মন্তব্য, আইএমএফের একজন কর্মকর্তাও তো নাকি বলেছেন যে শেখ হাসিনা ছাড়া এ দেশ চলবে না। তাহলে কি বিদেশিদের ভূমিকা এবং অবস্থানে কিছু পরিবর্তন হয়েছে? নাকি তা একই আছে। আগে তাঁদের ভূমিকার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কি? নাকি এখন ভূমিকা বদলে যাওয়ার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, সেটাই ভুল? বিদেশিরা কি তাঁদের আগের ভূমিকা ও অবস্থানেই আছেন? আসলে কী হচ্ছে রাজনীতির অভ্যন্তরে!

সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর বাইরে সরকারের অবস্থানে অবশ্য তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। বিদেশিদের ভূমিকা সম্পর্কে সরকার আগেও যেমন সমালোচনামুখর ছিল, এখনো তেমনই আছে বলে মনে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো ১৬ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের এক আলোচনা সভায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভূরাজনীতির কূটকৌশলকে আক্রমণ করেই বক্তব্য দিয়েছেন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অতিতৎপর বিদেশিদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাদের লক্ষ্য নয়। তারা চায় ভারত মহাসাগর এবং এর অবিচ্ছেদ্য অংশ বঙ্গোপসাগরকে ব্যবহার করে তাদের প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ চালাতে। তিনি সেটা চান না বলেই তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানোর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

» সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর বাইরে সরকারের অবস্থানে অবশ্য তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। বিদেশিদের ভূমিকা সম্পর্কে সরকার আগেও যেমন সমালোচনামুখর ছিল, এখনো তেমনই আছে বলে মনে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো ১৬ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের এক আলোচনা সভায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভূরাজনীতির কূটকৌশলকে আক্রমণ করেই বক্তব্য দিয়েছেন।

অনেকেই হয়তো স্মরণ করতে পারবেন, ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ হিসেবে শেখ হাসিনা একই প্রকৃতির একটি ষড়যন্ত্রের কথা বলেছিলেন। ওই নির্বাচনের আগে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। শেখ হাসিনার বক্তব্য অনুযায়ী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট তখন তাঁকে গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনা প্রকারান্তরে তাতে অসম্মতি জানান। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের ৫০ বছরের প্রয়োজনীয় গ্যাস মজুত নিশ্চিত করার আগে রপ্তানির বিষয়ে ভাবার কোনো অবকাশ নেই। এই অসম্মতিই ২০০১ সালের নির্বাচনে তাঁর পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল বলে শেখ হাসিনা দাবি করে আসছেন। এর অর্থ হলো, যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় গ্যাস রপ্তানির পক্ষের দেশি-বিদেশি লবি ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের ক্ষেত্র তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল।

এবারও গ্যাস খাতের একটি বিষয় ভালোভাবেই আলোচনায় ছিল। বিষয়টি গভীর সমুদ্রসীমায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি এক্সন মোবিলকে দেওয়া না-দেওয়াসংক্রান্ত। বিষয়টির মোটামুটি একটা নিষ্পত্তি হয়েছে বলেই জানা যায়। এক্সন মোবিলকে কাজ দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের মনোভাব ইতিবাচক। কিন্তু এবার এর চেয়েও বড় এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ভারত মহাসাগরে চীনের প্রভাব বিস্তার রোধ করা। সে জন্য বঙ্গোপসাগর এলাকার দেশগুলোর একটা সহায়ক ভূমিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত। এ বিষয়টিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে ভারত।

বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং চীন—তিনটিই বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র। উন্নয়ন-সহযোগীও বটে। তাই এই তিন দেশের একটিকে কোণঠাসা করার জন্য অন্য দুটি দেশের জোটকে সমর্থন দেওয়া বাংলাদেশের পক্ষে একটি স্পর্শকাতর বিষয়। কিন্তু এ বিষয়টির এমন একটি নিষ্পত্তি বাংলাদেশকে করতে হবে, যাতে ওই তিনটি দেশই বাংলাদেশের বন্ধু ও উন্নয়ন-সহযোগী হিসেবে থাকে। এটিই এবারের নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এটি নিয়েই টানাপোড়েন চলছে। চলতে থাকবে। সময়-সময় এই টানাপোড়েনের প্রতিফলন দৃশ্যমান হবে বিদেশিদের আচরণে এবং সরকার, সরকারি দল ও বিরোধী দলগুলোর বক্তব্যে। তার মধ্যেই থাকবে রাজনীতির চিত্রকল্প পরিবর্তনের আভাস।

আরেকটি পুরোনো বিষয় নতুন করে সামনে এসেছে—কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যু-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায়, পরিস্থিতিতে। বিষয়টি হলো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘাপটি মেরে থাকা ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তির সম্ভাব্য উত্থান। এটি এখন আর কোনো বিদেশি শক্তিই চায় না। মৌলবাদী শক্তিকে মদদ দিয়ে নিজেদের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের ভূরাজনীতি এখন অতীত। এই শক্তিকে দমন করে রাখার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যে কৌশল অবলম্বন করেছে এবং দক্ষতা ও সাফল্য দেখিয়েছে, তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব বিদেশি শক্তিরই প্রশংসা পেয়েছে। সমর্থন পেয়েছে। সাঈদীর মৃত্যুর পর ওই মৌলবাদী শক্তি যে মদমত্ততা দেখিয়েছে তা-ও আগামী নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতির সমীকরণ মেলাতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

খেলা হবে: ফাইনাল খেলা

এম এ মান্নান

‘খেলা হবে, এবার খেলা হবে’ কথাটি ইদানীং খুব বেশি বেশি শুনতে পাচ্ছি। কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ‘আগামী জানুয়ারিতে ফাইনাল খেলা হবে। খেলা হবে আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপির সঙ্গে।’ খেলা হবে এই কথাটি একসময় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচারণার সময়। তাদের নির্বাচনে প্রধান স্লোগানই ছিল ‘খেলা হবে, খেলা হবে’। অবশেষে খেলা হয়েছিল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই খেলায় জয়লাভ করেছিলেন।

এ দেশে ‘খেলা হবে’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন নারায়ণগঞ্জের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান। তাও আজ থেকে দশ বছর আগের কথা। খেলা হবে কথাটি কোনো রাজনৈতিক কথা নয়। এটি একটি গানের কথা। কিন্তু এখন এটি নির্বাচনের কথায় পরিণত হয়েছে, রসাত্মক কথায় পরিণত হয়েছে, পরিণত হয়েছে ব্যঙ্গাত্মক কথায়, আক্রমণাত্মক কথায়ও। তাই এখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে শোনা যায়, মাঠে নামেন খেলা হবে। অমুক দিন খেলা হবে, তমুক দিন খেলা হবে।

আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত আবদুল জলিলের ট্রাম্প কার্ডের কথা সবারই মনে আছে নিশ্চয়ই। ২০০৪ সালের ঘটনা। তখন তিনি জোর গলায় বলেছিলেন ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বিএনপি সরকারের পতন ঘটবে। তার কাছে যে ট্রাম্প কার্ডটি রয়েছে, তা ব্যবহার করলেই নাকি খেলখতম। অর্থাৎ সরকারের পতন। অস্বীকার করার উপায় নেই, তখন তার ওই ট্রাম্প কার্ডকে সারা দেশের মানুষ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আতঙ্কে পড়েছিল। বিএনপি সরকারও নড়েচড়ে বসেছিল। না জানি কী হয়। তাই দেশজুড়ে সরকার নিয়েছিল বাড়তি সতর্ক ব্যবস্থা। প্রস্তুত রাখা হয়েছিল নানা বাহিনী। ব্যতিব্যস্ত ছিল তারা, ব্যতিব্যস্ত ছিল দেশের মানুষ। ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল স্বয়ং সরকার। তখন আওয়ামী লীগের প্রচুর নেতা-কর্মীকে ধরপাকড় করা হয়েছিল। শেষতক ‘যত গর্জে তত বর্ষে না’-এর মতো- এ পর্যন্তই। আবদুল জলিলের ট্রাম্প কার্ডটির কী ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল, সেটা তিনিই ভালো জানতেন। তবে ৩০ এপ্রিলে ভয় আর জনাতঙ্ক ছাড়া দেশের কিছুই হয়নি। যেমন কিছু হয়নি ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বরে বিএনপির হুমকি-ধমকি আর তর্জন-গর্জনে। আমানউল্লাহ আমানও আবদুল জলিলের মতো ঘোষণা দিয়ে বসলেন, ১০ ডিসেম্বরের পর দেশ খালেদা জিয়ার কথায় চলবে। সারা দেশে তখন আতঙ্ক-উদ্বেগ, না জানি দেশের কী হয়। ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর পার হয়ে গেছে সেই কবেই। তর্জন-গর্জন ছাড়া দেশে বালা-মুছিবত কিছুই হয়নি। এখন ২০২৩ সালের আগস্ট। সরকারেরও কিছুই হয়নি। দেশেরও কিছু হয়নি। বিএনপি যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গেছে।

এবার যেমন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপিকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘খেলা হবে, ফাইনাল খেলা হবে।’ তেমনি গত বছরের ২ নভেম্বর ওবায়দুল কাদের বিএনপিকে উদ্দেশ করে একই কথা বলেছিলেন, ‘খেলা হবে। রাজনীতিতে আসেন খেলা হবে।’ সেই থেকে খেলা হবে জোরেশোরেই শোনা যাচ্ছে।

দুই দলের খেলার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে দেশের জনগণের এরই মধ্যে একটি বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল খেলা দেখা হয়ে গেছে। দেখা হয়ে গেছে আরও একটি ক্রিকেট বিশ্বকাপও। কিন্তু অওয়ামী লীগ বনাম বিএনপির ফাইনাল খেলাটা এখনো দেখা হয়নি। দেশের জনগণ এই দুই দলের ফাইনাল খেলাটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে রয়ে আছেন। কিন্তু এই খেলা আদৌ হবে কি না এবং দেশের আমজনতা সেই খেলা দেখতে পাবে কি না সন্দেহ।

কথায় আছে, ‘এক মণ ঘিও জুটবে না, রাধাও নাচবে না।’ যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাহানা নিয়ে বিএনপি জাতীয় সংসদের নির্বাচন একের পর এক বর্জন করে আসছে, সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা আর ফিরে আসার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ভবিষ্যতে দেখা যাবে বলেও মনে হচ্ছে না। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তো বলেই দিয়েছেন, ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার মরে গেছে, এখন কবরে শুয়ে আছে’। আর বিএনপির নেতারা নিরন্তর খোয়াব দেখে চলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার মরে নাই, জীবিত আছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমেই তারা নির্বাচন করবে- এই যদি হয় দেশের প্রধান দুই দলের অবস্থান, তাহলে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপির ফাইনাল খেলা দেখবে কীভাবে।

ওবায়দুল কাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা নিয়ে যে কথা বলেছেন, তা ইতিবাচক হিসেবে নিই আর নেতিবাচক হিসেবে নিই, তাতে কিছু যায় আসে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার মরে গেছে নাকি জীবিত আছে, সেটাও বড় কথা নয়। বড় কথা হলো, আমাদের দেশের নির্বাচন নিয়ে বাইরের দেশের মাথা ঘামানো। কথায় আছে, ‘গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল’। মাথা আমাদের, মাথাব্যথাও আমাদের। সমাধানও করতে হবে আমাদেরই। তাই তৃতীয় পক্ষের মাথাঘামানো কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। অপ্রিয় হলেও সত্যি, দুই দলের রেষারেষিতে তৃতীয় পক্ষের আগমন হয় এবং ওটাই নির্বাচনে তৃতীয় পক্ষের নাক গলানো। যা হতে দেয়া যাবে না।

তবে এটা ঠিক যে, ফাইনাল খেলা কিন্তু সব সময়ই দুটি শক্তিশালী দলের সঙ্গে হয় থাকে। তাহলে তো একটি কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিএনপি একটি বড় এবং অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। এবং তারাও দীর্ঘদিন এই দেশ শাসন করেছে। বর্তমানেও তারা রাজনৈতিক একটি বড় প্রতিপক্ষ। সেই বড় একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ না নিলে বিগত দিনের মতো সমালোচনার অন্ত থাকবে না বর্তমান সরকারের। আর বড় দল নির্বাচনে অংশ না নেয়া মানে হলো যেনতেন একটি নির্বাচন। যে নির্বাচনে কোনো উত্তেজনা থাকবে না, উচ্ছ্বাস থাকবে না, থাকবে না ভোটারদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ।

জ্ঞানী লোকেরা নাকি হিসাব করে কথা বলেন। তাই তারা কম কথা বলেন। আবার যা বলেন তা সঠিক কথা বলেন। আর জ্ঞানহীন মূর্খ যারা, তারা বেশি কথা বলেন। আর তারা হিসাব করে কথা বলেন না। আবার যা বলেন তাও সঠিক বলেন না। কিন্তু রাজনীতিতে হিসাব করে কথা বলার লোক খুব কম। কম কথা বলার লোকও খুব কম। তাই তারা বেশি কথা বলেন এবং বেঠিক কথা বলেন। তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনাও হয় বিস্তর। তত্ত্বাবধায় সরকার ব্যবস্থাকে কবরে পাঠানো আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কবরে পাঠানো এক জিনিস নয়। ওটা এক ধরনের জ্ঞানহীনতা, এক ধরনের মূর্খতা এবং বড় ধরনের ঔদ্ধত্য, যা দুর্বিনীত লোকদের মুখেই শোভা পায়। কিন্তু রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদ স্পর্ধা দেখিয়ে গত ২৬ মে কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে যা বলেছেন, তা রাজনীতিসুলভ বক্তব্য নয়। এটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ। এটি এক ধরনের শক্তির প্রদর্শন, এটি প্রাণনাশের হুমকি। এটাকেই বলা হয় মূর্খতা, এটাকেই বলা হয় হিসাব না করে কথা বলা। সংবাদমাধ্যমে জেনেছি, তিনি পুঁথিগত শিক্ষায় অনেক বড় বিদ্বান। জমিদার বংশের সন্তান। কিন্তু একজন দেশনেত্রীকে নিয়ে যা বললেন, একজন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যা বললেন, তা খুবই বেমানান। অন্যরা তার জন্য সাফাই গেয়েছেন। বলেছেন, এটি নাকি স্লিপ অব টাং অর্থাৎ জিহ্বা ফসকে বা মুখ ফসকে বেরিয়ে আসা কথা। কিন্তু আসলে কি তাই। মুখ ফসকে কি ওই রকম খেদযুক্ত হত্যার হুমকির কথা বের হতে পারে।

ওবায়দুল কাদের বিএনপিকে উদ্দেশ করে যেমন কথায় কথায় বলে থাকেন খেলা হবে। তেমনি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও তাঁর একটি পাল্টা জবাব দিয়েছেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে ওবায়দুল কাদেরকে বলেছেন, ‘আগে আপনারা পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিন, তারপর আপনাদের সঙ্গে খেলা হবে।’ এখানে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কথায় স্পষ্ট যে, তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যতীত কোনো সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে না। আর ওবায়দুল কাদেরের কথায় এটা স্পষ্ট যে, তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কবরে পাঠিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ মরে গেছে। সুতরাং সেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। দুই দলেরই যদি এই অনড় সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদের ভাগ্যেও শক্তিশালী দুই দলের ফাইনাল খেলা দেখা সম্ভব হবে না।

আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপির ফাইনাল খেলা দেখতে হলে সমঝোতার কোনো বিকল্প নেই। আর সেটা হলো সংলাপ। নিরপেক্ষ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে, নাকি বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে, তা নিয়েই সংলাপ হওয়া উচিত। এই সংলাপ যে বর্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিক, আমরা তার কিছু ইঙ্গিত ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা আমির হোসেন আমুর কথায় এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায় আভাস পেয়েছিলাম। কিন্তু কেন যেন তারা আবার তা অস্বীকার করলেন। যেটা আমাদের কাছেও বোধগম্য নয়। নাকি তারাও স্লিপ অব টাং বা মুখ ফসকে বছেলেন।

আওয়ামী লীগ যদি বিএনপির সঙ্গে ফাইনাল খেলা খেলতে চায়, তাহলে আওয়ামী লীগের অনড় অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে, অথবা বিএনপিকে তার অনড় অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে। আর যদি তা কারও পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে খেলা হবে সবল দলের সঙ্গে দুর্বল দলের, যা খালি মাঠে গোল দেয়ার শামিল। যা আমরা দেখতে চাই না। তাই আমরা অধীর আগ্রহে থাকব আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপির ফাইনাল খেলা দেখার জন্য।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

হৃদয়ে মিশিগান ইউএসএ' এর পক্ষ থেকে মাহবুব রহমানকে সংবর্ধনা। ছবি : সংগৃহিত

মাহবুব রহমানকে সংবর্ধনা

মিশিগান

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির একটি রেষ্টুরেন্টে গত ২০ আগস্ট রোববার রাতে 'হৃদয়ে মিশিগান ইউএসএ' এর পক্ষ থেকে নিউইয়র্ক থেকে আগত সাংস্কৃতিক সংগঠক মাহবুব রহমানকে এক সংর্বধনা দেয়া হয়। ফুলের তোড়া দিয়ে তাকে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ'র সাংবাদিকসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রেস ক্লাবের সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানার সভাপতিত্বে ও শফিক রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সাংবাদিক পার্থ সারথী দেব স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে মিশিগানে যখন বাঙ্গালি লোকজন ছিলেন হাতেগোনা সেই সময় গানপাগল মাহবুবভাই গানের আসর,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মরণিকা প্রকাশের মতো কাজগুলো করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। হেলাল উদ্দিন রানা বলেন, মাহবুবভাই বড় মাপের একজন মানুষ, সবাইকে নিয়ে চলতে পছন্দ করেন, তাকে আজ থেকে ২৫ বছর আগে যেমনটি দেখেছি আজো তিনি তেমনই রয়েছেন, তিনি একজন চির সবুজ মানুষ। মাহবুব রহমান বলেন, আমি নিউইয়র্ক থাকলেও আমার মনে মিশিগান অনুরণিত হয় সর্বক্ষণ। মানুষের ভালবাসা, হৃদয়ের টানে আসি মিশিগানে যেখানে কাটিয়েছি জীবনের একটি বড় সময়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক জুয়েল খান, মাহমুদুল হক লিটু, ফারজানা চৌধুরী, ফয়সাল আহমেদ মুন্না, ছানা মিয়াসহ আরো অনেকে। এছাড়াও সুরমা শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে গত ১৯ আগস্ট শনিবার রাতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাহবুব রহমানকে সংর্বধনা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যরা মাহবুব রহমানের অবদানসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের প্রবীণ সদস্য আবুল হোসেন ভিংরাজ, শিল্পী জহির উদ্দীন, সাইফুল আলম খান, শফিক রহমানসহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠান শেষে কবিতাপাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা।

বিএনপির টিভি চ্যানেল বয়কটের ঘোষণায় মালিকদের প্রতিবাদ

ঢাকা অফিস

বিএনপির পক্ষ থেকে '৭১ টিভি' ও 'সময় টিভি'র টকশো বর্জনের ঘোষণায় উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো)।

মঙ্গলবার সংগঠনের সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি বিএনপির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিয়ে সময় টিভি এবং ৭১ টিভিকে বয়কটের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো) মনে করে এ ধরনের ঘোষণা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য হুমকিস্বরূপ।

জ্যাকসন হাইটসে হাজারো মানুষের মাঝে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

বাংলাদেশের জাতীয় শোক দিবস ও একুশে আগস্ট শহীদদের স্মরণ করা হয় নিউইয়র্কে। জ্যাকসন হাইটসের শোক সভা ও বিনামূল্যে হাজারো মানুষের মাঝে খাবার বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল। নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ ও যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ২০ আগস্ট সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠ যোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শক্তিশালী হয় দেশে এবং প্রবাসে যে যেখানেই থাকি বাংলাদেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে।

আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে বলেন, যারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চেয়েছে অতি দ্রুত তাদের বিচার না হলে দেশে অপশক্তির অবস্থান আরো বেড়ে যাবে। ৭ শতাধিক মানুষকে বিনামূল্যে খাওয়ানো হয়েছে ।

মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু বলেন, এ আয়োজন সফল করতে মাসুম বিল্লাহ , মাহফুজুল হায়দার, শিবলী ছাদিক, সুমন মাহমুদ, এম আলমগীর সহ অনেকে পরিশ্রম করেছেন।

বাংলাদেশ থেকে আগত উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল কাশেম চৌধুরী এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা মাসুদুল হাসান এতে বক্তব্য রাখেন।

৩ শতাধিক মানুষকে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ। অনুষ্ঠানের অন্যতম সংগঠক যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা রিয়াজুর কাদির লস্কর মিঠু বলেন,

শোকের মাসকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার শপথ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের প্রতিটি কর্মী রাজপথে কাজ করে যাব।

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা আমিনুল হোসেন,সাহার রহিম শ্যামল,মাহমুদুল হাসান টিটু আব্দুল হালিম এবং নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী যুবলীগ আহ্বায়ক ,যুগ্ম-আহ্বায়ক ও সিটি আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক সহ সকল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

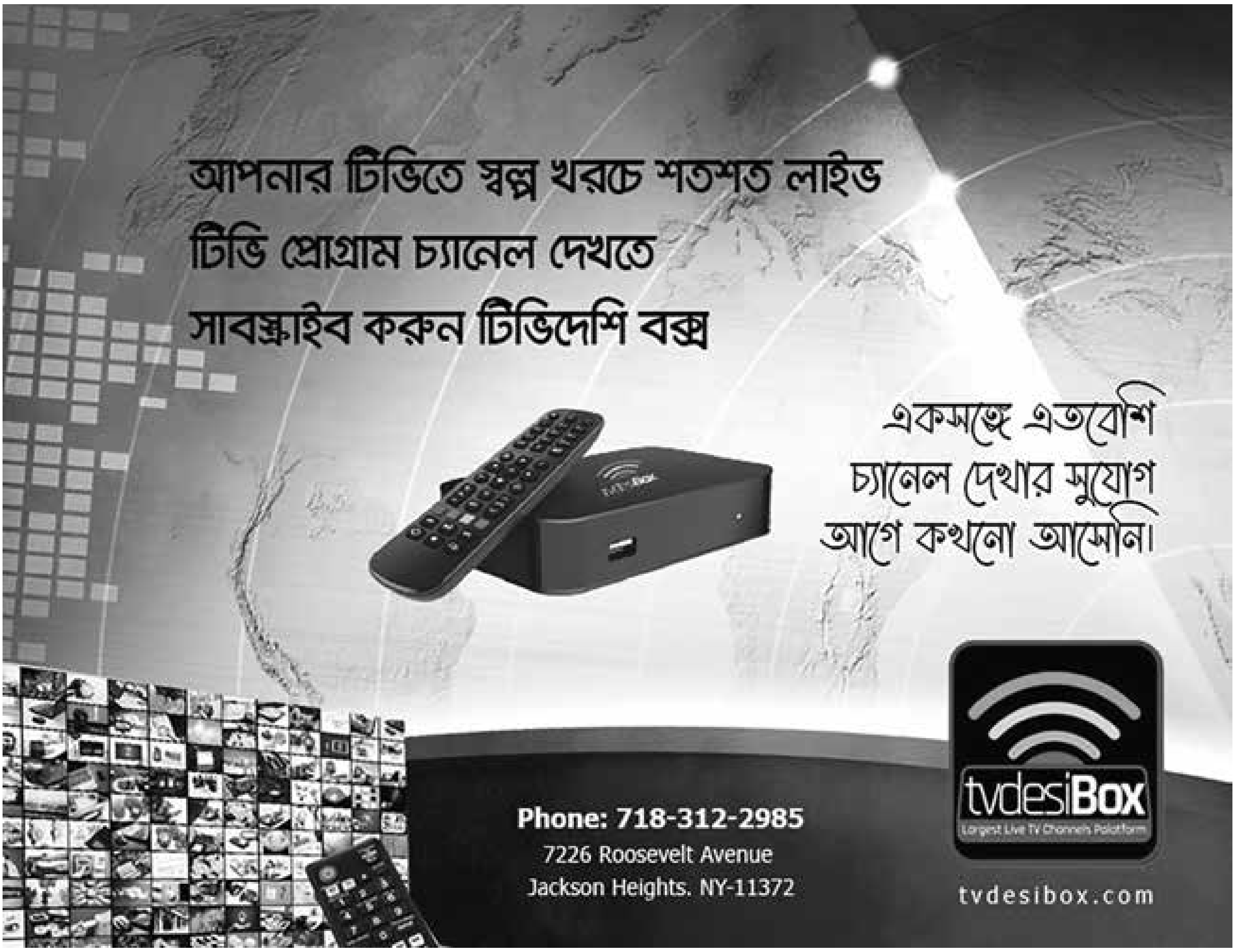

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ল' সোসাইটির ফ্যামিলি নাইট উদযাপিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০ আগস্ট রোববার উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে বাংলাদেশ ল' সোসাইটি উৎসবমুখর পরিবেশে ফ্যামিলি নাইট উদযাপন করেছে। অনুষ্ঠানে সংগঠনটির সদস্যরা স্বপরিবারে অংশ নেন। এই আয়োজনে সম্মাননা প্রদানসহ ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সংগঠনের সভাপতি এডভোকেট মোঃ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি গ্যারী মিরেট। বক্তব্য রাখেন উপদেস্টা এটর্নী মঈন চৌধুরী, উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি এডভোকেট কাজী শামসুদ্দোহা, উপদেষ্টা এডভোকেট এম মতিউর রহমান, সাবেক সভাপতি এডভোকেট মুজিবুর রহমান (১), এডভোকেট মুজিবুর রহমান (২), এডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ, এড. নিলুফার ইয়াসমীন, আবুল কালাম আজাদ, ব্যারিস্টার মিজানুর আর চৌধুরী ও আহবায়ক এড. সাইদুর রহমান।

শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন এড. মাওলানা আশিক আহমদ খান।

অনুষ্ঠানে প্রবাসবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় এটর্নী মঈন চৌধুরীকে সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ল' সোসাইটির আজীবন সদস্যদের সনদ প্রদান করা হয়। সহযোগীতায় ছিলেন আহবায়ক এড. সাইদুর রহমান ও এড. সোনিয়া সোনিয়া।

অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। এতে স্বর্ণের চেইনসহ ১৩টি আকর্ষণীয় পুরস্কার ছিল।

'বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস ' প্রস্তাব পাশ নিউইয়র্ক সিনেটে, উদযাপিত হবে ২৫ সেপ্টেম্বর

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথমবার ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন। ওই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিৎ সাহার প্রস্তাবে, নিউইয়র্ক রাজ্যের সিনেটর স্ট্যাভিস্কির উদ্যোগে সম্প্রতি 'বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস' প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্য টানা সপ্তমবারের মতো আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস' পালন করতে যাচ্ছে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর কেটি হুকুল এ সংক্রান্ত একটি ঘোষণা দেন।

কারাগারে আশ্রয় প্রার্থীদের আবাসনের চিন্তা নিউইয়র্ক সিটির

এইচ বি রিতা

হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থীর বাসস্থান দিতে হিমশিম খাওয়া নিউ ইয়র্ক সিটি এখন তাদেরকে বন্ধ হয়ে যাওয়া ফেডারেল কারাগারে আশ্রয় দিতে চাচ্ছে। এই কারাগারটি একসময় দলবদ্ধ অপরাধী অর্থাৎ মবস্টারদের জেল ছিল। এখন পর্যন্ত, শহরটি ১৩টি ত্রাণকেন্দ্র সহ ২০০টির বেশি সাইট খুলেছে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য, যা পর্যাপ্ত নয়। তাই, জ্যাকব জাভিটস সেন্টার, SUNY ডরমিটরিএবং লো-ম্যানহাটনের মেট্রোপলিটান কারেকশনাল সেন্টারের মতো বন্ধ হয়ে যাওয়া কারাগারগুলোকে আশ্রয়প্রার্থীদের বাসস্থান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি দিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য শহরটি স্টেটকে জানিয়েছে।

আগস্ট ১৮, শুক্রবার বিকেলে, শহরটি জানায়, সঙ্কট শুরু হওয়ার পর থেকে ১ লাখ ১ হাজারেরও বেশি অভিবাসী নিউ ইয়র্কসিটিতে পৌঁছেছে এবং সেই সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

শুক্রবার মিডটাউন ম্যানহাটনের রুজভেল্ট হোটেলের বাইরে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন, ডেপুটি মেয়র ফর কমিউনিকেশনস ফ্যাবিয়ান লেভি। সেখানে তিনি বলেন, "আমরা ২০০টি সাইট খুলেছি এবং এরপরও আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য আমাদের জায়গা নেই। তবে আমাদের কাছে বিকল্প রয়েছে। গভর্নর এবং স্টেট যা করেছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, তবে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য আমাদের আরও বেশি সাহায্য দরকার।"

তিনি বলেন, "নিউইয়র্ক সিটিতে এখন ১ লাখ ১ হাজার

এরও বেশি অভিবাসী রয়েছেন এবং পাঁচটি বরো জুড়ে ৫৯ হাজার আশ্রয়প্রার্থী ২০২টি জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করছেন। শতশত আশ্রয়প্রার্থী এখনও প্রতিদিন আসছেন। শুধু গতকালই নিবন্ধ হয়েছে ৫০০ জন।"

এনওয়াইসি ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের মুরাদ আওয়াদেহ বলেছেন, "কিছু জায়গা অবশ্যই হিসাবের বাইরে থাকতে হবে। ম্যাট্রোপলিটন কারেকশনাল সেন্টার(MCC) উপযুক্ত কোনো স্থান নয় যে একটি নতুন দেশে কেউ নতুন জীবন স্থাপনের চেষ্টাকরলে তাকে সেখানে ছেড়ে দেয়া যাবে।"

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

▪ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

---

Tax & Immigration
Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

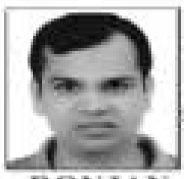
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, মাজার ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকা রোগের ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

নিউ ইয়র্কে শাহ্ ফাউন্ডেশনের সফল রক্তদান কর্মসূচি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউ ইয়র্কের আর্ত মানুষদের দারিদ্র্য, অসুখ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান শাহ্ ফাউন্ডেশন এক রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

১৫ আগস্ট নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকার নবান্ন পার্টি হলে নিউ ইয়র্ক ব্লাড সেন্টার এবং নবান্ন রেস্টুরেন্টের সহযোগিতায় আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির সফল এ আয়োজনে রক্তদাতারা ভিড় করেন।

আমাদের নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধি জানান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাশাপাশি ভিনদেশী নাগরিকরাও শাহ্ ফাউন্ডেশনের এই রক্তদান কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি অব্যাহত ছিল। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রক্তদান কর্মসূচিতে প্রায় ৪১ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

কর্মসূচির উদ্বোধন করেন নিউ ইয়র্কের অ্যাসেম্বলি ওম্যান ক্যাটলিনা ক্রুজ। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপেদেষ্টা ও শাহ্ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ফাহাদ সোলায়মান, শাহ্ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট শাহ্ জে. চৌধুরী, শাহ গ্রুপের কো ফাউন্ডার ফৌজিয়া জে চৌধুরী, শাহ্ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ও ব্যবসায়ী একেএম ফজলুল হক, মইনুল ইসলাম, মইনুজ্জামান চৌধুরীসহ শাহ্ ফাউন্ডেশনের সকল টিম মেম্বার, সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তাহিক পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক নাজমুল আহসান, ফটো সাংবাদিক নেহার সিদ্দিকী।

রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধনের পর অ্যাসেম্বলি ওম্যান ক্যাটলিনা ক্রুজ বলেন, শাহ ফাউন্ডেশন সবসময় মানুষের কল্যাণে কাজ করে আসছে। সে কারণে আমি সবসময়ই শাহ্ ফাউন্ডেশনের পাশে থাকি, ভবিষ্যতেও থাকব। ফাহাদ সোলায়মান বলেন, শাহ ফাউন্ডেশনের একজন ডিরেক্টর হিসাবে আমি গর্বিত। কারণ এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আর্তমানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে।

শাহ্ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শাহ্ জে. চৌধুরী চৌধুরী বলেন, যারা আমাদের এই কর্মসূচি সফল করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আর আমার পরিবারের সবাই মিলে যেভাবে কাজ করেছে তাতে আমি অভিভূত। তবে এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন মোটেও যথেষ্ট নয়। কিন্তু এটি ছাড়া তাঁদেরকে দেওয়ার মতো আর কিছুই আমার নেই।

তিনি আরও বলেন, রক্তদান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, আমাদের সবার রক্ত দেওয়া প্রয়োজন। এ ধরণের সেবামূলক কাজের জন্য কোনো সংগঠনের প্রয়োজন নেই, ইচ্ছা থাকলে ব্যক্তি উদ্যোগেও ভালো কাজ করা যায়।

ফৌজিয়া জে চৌধুরী বলেন, রক্তদান মানেই জীবন দান। আমাদের সবারই রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত। মানুষের জীবন বাঁচানোর মতো মহত্ত্ব তো আর কিছুতে নেই।

সম্মানিত অতিথি হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন জেবিবিএর প্রেসিডেন্ট হারুণ ভুইয়া, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর প্রেসিডেন্ট শাকিল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমি, ব্যবসায়ী জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালী, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, শাহ গ্রুপের কো- ফাউন্ডার হোসনে আরা চৌধুরী, সাদিয়া জে চৌধুরী, সালমান জে চৌধুরী, এস এম সোলায়মান পাটোয়ারি, মোহাম্মদ হোসেন দিপু, নিহার সিদ্দিকী, এমডি আজিজুল হক, জেবিবিএ'র সহ সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, লেখক হুমায়ুন কবীর ঢালি প্রমুখ।

জর্জিয়ায় হাসিনা পরিষদের জাতীয় শোক দিবস পালন

মনজিলুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শেখ হাসিনা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র চ্যাপ্টারের উদ্যোগে জর্জিয়ায় এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

২০ আগস্ট রোববার সন্ধ্যায় স্থানীয় লাকী সোলস পার্ক সভাকক্ষে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আলি হোসেন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস হাসান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জর্জিয়া মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ জামাল।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের পর ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন জর্জিয়া মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক মোশারফ হোসেন, মাহাবুবুল আলম, জর্জিয়া আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি রেজা করিম ও মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ প্রমুখ।

আটলান্টিক সিটিতে ৬ সেপ্টেম্বর শুভ জন্মাষ্টমী

সুব্রত চৌধুরী

সনাতন ধর্মের প্রবক্তা ও প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি "শুভ জন্মাষ্টমী" যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটির প্রবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা, ধর্মীয় আড়ম্বর ও আনুষ্ঠানিকতায় উদযাপন করবে। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর বুধবার আটলান্টিক সিটির ১৪১১, পেনরোজ এভিনিউর প্রার্থনা হলে কৃষ্ণভক্তদের উদ্যোগে সাড়ম্বরে জন্মাষ্টমী উদযাপন করা হবে।

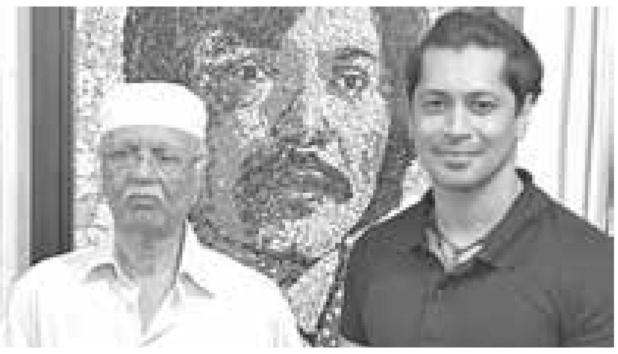

মাসুদ রানা' চরিত্রের দুই প্রজন্মের নায়ক একই ফ্রেমে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

খ্যাতিমান অভিনেতা সোহেল রানা মাসুদ রানা সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় প্রথমবারের মতো নায়ক হিসেবে আসেন।

মাসুদ রানা সিরিজের ১১ তম বই বিস্মরণ অবলম্বনে বাংলাদেশে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল কাজী আনোয়ার হোসেনের 'মাসুদ রানা' চরিত্রটি নিয়ে। আলোচিত এই সিনেমাটি মুক্তি পায় ১৯৭৪ সালে। এর ঠিক ৪৯ বছর পর ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ প্রযোজনায় জনপ্রিয় গোয়েন্দা উপন্যাস 'মাসুদ রানা: ধ্বংস পাহাড়' অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে সিনেমা 'এমআর-৯: ডু অর ডাই'। সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হলিউড নির্মাতা আসিফ আকবর। এবারের সিনেমাটিতে গোয়েন্দা মাসুদ রানার চরিত্রে বাংলাদেশি অভিনেতা এবিএম সুমন।

১৮ আগস্ট শুক্রবার খ্যাতিমান অভিনেতা সোহেল রানার কাছে দোয়া নিতে গিয়েছিলেন অভিনেতা এবিএম সুমন। বেশ কিছুক্ষণ সোহেল রানার বাসায় অবস্থান করেন তিনি। এবিএম সুমন সাংবাদিকদের জানান, 'শ্রদ্ধেয় অভিনেতা সোহেল রানা শুভকামনা জানিয়েছেন, সাফল্য কামনা করেছেন। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটান।'

৮৩ কোটি টাকার বিশাল বাজেটে নির্মিত এই সিনেমা বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় আলাদা আলাদা শুটিং হয়েছে। বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ছবিটির দৃশ্যধারণ হয়েছে।

কাজী আনোয়ার হোসেনের 'মাসুদ রানা' সিরিজের প্রথম বই 'ধ্বংস পাহাড়' থেকে 'এমআর-৯'-এর চিত্রনাট্য করেছেন আসিফ আকবর, আব্দুল আজিজ ও নাজিম উদ দৌলা। বাংলাদেশের প্রযোজনা সংস্থা জাজ মাল্টিমিডিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেসভিত্তিক আল ব্রাভো ফিল্মস এবং এমআর-নাইন ফিল্মস ছবিটি প্রযোজনা করেছে।

হলিউড ও বলিউডের একঝাঁক তারকা অভিনয় করেছেন এই সিনেমায়। হলিউড অভিনেতাদের মধ্যে 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা'র অভিনেতা ফ্র্যাংক গ্রিলো, 'দ্য ডার্ক নাইট'-এর মাইকেল জাই হোয়াইট, 'আর্মি অব ওয়ান' অভিনেতা নিকো ফস্টার অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া বলিউডের 'পয়জন'খ্যাত অভিনেত্রী সাক্ষী প্রধান, 'থ্রি ইডিয়টস'খ্যাত ওমি বৈদ্যকে সিনেমাতে দেখা যাবে। বাংলাদেশি অভিনেতাদের মধ্যে শহীদুল আলম সাচ্চু, আনিসুর রহমান মিলন, জেসিয়া ইসলাম ও টাইগার রবিসহ আরও অনেকেই অভিনয় করেছেন।

পোষা প্রাণিসহ বাড়িগুলোর মাসিক ভাড়ায় $২৫০ বৃদ্ধি

এইচ বি রিতা

নিউ ইয়র্ক সিটি তার ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার জন্য কুখ্যাত-এটা সবার জানা। এ বছরের জুলাই মাসে, ভাড়ার দাম গত বছরেরতুলনায় ৯.৩ শতাংশ বেশি বেড়েছে। এবং বরো জুড়ে পশুপ্রেমীদের প্রতিমাসে পোষা প্রাণীর ভাড়ায় অতিরিক্ত $২৫০ বাড়তিখরচ-ভাড়াবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

নিউইয়র্ক সিটি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অভিবাসীদের নিয়ে নানা সুযোগ সুবিধায় একটি বৈচিত্রময় শহর। তবে পেট-ফ্রেন্ডলি শহর হিসাবে নিউইয়র্ক সিটি একদমই পিছিয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে সবচেয়ে পেট-ফ্রেন্ডলি শহরগুলো খুঁজতে গিয়ে Zumper-এর সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা দেখায়, পোষা প্রাণীদের জন্য ভাড়া বৃদ্ধি, পশুচিকিৎসকের খরচ, দূষিত বায়ুর গুণমান এবং মাথাপিছু আউটডোর পার্কের অভাব এবং কম পেট-ফ্রেন্ডলি অ্যাপার্টমেন্টের কারণে ১০০টি পেট-ফ্রেন্ডলি শহরের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটি ৯৫তম স্থানে রয়েছে।

গবেষণায় নিউ ইয়র্ক সিটির চেয়ে কম স্কোর করা একমাত্র শহরগুলির মধ্যে রয়েছে, ক্যালিফ, সান্তা আনা, ক্যালিফ এবং আরবানহনুলুলু, জার্সি সিটি, এনজে, আনাহেইম, হাওয়াই।

রোভারস্ ট্রেন্ড এক্সপার্ট কেট জাফ একটি বিবৃতিতে 'দ্য পোস্ট'কে বলেছেন, "পোষা প্রাণি দত্তক নিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এইশহরে একটি পোষা প্রাণীর মালিক হওয়ার সমস্ত আর্থিক প্রভাব বিবেচনা করে নিবেন।"

তিনি বলেন, "আপনি যদি পোষা প্রাণীর অভিভাবক হন, তাহলে আপনার পোষা প্রাণি বাড়িতে আনার আগে আপনাকে সম্ভবতএকটি অতিরিক্ত 'পোষ্য ভাড়া' দিতে হবে, যা আনুমানিক $২০০ থেকে $৫০০ হতে পারে।"

নিউ ইয়র্ক সিটির অ্যানিমাল কেয়ার সেন্টারের মুখপাত্র ক্যাটি হ্যানসেন "দ্য পোস্ট"কে বলেন, "আর্থিক সমস্যার কারণে লোকেরা তাদের পশুদের ফেরত দিচ্ছেন, নিতে চাচ্ছেন না।"

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়। ১৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার ফেয়ারমাউণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে।

'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি,ফল,টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই "ফুড ব্যাংক" কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি"।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার (মুনা) ষষ্ঠ সম্মেলন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৯ আগস্ট শনিবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়ায় মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার (মুনা) ষষ্ঠ সম্মেলনে মানবতার জন্য কোরআনের নির্দেশিকা শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়েছেন জনপ্রিয় ইসলামী বক্তা ড. মিজানুর রহমান আজহারী। তিন দিনের এ সম্মেলনে প্রায় ২০ হাজার ধর্মপ্রান মুসলমান অংশ নিয়েছেন।

মুনা সম্মেলনের আয়োজকরা জানান, ড. মিজানুর রহমান আজহারী এই প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্যে কোরআন ও হাদিসের আলোকে আলোচনা এবং মুনা সম্মেলনে অংশ নিলেন।

সম্মেলনে ইসলামি চর্চা ও আলোচনা ছাড়াও ছিল সেমিনার, ছোটদের অনুষ্ঠান, মহিলাদের জন্য আলাদা অনুষ্ঠান, বাচ্চাদের খেলাধুলা, কালচারাল প্রোগ্রাম ও ইয়ুথ প্রোগ্রাম। ৪টি মহাদেশ থেকে ইসলামিক বিদ্বানরা উক্ত সম্মেলনে যোগ দেন।

মুনা কনভেনশনের চেয়ারম্যান আরমান চৌধুরী সিপিএ ও আনিসুর রহমানের যৌথ সঞ্চালনায় শনিবারের আলোচনায় অংশ নেন- ড. ওমর সুলাইমান, ড. আলতাফ হোসেন, হারুণ ও রশিদ ও সাইখ আব্দুল নাসির জাগদা।

ড. মিজানুর রহমান আজহারী আরও বলেন, কোরআন না থাকলে পৃথিবীতে আমাদের আসার উদ্দেশ্য কি তা জানতে পারতাম না। ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতাম। খেতাম, কাজ করতাম, পৃথিবী আবাদ করতাম, উন্নয়ন হতো কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের আসার উদ্দেশ্য কি? তা কখনই জানতে পারতাম না। কোরআন আমাদেরকে সেটা পরিস্কার করেছে। তিনি বলেন, কোরআন ব্যতীত সকল ধর্মগ্রন্থই নবীদের উপর একবারেই নাজিল হয়েছে। কিন্তু কোরআন নাজিল সম্পন্ন হতে সময় লেগেছে ২৩ বছর। কোরআন আমাদের আলোকিত জীবনের সন্ধান দেয়, উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো মানবতাকে আলোকিত করে। কোরআন বিশ্লেষন করে দেখা যায় একটি ভূ-খন্ডের অক্ষর জ্ঞানহীন জাতি ও গোষ্টির পুরো জীবনধারাকে পাল্টে দিয়েছিল এই কোরআন।

আজহারী ২০১০ সালে ইসলামি গজল ও কিরাত দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি একটি বাংলা টিভিতে ইসলামি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ২০১৫ সালের শুরুর দিকে তিনি ওয়াজ-মাহফিল নিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি অল্প কয়েক বছরেই সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেন। বর্তমানে যে ক'জন ইসলামি চিন্তাবিদ রয়েছেন, তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

১৮ আগস্ট শুক্রবার সম্মেলনে বক্তব্য দেন মুনার ন্যাশনাল কমিটির সভাপতি হারুন ও রশীদ, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা লুৎফর রহমান, আব্দুস সালাম আজাদী ও আহমেদ আবু ওবায়দুল্লাহ।

সম্মেলনের দু'দিন আগে ড. মিজানুর রহমান আজহারীর নাম যুক্ত হওয়ায় সম্মেলনে যোগ দিতে সাধারন মানুষের মাঝে আগ্রহ বেড়ে যায়।

শনিবারের সম্মেলন শেষে রাত সাড়ে ১১টার দিকে এক সংবাদ সম্মেলনের আহবান করেন মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার (মুনা) কর্তৃপক্ষ। সংবাদ সম্মেলনের নানা ক্রুটি নিয়ে সাংবাদিকদের মতামত জানতে চান কর্তৃপক্ষ। অত্যন্ত সুশৃংখল একটি সম্মেলনের ভূয়সী প্রশংসা করে আগামী সম্মেলনে সকল সাংবাদিকের একই হোটেলে রুম বুকিং দেওয়ার আহবান জানান।

নিউ ইয়র্ক মাতাতে আসছেন মিতালী মুখার্জী

উত্তর আমেরিকা অফিস

দুই বাংলার জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী মিতালী মুখার্জী নিউ ইয়র্কে আসছেন। গ্যালাক্সী মিডিয়া আগামী ২৬ আগস্ট নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকার মেরী লুইস একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজন করতে যাচ্ছে মিউজিক্যাল নাইট উইথ মিতালী মুখার্জী এন্ড বাদশা বুলবুল। "এ জীবন তোমাকে দিলাম বন্ধু তুমি শুধু ভালোবাসা দিও" "ভালোবাসা যত বড় জীবন তত বড় নয়" "যেটুকু সময় তুমি থাকো পাশে" সহ শত শত জনপ্রিয় গান গেয়ে নব্বই দশকে আমাদের বিমোহিত করে রাখতেন।

সুকণ্ঠি মিতালী মুখার্জীর গাওয়া "এই দুনিয়া এখনতো আর সেই দুনিয়া নাই" "দুই পয়সার আলতা" ছবির এই গানটি ১৯৮২ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। মিতালী মুখার্জীর শিক্ষাজীবনের শুরু ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে। ময়মনসিংহের মুমিনুন্নিসা মহাবিদ্যালয় থেকে এইচএসসি পাস করার পর তিনি ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ভারতের গুজরাটের মহারাজা সায়াজী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত বিষয়ে অধ্যয়ন করতে যান এবং সেখান থেকে স্নাতক স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণের সাথে সাথে গোল্ড মেডেলও লাভ করেন। তিনি বারোদা এবং আহমেদাবাদ এর রেডিও এবং টেলিভিশনে নিয়মিত শিল্পী হিসেবে সঙ্গীত পরিবেশন এবং গুজরাটের বিভিন্ন শহরে কনসার্টে অংশগ্রহণ করতেন।

এরপর তিনি এমফিল করতে চলে যান মুম্বাই। সেখানে মুম্বাই দূরদর্শন এবং মুম্বাই রেডিওতে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন। নিয়মিত কনসার্টে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জন্যও প্রচুর গান করেছেন। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অসংখ্য অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে তার। ভারতে পড়ালেখা করাকালীন সময়ে পরিচিত হন খ্যাতিমান গজলশিল্পী ভুপিন্দর সিংয়ের সঙ্গে। ১৯৮৩ সালে বিয়ের পর ভারতেই স্থায়ী হন।

গ্যালাক্সী মিডিয়ার কর্নধার বদরুদ্দোজা সাগর বলেন- রুচির দূর্ভিক্ষের প্রতিবাদে প্রবাসে সঙ্গীতের নান্দনিক ধারাকে শুদ্ধ পরিবেশনায় উপস্থাপন করতে গ্যালাক্সী মিডিয়া বদ্ধপরিকর।

সাংবাদিকদের সাথে মুনা'র সম্মেলন পরবর্তী মতবিনিময় সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৯ আগস্ট শনিবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়ায় মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার (মুনা) ষষ্ঠ সম্মেলনে মানবতার জন্য কোরআনের নির্দেশিকা শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়েছেন জনপ্রিয় ইসলামী বক্তা ড. মিজানুর রহমান আজহারী। তিন দিনের এ সম্মেলনে প্রায় ২০ হাজার ধর্মপ্রান মুসলমান অংশ নিয়েছেন।

২০ আগস্ট রোববার ও আজহারী বক্তব্য রাখেন।

১৯ আগস্ট শনিবার সম্মেলন শেষে রাত সাড়ে ১১টার দিকে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার (মুনা) কর্তৃপক্ষ। উক্ত মতবিনিময় সভায় সম্মেলনের নানা বিষয়, ক্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে সাংবাদিকদের মতামত জানতে চান কর্তৃপক্ষ। অত্যন্ত সুশৃংখল একটি সম্মেলনের ভূয়সী প্রশংসা করে আগামী সম্মেলনে সকল সাংবাদিকের একই হোটেলে রুম বুকিং দেওয়ার আহবান জানান। প্রধান বক্তা বা অতিথির সাথে আলাদা করে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির জন্যও দাবি জানানো হয়। খাবার দাবারের সমস্যা, নিরাপদে হোটেলে যাতায়াত ও নানাবিধ সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। আগামীতে কর্তৃপক্ষ এসব বিষয় ভেবে দেখবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মুনা ন্যাশনাল কমিটির প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ, কনভেনশনের চেয়ারম্যান আরমান চৌধুরী। মুনা সোসাল সার্ভিস এর ডাইরেক্টর আব্দুল্লাহ আরিফের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, মুনার এসিসটেন্ট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ও মিডিয়া কালচারাল বিভাগের ডাইরেক্টর আনিসুর রহমান গাজী, কনভেনশনের কো-চেয়ারম্যান ড: নকিবুর রহমান তারেক, জিয়াউল ইসলাম শামীম ও মুনা কনভেনশনের পাবলিসিটি ও মিডিয়া বিভাগের সদস্য রশীদ আহমদ। মতিবিনিময় সভায় ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ১৭জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুর জেলা ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডসের উদ্যোগে বনভোজন ও মিলনমেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০ আগস্ট ফরিদপুর জেলা ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডস এর উদ্যোগে এফডিআর স্টেইট পার্কে বারবিকিউ পার্টি, বনভোজন ও মিলনমেলা সম্পন্ন হয়েছে। ছায়াসুনিবিড় মনোরোম পরিবেশে বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন বনভোজন ও মিলনমেলার প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতা ভাঙ্গা পৌরসভার

নির্বাচিত পৌর মেয়র ফয়েজ মিয়া, , উপস্থিত ছিলেন বনভোজন ও মিলনমেলার ব্যবস্থাপক যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মুরাদ। অনুষ্ঠানের আয়োজক হাজী ফারুখ আহমেদ, সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা ফরিদপুর জেলা কল্যান সমিতি ইউএসএ এবং সহযোগি আায়োজক ফকির হুমায়ুন স্বপন, ইলিয়াস ফকির, মনির উজ্জামান মনির, অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুরের কৃতি সন্তান ফরিদপুর জেলা কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি বদিউজ্জামান দুলাল ও ফকির আল মিনার, শ্রাবণ লাকি, শওকত ফকির, নাজমা আকতার, নিগাতারা ফারুক, মুসাফি, মুন্তাহার, এনামুল, আকবর, মামুন, তুহিন, দুলাল ভাবী, নাদিয়া, নাজিয়া, রিনা, রাজকন্যা রিমি, সাইফুল সাঈদ, মুস্তাফিজুর রহমান মঞ্জু, কে এইচ রাকিব, মিসেস নয়ন, আসাদ, নাফিজ, লিখন, রাজু দেওয়ান, মিঠু, কবির, তুহিন, নিশাত, শুভ, সবুজ, মুক্তা ও আরো অনেকেই।

বনভোজনে মিলিত হয়ে সকলেই অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেন। সকলেই ভ্রমন, বনভোজন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সবশেষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান বনভোজনের আয়োজক ও ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে মাহমুদুল হাসান মুরাদ।

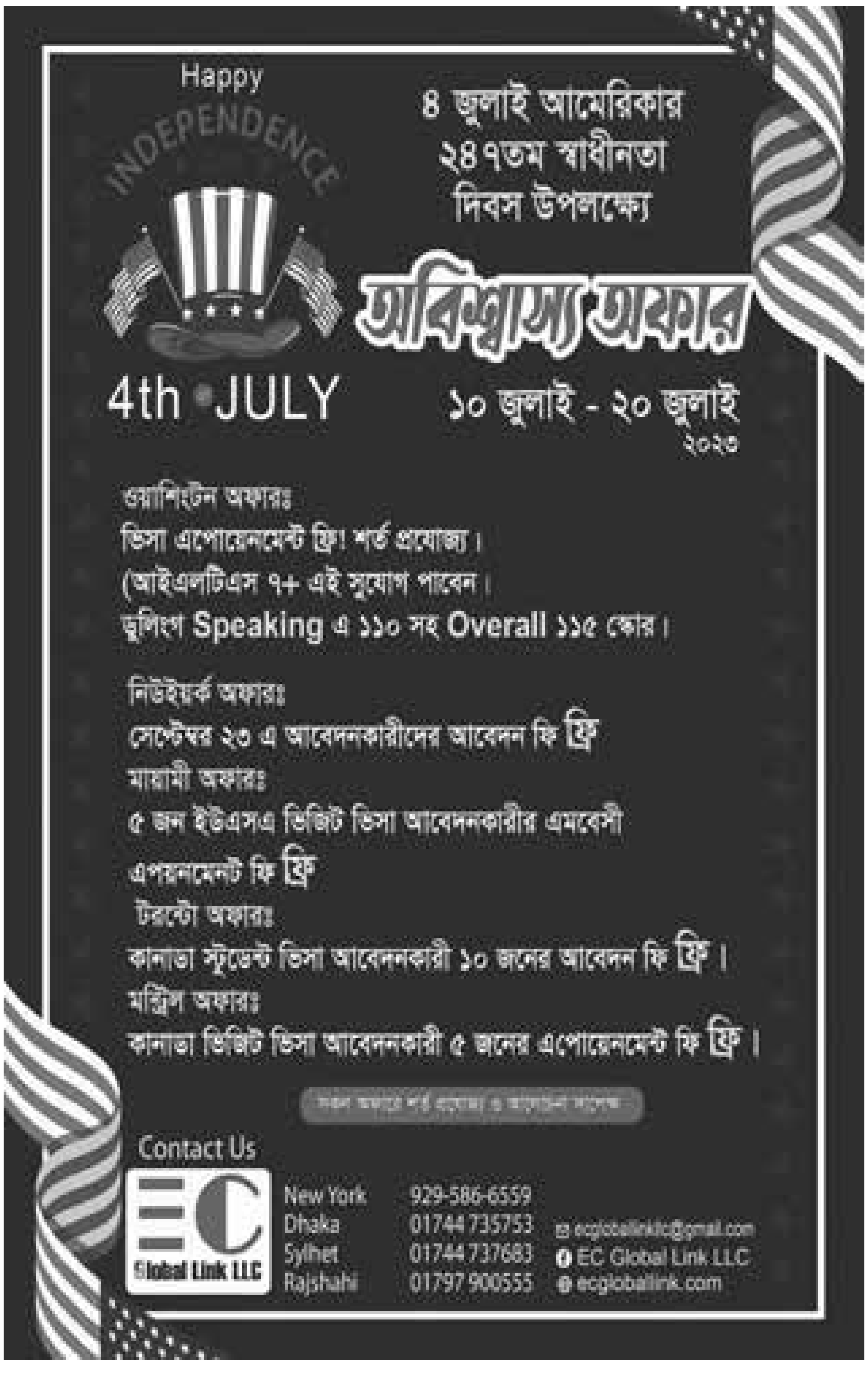

TITLE SPONSOR
GOLDEN AGE
HOME CARE
আজকাল
Galaxy
media
GRAND SPONSOR
Kochi Konther Asar USA
Musical Night with
MITALI
MUKHERJEE
& BADSHA BULBUL
HOST: PRICILA
26 AUGUST, 2023 | 7.30-11.00 PM
VENUE: THE MARY LOUIS ACADEMY
176-21 WEXFORD TERRACE, JAMAICA ESTATES, NY 11432
TICKET PRICE
SILVER: $20.00 | GOLD: $30.00 | PLATINUM: $50.00 | VIP: $100.00
SCAN FOR TICKET
TICKETS AVAILABLE AT:
169-22 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432
DHANSHIRI RESTAURANT, 169-28 HILLSIDE AVENUE, QUEENS, NY 11432
168-45 HILLSIDE AVE., JAMAICA, NY 11432
STYLE WITH ME, 87-48 169TH ST, JAMAICA, NY 11432
1457 UNIONPORT RD, BRONX, NY 10462
GRAM BANGLA RESTAURANT, 7605 101 AVENUE, OZONE PARK, NY
JUST GIVE ME YOUR Smile
smile
CO-SPONSOR
MASWALA
HTC USA, INC
PROUD SPONSOR
THE GARAGE
FOR MORE INFO: +1 (929) 538-7903
Media Partner:
Rtv
ঠিকানা
Print Partner:
ihope print.com

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
AUTHENTIC TASTE
Home Made Style
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

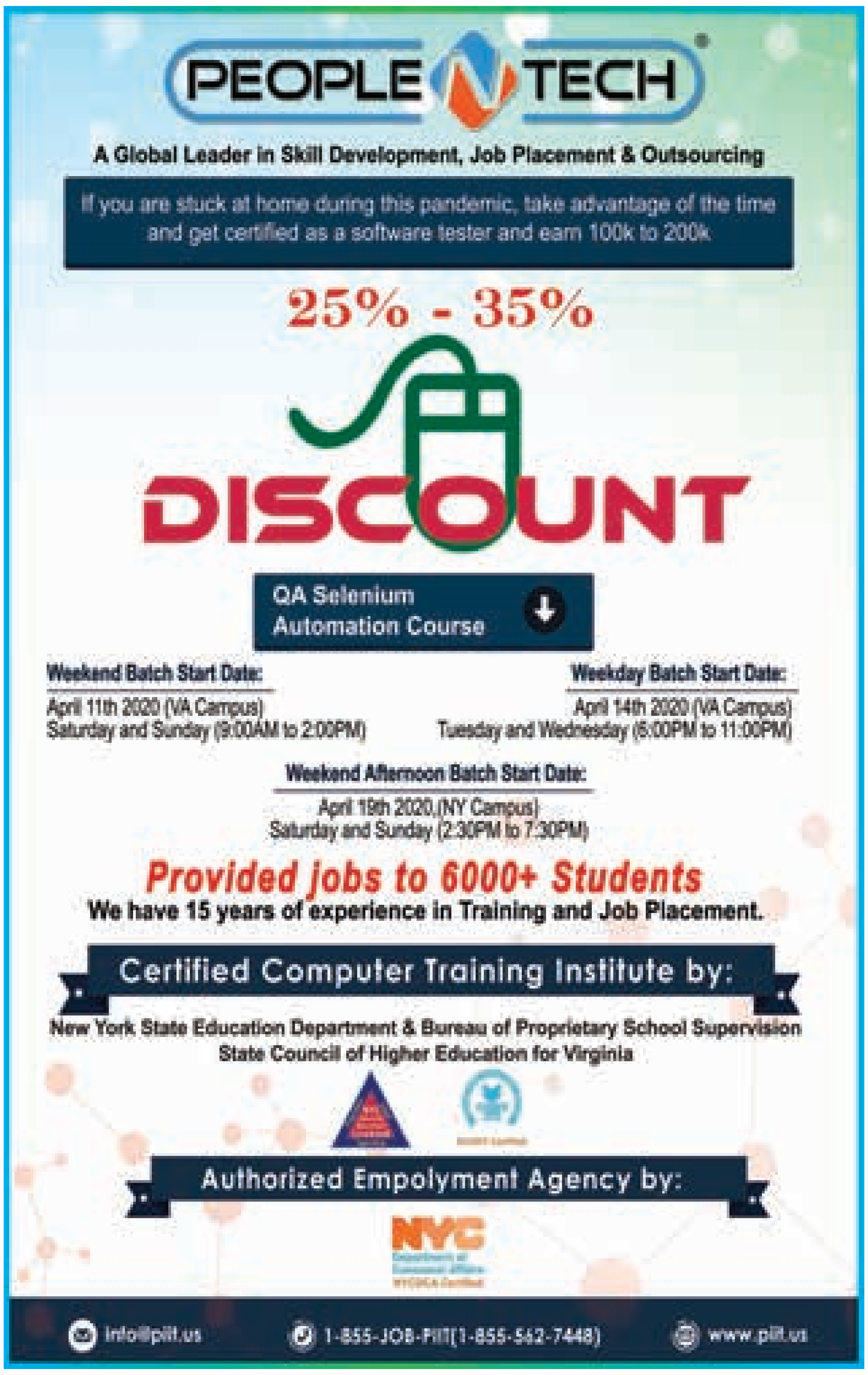
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

FOBANA
৩৭তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৩
টরন্টো, কানাডা
অনুভবে চেতনায় আমাদের বাংলাদেশ
পবন দাস বাউল
বেবি নাজনীন
মমতাজ
সেলিম চৌধুরী
বিন্দু কনা
প্রতিক হাসান
তাহমিনা মিম
তানজিন তিশা
37TH FOBANA CONVENTION
GRAND SPONSORS
96.4 SPICE FM
CONVENOR
RUSSEL RAHMAN MD HASAN
(647) 886-6427 (416) 832-9487
SEPTEMBER 1, 2 & 3
DON VALLEY HOTEL
EGLINTON & DON VALLEY PARK HIGHWAY CORNER
TORONTO
Chairman : Giash Ahmed
Chief Advisor : Mahbub Rob Chiwdhury
Chairman Host Committee : Syed Shamsul Alam
Vice Chairman : Azim Dewan
Executive Secretary : Khokon Rahman
Executive Member : Faroque Hasan, Topan Sayed, Dara Abu Zubair
বাংলাদেশ, কানাডা ও আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে মনমাতানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
তিন দিনব্যাপী থাকছে
রকমারি স্টল | ট্যালেন্ট শো | ফ্যাশন শো | সেমিনার | কাব্য জলসা | মেগা কনসার্ট
আয়োজনে ঃ বাংলাদেশ সোসাইটি এস সি
For Hotel Reservation and Direction: +1 416 299 1500

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (August 25 - 31, 2023) | Promo Code : PSP34
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)
CUBE SALE $4.49 /LB FROZEN REGULAR GOAT
SALE $2.49 /LB FRESH REGULAR WHOLE CHICKEN
NO CLEAN NO CUT SALE 99¢ /LB FRESH CHICKEN QUARTER LEG
SIZE 3 KG SALE $1.89 /LB CROWN FARMS ROHU
SIZE 8-10 SALE $6.99 /LB CROWN FARMS / KBF HILSHA
SIZE 10-12 SALE $7.99 /LB CROWN FARMS / KBF HILSHA
SIZE 5/7 KG SALE $2.49 /LB CROWN FARMS KATLA
SIZE 2 KG SALE $2.89 /LB CROWN FARMS MRIGAL
SIZE 1-2 KG SALE $3.99 /LB KBF KORAL
SALE $8.99 /EA 2 LB BAG CROWN FARMS KOI LOOSE
SALE $9.99 /EA 31/40-2 LB BAG SHELL ON - BLUE SEA RAW SHRIMP
70/80 4LB-BOX HEAD ON SHELL ON - BLUE SEA SALE $13.99 /EA RAW SHRIMP
SALE 2/$6.99 200 GM DRY LOTIA
SALE $14.99 /EA 20 LB BAG ABDULLAH LONG GRAIN BASMATI RICE
SALE $19.99 /EA 20 LB BAG SONARGAON PARBOILED BASMATI RICE
SALE 2/$8.99 20 PCS MOJA PLAIN PARATHA
SALE $4.99 /EA 1 LTR ESSENTIAL MUSTARD OIL
SALE 2/$6.99 2 KG TEER ATTA / MAIDA
1 DOZ SALE 3/$4.99 SUNSHINE FARMS MEDIUM BROWN EGG
SALE 3/$5.99 1 LTR KARA COCONUT WATER
PREMIUM SUPERMARKET CONTACT WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
HELP WANTED
FOR RESTAURANTS JOBS
• Restaurant Managers • Shift Managers • Chefs • Assistant Chefs • Helpers
FOR SUPERMARKET JOBS
• Supermarket Assistant Managers • Butchers • Helpers
Send the Resume to HR@PremiumGroupNYC.com OR WhatsApp to
516-461-8414
আবশ্যক
রেস্তোরাঁর চাকরির জন্য
• রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার • শিফট ম্যানেজার • শেফ • সহকারী শেফ • হেল্পার
সুপারমার্কেটে চাকরির জন্য
• সুপারমার্কেট সহকারী ম্যানেজার • কসাই • হেল্পার
জীবন বৃত্তান্ত পাঠান HR@PremiumGroupNYC.com অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৫১৬-৪৬১-৮৪১৪
NY FOOD PROTECTION LICENSE HOLDERS ARE ENCOURAGED TO APPLY
WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION
আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি
• Chicken Curry • Goat Curry • Shrimp Curry • Chili Chicken • Chicken Roast
• Fish Curry (at your Choice) • Mixed Vegetables • Rice Pudding
Premium Special Sweets
GOAT BIRYANI
BEEF TEHARI
CHICKEN BIRYANI
BEEF CURRY
Premium Sweets & RESTAURANT REFLECTING NATIONS HERITAGE
PREMIUM SWEETS & RESTAURANT CONTACT WhatsApp Number
168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 .... 347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 .... 347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 .... 347-626-8341, 718-239-9500
HALAL
www.premiumsweetsus.com

রমজান মোবারক
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
আপনি ঘরে বসে বছরে
সর্বোচ্চ ৬৬,০০০
ডলার আয় করতে পারেন
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
Ramadan Sale
FLAT 10% OFF
$ 100 শপিংয়ে
২৩ মার্চ-২৩ এপ্রিল, ২০২৩
HALAL FOOD
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Ramadan Kareem
Party hall is available
for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI & BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave. Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK
aibl
UCB
bKash

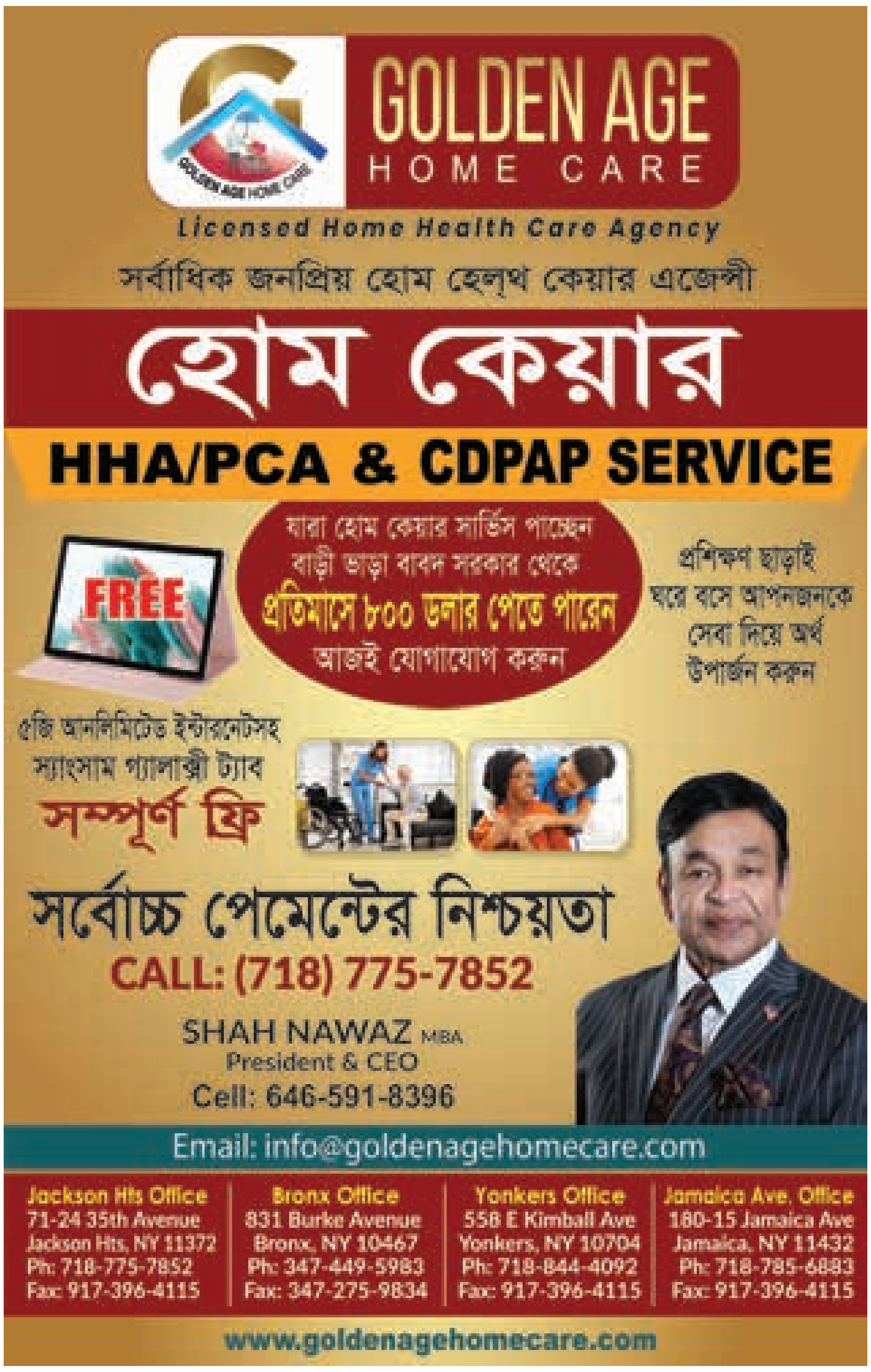
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

খান’স টিউটোরিয়াল উদ্বোধন করতে যাচ্ছে ব্রুকলিনের ৬টি শাখার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ব্রুকলিনের বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতেই খান’স টিউটোরিয়াল আরও ৬ টি শাখার উদ্বোধন করতে যাচ্ছে।এলাকাগুলো হচ্ছে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড, কিনিংস্টন, কনি আইল্যান্ড, ফ্লাটবুশ ও বেরিজ। এসব শাখাগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের দ্যা স্কলাসটিক এপটিচুড টেস্ট (স্যাট) ও স্পেশালাইজড হাই স্কুলস এডমিশন টেস্ট’র (এসস্যাট) ওপর খানস

টিউটেরিয়াল টিউটরিং করবে। গত ২ যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের কলেজ ও শ্রেষ্ঠ হাই স্কুলগুলোতে ভর্তিতে সহায়তা দিয়ে আসছে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী তাদের টিউটরিং থেকে উপকৃত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভালো স্কুল ও কলেজে ভর্তির জন্য খান’স টিউটেরিয়াল ইতোমধ্যেই বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ অন্যান্য এশিয়ান কমিউনিটিতে প্রসংশা কুড়িয়েছে। ব্রুকলিনে নতুন শাখা উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে শিক্ষার সুযোগ তারা শিক্ষার্থীদের দোড়গোড়ায় নিয়ে যাচ্ছে।

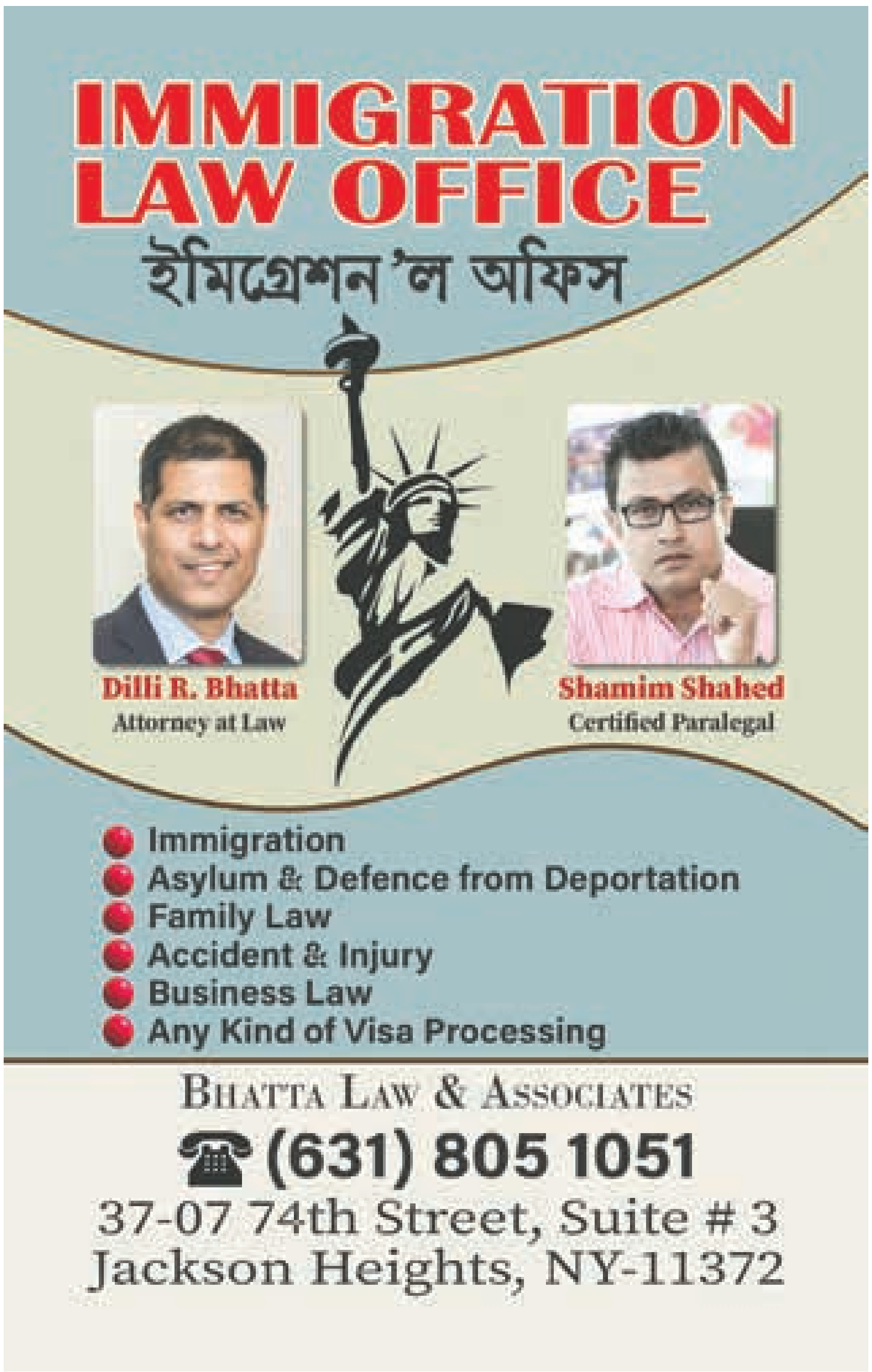

চীনের সঙ্গে করা সামরিক জোট থেকে রাশিয়াকে বের করতে চান রামাস্বামী

উত্তর আমেরিকা অফিস

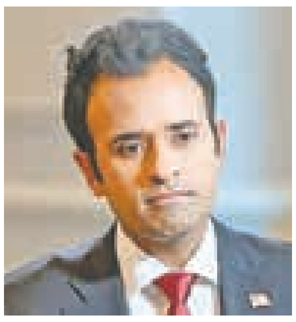

আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থিতার লড়াইয়ে ব্যতিক্রমী প্রচার চালাচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিবেক রামস্বামী। তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট হলে তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে চান। তিনি চান, দরবার অঞ্চলের কিছু অংশ মস্কোর নিয়ন্ত্রণে থাকুক। ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিক, সেটা তিনি চান না।

নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের হয়ে প্রার্থিতার লড়াইয়ে নামার ঘোষণা দিয়েছেন রামাস্বামী। সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাশিয়া-চীন সামরিক জোটকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় সামরিক হুমকি বলে উল্লেখ করেন রামস্বামী। তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলে মস্কো সফরে যাবেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। তিনি মনে করেন, সংঘাত থামাতে চাইলে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে অবশ্যই চীনের সঙ্গে গড়া সামরিক জোট থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে রামাস্বামী লিখেছেন, 'আমি ইউক্রেন যুদ্ধ থামাব। এর জন্য চীনের সঙ্গে করা সামরিক জোট থেকে পুতিনকে বের করে আনতে হবে। রাশিয়াকে হারানোটা লক্ষ্য হবে না, যুক্তরাষ্ট্রের বিজয় অর্জনকেই লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে।'

সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রামাৎস্বামী বলেন, 'ভ্লাদিমির পুতিনের পতন ঘটাতে সি চিন পিংকে কাছে টানার একরোখা সিদ্ধান্তে অটল বাইডেন প্রশাসন। আমি মনে করি, সি চিন পিংয়ের পতনের জন্য ভ্লাদিমির পুতিনকে কাছে টানতে হবে। ঠিক যেমন ১৯৭২ সালে নিক্সন চীনে গিয়েছিলেন। আমি মনে করি, পুতিন নতুন যুগের মাও। আমি মস্কো সফর করব এবং চীনের সঙ্গে করা সামরিক জোট থেকে রাশিয়াকে বের করে আনব।'

রামাস্বামী মনে করেন, ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততার কারণে রাশিয়া চীনের দিকে ঝুঁকছে। রামস্বামী বলেন, 'আমাদের জন্য বর্তমানে রাশিয়া-চীন সামরিক জোটটি সবচেয়ে বড়, একক সামরিক হুমকি। হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা, পারমাণবিক সক্ষমতায় যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের তুলনায় রাশিয়া অনেকখানি এগিয়ে। আবার চীনা নৌবাহিনীর সক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেশি।

আধুনিক জীবনধারার জন্য আমরা যে ধরনের অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল, সে ধরনের অর্থনীতির সংমিশ্রণে দেশ দুটি একে অপরের সঙ্গে সামরিক জোট গড়েছে। অন্য কোনো রাজনৈতিক দল এ নিয়ে কথা বলছে না। সবচেয়ে বাজে বিষয় হলো, ইউক্রেনের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততার কারণে রাশিয়া ক্রমাগত চীনের দিকে ঝুঁকছে।'

এ রিপাবলিকান নেতা বলেন, তিনি নির্বাচনে জয়ী হলে তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল জায়গা হবে সামরিক জোটটিকে দুর্বল করে দেওয়া। তিনি মনে করেন, পুতিনকে হারানোর ওপর জোর না দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জয় নিশ্চিত করাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

৩৭ বছর বয়সী রামাস্বামীর জন্ম ১৯৮৫ সালের ৯ আগস্ট। ওহাইও অঙ্গরাজ্যের সিনসিনাটি শহরে তিনি বেড়ে উঠেছেন। তাঁর মা-বাবা ভারতের কেরালা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী হন। রামাস্বামীসহ এখন পর্যন্ত তিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নির্বাচনে রিপাবলিকান দল থেকে প্রার্থিতা পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন। অপর দুজন হলেন নিকি হ্যালি এবং হর্ষ বর্ধন সিং।

দুই যুগ পূর্ণ করল বাংলা ট্রাভেল

উত্তর আমেরিকা অফিস

জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশীদের অন্যতম এয়ার টিকেটিং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাংলা ট্রাভেলস সফল ভাবে পূর্ণ করলো দুই যুগ। এ উপলক্ষে ওমরাহ প্যাকেজের স্পেশাল অফার ঘোষনা করা হয়েছে। একই সাথে জ্যাকসন হাইটস্থ গ্লোল্ডেন পার্টি হলে আয়োজন করা হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলন ও সুধীজন মিলনমেলা।

ইমাম মাওলানা ফায়েক উদ্দিনের দোয়া ও মোনাজাতের অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এরপর বাংলা ট্রাভেলের সিইওকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান আবু তাহের খান। ২১ আগষ্ট সন্ধ্যায় কেক কেটে আয়োজনকে আরো সমৃদ্ধ করা হয়। এরপর বক্তব্য রাখেন বাংলা ট্রাভেল এর সিইও বেলায়েত হোসেন । উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন, জেবিবিএর সাবেক সভাপতি শাহনেওয়াজ, আই টিভির প্রেসিডেন্ট মাওলানা শহীদুল্লাহ, ব্যবসায়ী ফরিদ উদ্দিন, বাংলা ট্রাভেলের গ্রাহক কাজি আমিনুল ইসলাম, এএফএম মিজবাহুজ্জামান, আলমগীর খান আলম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আশরাফুল হাসান বুলবুল ।

দুই যুগ পূর্তি উপলক্ষে বেলায়েত হোসেন জানান, গ্রাহকদের সহযোগিতায় আজ এতদূর এসেছি। তাদের কারনে আজকের সফলতা। তাই আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। পূর্তি উপলক্ষ্যে স্পেশাল অফারে রয়েছে ১৭৯৫শ ডলারে ওমরাহ প্যাকেজ, প্যাকেজে রয়েছে বিমান ভাড়া, হোটেল, ভিসা ফি, জেদ্দা থেকে এয়ার পোর্ট থেকে পিক আপ এবং ড্রপ অফ মক্কা মদিনায় জিয়ারা এবং ৩ স্টার হোটেল সাপোর্ট।

বিমানবন্দরে নিরাপত্তা তল্লাসিতে দীর্ঘ লাইন কাম্য নয়

সিনেটর চার্লশ শুমার

উত্তর আমেরিকা অফিস

জেএফকে সহ নিউইয়র্কের বিমানবন্দরে নিরাপত্তা তল্লাসিতে দীর্ঘ সময় লাগছে। কর্মী সংকটের কারণে এমন ঘটছে। ঘণ্টার পর ঘন্টা লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হচ্ছে লোকজনকে। অতিরিক্ত সময় নিয়ে যারা বিমানবন্দরে আসতে পারছে না, তাদের ফ্লাইট মিস হওয়ারও ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এ অবস্থার নিরসনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত সিনেটর চার্লশ শুমার।

সিনেটর চার্লস শুমার গত সপ্তাহে দেয়া এক ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি এডমিস্ট্রেশন প্রধানকে দেয়া এক চিঠিতে এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্ধের ব্যবস্থা করার পরও কর্মি সংকটের অজুহাত কাম্য হতে পারে না।

গ্রীষ্মের সময়ে নিউইয়র্কের বিমানবন্দরগুলোতে যাত্রী সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। সামনেই লেবার ডে উপলক্ষে অভ্যন্তরীণ যাত্রীর সংখ্যা আরও বাড়বে। জেএফকে, লাগুর্ডিয়া সহ প্রায় সব বিমানবন্দরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে যাত্রীদের। নিরাপত্তা তল্লাসির জন্য দীর্ঘদিন থেকে কর্মি সংকটের কথা জানাচ্ছে টিএসএ। সিনেটর চার্ল শুমার লেবার ডে উইকেন্ডের আগেই এ অবস্থার অবসানের জোর আহ্বান জানিয়েছেন।

১৬ আগস্ট ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অনেক যাত্রী ফ্লাইট মিস করেছেন নিরাপত্তা তল্লাসির বিলম্বের কারণে। এ নইয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হলে পরদিন সিনেটর শুমার এ নিয়ে বিবৃতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, এ অবস্থা খুবই হতাশাজনক। লোকজনের মূল্যবান সময় ও অর্থ ব্যয় হচ্ছে। তিনি টিএসএ'র জন্য অর্থ বরাদ্ধ করিয়েছেন উল্লেখ করে বলেছেন এখন বিভাগটি জরুরী পদক্ষেপে লোক নিয়োগ এবং সেবা তরান্বিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

স্পেনে সাংবাদিক হাসিনা আক্তার সংবর্ধিত

বকুল খান, স্পেন

স্পেনে টেবিল টক ইউকের পরিচালক লন্ডন প্রবাসী সাংবাদিক ও লেখক হাসিনার আগমন উপলক্ষে রাজধানী মাদ্রিদস্থ প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির উপস্থিতিতে এক সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ আগস্ট শুক্রবার মাদ্রিদের বাঙ্গালী অধ্যুষিত লাভাপিয়েস এলাকার বাংলা টাউন রেস্টুরেন্টে বিল্লাল হোসেন শাকিলের সভাপতিত্বে ও ইফতেখার আলম এবং পিয়াস পাটোয়ারীর যৌথ সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্পেন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য ও এটি এন বাংলা ইউ কে স্পেন প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রাহমান। সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এ কে এম জহিরুল ইসলাম , ডিবিসি নিউজ এর স্পেন প্রতিনিধি বকুল খান , ফখরুদ্দীন রাজী ও সময় টিভি স্পেন প্রতিনিধি সাইফুল আমিন। আলোচনায় অংশ নেন কমিউনিটি নেতা বৃহত্তর ফরিদপুর কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি হেমায়েত খান ,এসোসিয়েশন ভালিয়ান্তে বাংলার সাধারণ সম্পাদক রমিজ উদ্দিন , সৈয়দ মাসুদুর রহমান নাসিম , গ্রেটার সিলেট এসোসিয়েশন ইন স্পেনের উপদেষ্টা আবু জাফর রাসেল , বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইন স্পেনের সদস্য আহমেদ আসাদুর রাহমান সাদ, কাজী জসিম ,শহিদুল ইসলাম , জাহিদ হাসান ,সুমন হাওলাদার ,শামিম খান বিপ্লব ,জহির আহমদ প্রমুখ।

সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্যে হাসিনা আক্তার বলেন প্রবাসে কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে দেশ ও জাতিকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরাই প্রবাসে থাকা সাংবাদিকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।তিনি অনুষ্ঠানের আয়োজক ও উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

এ সময় বক্তারা বলেন, হাসিনা আক্তার বর্তমান সময়ে যেভাবে মেধা শ্রম ও সাহসিকতার সাথে গতানুগতিক নিয়মের বাহিরে টকশোর মাধ্যামে সত্যকে তুলে ধরেন, তা সত্যিই প্রশংসিত এবং অনুকরণীয়। হাসিনা আক্তারের মেধাবী উপস্থাপনা এবং তার টকশোতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কমিউনিটির ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক নেতা, আর্মি অফিসার, পুলিশের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতিতরা অনেকেই সমাজের নানান রকম তথ্য তুলে ধরেন। পরে আগত অতিথিরা ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় ও নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

ভোটাররা জানে তিনি কে, তাই ডিবেটে গিয়ে প্রমাণ করার কিছু নেই: ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০ আগস্ট রোববার ট্রাম্প বলেছেন আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে রিপাবলিকান ডিবেটে অংশ নেবেন না। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনে ভোটাররা তাঁকে পছন্দ করেছে। তিনি ইতিমধ্যেই সুপরিচিত। তাঁর প্রমাণ করার কিছুই নেই।

২০ আগস্ট রোববার সিবিএস এক জরিপে দেখিয়েছে যে রিপাবলিকান ভোটারদের ৬২ শতাংশের পছন্দের প্রার্থী ট্রাম্প, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিসান্টিসের সমর্থন ১৬ শতাংশ। প্রাথমিক রেসে অন্য সকল প্রার্থীর ১০ শতাংশের কম সমর্থন ছিল।

ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ, ট্রুথ সোশ্যাল-এ বলেছেন, 'জনগণ জানে আমি কে এবং আমি কতটা সফল প্রেসিডেন্ট ছিলাম। তাই আমি রিপাবলিকান ডিবেট করব না।'

এই সপ্তাহের ডিবেটে ট্রাম্পের অনুপস্থিতির অর্থ হতে পারে ডিসান্টিস সাবেক প্রেসিডেন্টের প্রাথমিক বিকল্প হিসেবে নিজের অবস্থানের জন্য অন্য প্রার্থীদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। রিপাবলিকান মনোনয়ন লড়াইয়ের বিজয়ী ২০২৪ সালের নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে লড়াই করবেন। ডিসান্টিসের প্রচারাভিযানের মুখপাত্র অ্যান্ড্রু রোমিও বলেছেন, ফ্লোরিডার গভর্নর একজন সম্ভাব্য প্রেসিডেন্টের জন্য তাঁর চিন্তাচেতনা ভাগ করে নেওয়ার জন্য মিলওয়াকিতে অপেক্ষায় ডিসান্টিস।

রোমিও এক্স-এ বলেছেন, কেউই এই মনোনয়ন পাওয়ার অধিকারী নয়, এমনকি ডোনাল্ড ট্রাম্পও নয়। আপনাকে দেখাতে হবে এবং এটি অর্জন করে নিতে হবে। এই মাসে প্রকাশিত সাম্প্রতিক রয়টার্স/ইপসোস জরিপে, ট্রাম্প জাতীয়ভাবে রিপাবলিকান ভোটের ৪৭ শতাংশ দখল করেছেন, ডিস্যান্টিস জুলাই থেকে ৬ শতাংশ পয়েন্ট নেমে ১৩ শতাংশে এসেছে।

কুইন্সবরো প্রেসিডেন্টের সাথে ইমামদের সৌজন্য সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

২২ আগস্ট মঙ্গলবার দুপুর ২ঃ৩০ টায় জ্যাকসনহাইটসের মামা পার্টিহলে স্থানীয় মসজিদের ইমাম এবং কম্যিউনিটি লিডারদের উপস্থিতিতে এক সৌজন্য সভ অনুষ্ঠিত হয়। বরো প্রেসিডেন্ট মি. ডনোভান রিচার্ডস জুনিয়র ইমামদের স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তাব্যে বলেন, আমার অফিসের সেবা আপনাদের মাঝে কিভাবে আরোও বাড়িয়ে দিতে পারি, এবং আপনারা আপনাদের কাজকর্ম কিভাবে করছেন, সে সম্মন্ধে আপনাদের কিছু বলার থাকলে তা শুনতে আমি আপনাদেরকে এখানে ডেকেছি। আপনাদের উপস্থিতির জন্য আপনাদেরকে আমি ও আমার অফিসের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিচিতি পর্ব শেষে মোহাম্মদী সেন্টারের পরিচালক ইমাম কাজী কায়ুম বলেন, আমাদের প্রায় সবকিছুই এখানে আছে, শুধুমাত্র প্রয়োজন জ্যাকসনহাইটস এলাকায় একটি ইন্টারফেইথ সেন্টারের। একটিভিষ্ট ফাহাদ সোলাইমান ও এটর্ণি মঈন চৌধুরীও বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বরো প্রেসিডেন্টের নিকট একই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আল নূর কালচারাল সেন্টারের পরিচলক ইমাম ইসমাঈল তাঁর সেন্টারের জন্য কিভাবে সিটির ফান্ড পেতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলে বরো প্রেসিডেন্ট তাকে এবং সবাইকে যথাযথ গাইডলাইন প্রদান করেন। ইমাম ইসমাঈল বরো প্রেসিডেন্টের নিকট একটি ইমাম ট্রেইনিং সেন্টার কার্যক্রম শুরুরও অনুরোধ জানান।

কুলিয়ারচর ইসলামিক সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে ব্রুকলিন প্রসপেক্ট পার্কে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় অত্যন্ত সুশৃঙ্খলা ভাবে ১২ অগাস্ট শনিবার ব্যাতিক্রমধর্মী সংগঠন কুলিয়ারচর ইসলামিক সোসাইটির ইউ এস এ এর বনভোজন ও মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বনভোজন উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও অত্র সোসাইটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ মোহাম্মদ ফজলুল হক। বনভোজন বিপুল সংখ্যক কুলিয়ারচর বাসী স্বপরিবারে উপস্থিত ছিল। উদ্বোধনের পর পর বিভিন্ন রকমারি খাবার দ্বারা নাস্তার ব্যবস্থা ছিলো। তার পর ছিল তরমুজ সহ বিভিন্ন ধরনের ফলের ব্যবস্থা। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের খেলনা। যোহরের নামাজের পর রাঁধুনি রেস্টুরেন্টর ও বিভিন্ন ধরণের হোমমেইড খাবার পরিবেশন করা হয়। সাথে ছিল পায়েস আর কালোজাম মিষ্টি।

নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে উপদেশ মূলক বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মুরব্বি আলহাজ্ব নাজিম উদ্দিন আহমেদ , আলহাজ্ব আক্তারুল হক , আলহাজ্ব মজিবুর রহমান ও NYPD traffic union কর্মকর্তা আলম। সার্বিক তত্বাবধায়নে ছিলেন শামীম হোসাইন।

পিকনিক সফল ভাবে অনুষ্ঠানের জন্য সার্বিক সহযুগীতা করেন সাব্বির , শামীম, সায়েদুল , আজহারুল ,সামসুল হুদা , রুবেল , মান্নান , তারিকুল , নাঈম , আল-আমিন , খালেকুজ্জামান , মবিন সহ আর ও অনেকে ।

পিকনিকে আগত প্রত্যেক ফ্যামিলিকে Kuliarchar Islamic society USA " লেখা সম্মিলিত একটি করে কফি কাপ উপহার দেওয়া হয়। বনভোজন এর গ্র্যান্ড স্পনসর ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. ছায়েরা হক।

জ্যাকসন হাইটসে নারীর উপর অশালীন হামলাকারী দুর্বৃত্তকে পুলিশ খোঁজছে

উত্তর আমেরিকা অফিস

জ্যাকসন হাইটসে এক নারীকে অশালীন স্পর্শ করে নিপীড়নের অভিযোগে পুলিশ এক ব্যক্তির খোঁজে ব্যাপক তল্লাসি চালাচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে। নারীকে হামলাকারী সন্দহভাজনকে দেয়ার জন্য পুলিশ ছবি প্রকাশ করেছে।

২৫ জুলাই সকাল সাতটার দিকে ৩৪ এভিন্যু এবং ৯০ স্ট্রিটে নারীকে পেছন থেকে হাত দিয়ে অশালীন স্পর্শ করে এক দুর্বৃত্ত। ৪৩ বছর বয়সী নারীটি বাঁধা প্রদান করেন এবং হামলাকারীর ছবি ধারণ করার চেষ্টা করেন। হামলার শিকার নারী জানিয়েছেন, লোকটি তাঁকে অনুসরণ করছিল এবং বারবার কথা বলার চেষ্টা করছিল। ছবি ধারণ করার চেষ্ঠা করলে দুর্বৃত্তটি নর্দার্ন ব্যুলেভার্ডের দিকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। আক্রান্ত নারী পুলিশে কল দেন। পুলিশ পৌছার আগেই লোকটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

'Flush It' রনি ভৌমিকের পরিচালনায় চিত্রায়িত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন লোকেশনে

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, কানেকটিকাট এবং পেনসিলভেনিয়ার বিভিন্ন মনোরম লোকেশনে নির্মিত হচ্ছে চলচ্চিত্র "Flush It". পরিচালক রনি ভৌমিক পরিচালিত এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশি , আমেরিকান , কলাম্বিয়ান, ইন্ডিয়ান এবং স্প্যানিশ অভিনয় শিল্পীরা। আমেরিকান প্রযোজনা সংস্থা " রক পেপার সিজারস মুভিজ" প্রযোজিত এই সিনেমা বাংলাদেশ, আমেরিকা, কলাম্বিয়া সহ পৃথিবীর আরও অনেক দেশে একই সাথে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ।বাংলাদেশের সহযোগী প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আছে টোস্টার প্রোডাকশন। চলচ্চিত্র "Flush It" এ অভিনয় করেছেন অভিনেতা আনিসুর রহমান মিলন (বাংলাদেশ) , জিমেনা এরিকা (কলম্বিয়া)এবং গ্যাব্রিয়েলা মরেনো (কলম্বিয়া) প্রিতম চৌধুরী(বাংলাদেশ), ফিলিপ ডোনেহ এবং স্কট লয়ের, রেমন্ড ক্রামডাইক, বিল ফথ্ (America)। আরও অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সেলভিয়া রোথী, অলিভ, দুররে মাকনুন, সানিয়া প্রভাকর ও নিঝুম বড়ুয়া, সহ আরো অনেকে। চলচ্চিত্র "Flush It" বাংলাদেশ থেকে আশা একজন সাধারণ মানুষের চোখে স্বপ্নের রাজ্য আমেরিকাকে এক্সপ্লোর করার গল্প। চলচ্চিত্রটি তে উঠে আসবে তার উত্থান, পতন, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা। গল্পকার – অপূর্ব পাল অর্ক । সংলাপ – স্নেহাশিস চক্রবর্তী অভি , নোভা ফিরোজ । চিত্রনাট্য – রনি ভৌমিক, অপূর্ব পাল অর্ক ও স্নেহাশিস চক্রবর্তী অভি।

বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৩

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

মেরিল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা

শিব্বীর আহমেদ

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা দিবস উপলক্ষে মেরিল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগ গত ২০ আগস্ট রোববার মেরিল্যান্ডের জার্মান টাউনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেরিল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ সেলিম এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক মাইনুল ইসলাম মজুমদার তাপস। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি শামীম চৌধুরী।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন সভাপতি আলাউদ্দীন আহমেদ, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ সভাপতি সাদেক এম খান ও লেখক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ। সভায় আরো উপস্থিত ও বক্তব্য রাখেন মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ সাধারন সম্পাদক নুরুল আমীন নুরু, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন সাধারন সম্পাদক খালেদা আকতার, মেরিল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগ সহ সভাপতি সালেহ আহমেদ, ড. বিশ্বজিত সাহা, যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ নোমান, দেশী বাজারের ওবায়দুর রহমান সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ১৫ আগস্টে ও ২১ আগস্টে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এবং পরে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

রাজদিখানের পাতক্ষীর

শেষ পৃষ্ঠার পর

মেশানো হয় হলুদগুঁড়া। আবারও আধা ঘণ্টা ধরে জ্বাল দেওয়ার পর যোগ করা হয় চিনি। দুধ, হলুদ আর চিনির মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে অনবরত নাড়তে নাড়তে প্রস্তুত করা হয় ক্ষীর। এরপর তাফাল থেকে সুবিধাজনক পাত্রে ঢেলে মাটির পাতিলে গরম-গরম ক্ষীর তুলে রাখা হয়। এগুলোর ওজন হয় প্রায় আধা কেজি করে। ঘণ্টাখানেক পর ঠান্ডা হলে ক্ষীরের পাতিলগুলো নেওয়া হয় দোকানে। সেখানে পাতক্ষীর কলাপাতায় মুড়িয়ে বিক্রি করা হয়। বর্তমানে এর দাম ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা।

রশুনিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জয়ন্ত ঘোষ বলেন, সন্তোষপাড়া গ্রামে একমাত্র তাঁদের পরিবার এই ঐতিহ্যবাহী খাবার তৈরি ও বাজারজাত করে আসছে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা রাত জেগে মাটির চুলায় মণে মণে দুধ জ্বাল দিয়ে এটি তৈরি করতেন। সিরাজদিখান বাজারে তাঁদের প্রতিষ্ঠান রাজলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভান্ডারে বিক্রি হয় পাতক্ষীর; বিশেষ করে শীত মৌসুমে প্রবাসীদের কাছ থেকে অনেক ক্রয়াদেশ আসে তাঁদের কাছে। জয়ন্ত ঘোষ জানান, ইউরোপ-আমেরিকার বাঙালি কমিউনিটির অনেক বিখ্যাত মিষ্টিপণ্যের দোকান বা সুপারশপেও বিক্রি করা হয় পাতক্ষীর। তা ছাড়া শীতকালে নতুন জামাইকে পিঠা-পুলির সঙ্গে এ ক্ষীর খেতে দেওয়া এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের চল।

সিরাজদিখান বাজারের রাজলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভান্ডারে বর্তমানে তিন ভাই ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তাঁরা হলেন শরৎ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও খোকন ঘোষ। মাধব ঘোষ বলেন, তাঁর ভাই প্রয়াত সুনীল ঘোষ মিষ্টির দোকানটি চালু করেছিলেন। তিনি ছিলেন পাতক্ষীর তৈরির প্রধান কারিগর। ভাইয়ের কাছ থেকে তাঁদের ক্ষীর বানানোর হাতেখড়ি। বংশপরম্পরায় পাতক্ষীর তৈরির প্রক্রিয়া ও প্রচলন চলে গেছে সেই পরিবারের তিন ভাই ও তাঁদের সন্তানদের কাছে। বর্তমানে ঘোষ পরিবার ছাড়াও উপজেলার আরও কয়েকটি পরিবার পাতক্ষীর তৈরি ও বিক্রি করেন। মহাগুরু মিষ্টান্ন ভান্ডারের স্বত্বাধিকারী সুশান্ত ঘোষ জানিয়েছেন, সিরাজদিখানের পাতক্ষীরের আলাদা সুনাম ও কদর রয়েছে। তাঁদের নিজস্ব কারখানায় কারিগরেরা এটি তৈরি করেন।

আমেরিকায় পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ননইমিগ্রান্ট স্টুডেন্ট স্ট্যাটাস। এই আই-২০ ফরম ডেজিগনেটেড স্কুল অফিসিয়াল (ডিএসও) থেকে শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকেন। আর এটা পাবার পরই তারা সংশ্লিষ্ঠ দেশের আমেরিকান দূতাবাসে ভিসার জন্য ইন্টারভিউ দেবার জন্য আবেদন করেন। স্টুডেন্ট ভিসায় নিজ দেশে যাতায়াতেও কোন সমস্যা নেই। কিন্তু রয়েছে কিছু বিধি নিষেধ। তা সর্তকতার সাথে না জেনে দেশে বা ভিন্ন দেশে গিয়ে অনেকেই ঝামেলায় পড়ছ্নে।

অনেকেই যেমন একটি নিদিষ্ট একটি কলেজের ডিএসও থেকে আই-২০ পাবার পর ভিসা পেয়েছেন। কিন্তু আমেরিকায় এসে কলেজ চেঞ্জ করেছেন, এরমধ্যে ৫ মাসের বেশি সময় ব্রেক অব স্টাডি হয়েছে। যাকে বলা হয়, ' ফাইভ মান্থস রুলস'। তখন স্টুডেন্ট ভিসার মেয়াদ থাকলেও আই-২০ বাতিল হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অনেকই দেশে গিয়ে আর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারেন নি। আবার নতুন আই-২০ নিয়ে দেশে গিয়ে নতুন করে ভিসার আবেদন করে প্রত্যাখাত হয়েছেন।

সম্প্রতি নিউইয়র্ক ও ফ্লোরিডার আশা কলেজের শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়েছেন কলেজ দুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। এ দুটি কলেজে প্রায় ৪ হাজার বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করতেন।

বাংলাদেশি স্টুডেন্ট কমিউনিটি গ্রুপে প্রতিদিনই ডিপোর্টের তথ্য দেয়া হচ্ছে। এতে বাংলাদেশি ননইমিগ্রান্ট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের আতংক বিরাজ করছে। অনেকেই আতংকগ্রস্থ থাকায় কাগজপত্র বা স্ট্যাটাস থাকলেও বাংলাদেশে সামার ভ্যাকেশন বা পারিবারিক প্রয়োজনে দেশে যেতে চাচ্ছেন না।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা বাংলাদেশে এক কালো অধ্যায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ঠিক তখনই এই অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয় এবং উনাকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয়'- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের প্রতি আন্তরিক শোক প্রকাশের মাধ্যমে কথাগুলো জানালেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডঃ নুরুন নবী।

শোকের এই আগস্ট মাসে ১৭ তারিখ, বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ নুরুন নবী। ভাষা ও সাহিত্যের জন্য একুশে পদক পেয়েছেন তিনি। শুধু উত্তর আমেরিকায় নয়, সারা বিশ্বের অগ্রসর স্বদেশীর কাছে পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় নাম ড. নুরুন নবী। নিউজার্সির প্লেন্সবরো টাউনশিপ কাউন্সিলে বারবার নির্বাচিত হয়ে আসছেন। দেশের জন্য যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করা প্রজন্মের উজ্জ্বল প্রতিনিধি তিনি, দীর্ঘদিন আমেরিকায় আছেন। অনুষ্ঠানে ডঃ নুরুন নবী কথা বলেছেন আগস্টের সেই ভয়াবহতা নিয়ে। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন- একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। জাতির জনক বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গে উজ্জীবিত সশস্ত্র জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছিল আমাদের মুক্তির ইতিহাস- স্বাধীনতার ইতিহাস। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হন বাঙালির জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৫ আগস্টের সেই নির্মম কাহিনী সম্পর্কে ডঃ নুরুন নবীর কাছে জানতে চাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানিয়ে, তাদের আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করে সেই সময়ের অনুভূতি সম্পর্কে তিনি জানান, "নিঃসন্দেহে এটা একটা ভয়াবহ ঘটনা। সেদিনের স্মৃতি এখনও খুব স্পষ্ট যা আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রথম সিনেটের নির্বাচিত সিনিয়র সদস্য। ১৫ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আসার কথা ছিল বঙ্গবন্ধুর। সেটা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন। ১৪ আগস্ট আমরা টিএসসিতে মহড়া দিয়েছিলাম। আশায় ছিলাম পরেরদিন বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছ থেকে দেখতে পাব। নিউ বেইলী রোডে থাকতাম, শেষরাতে গোলাগুলির আওয়াজে আমার স্ত্রী ডেকে তুললেন। একটু পরেই রেডিওতে খুনি মেজর ডালিমের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। দুপুরের দিকে খন্দকার মোশতাক নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা দিলেন। আরো দেখলাম 'জয় বাংলার' পরিবর্তে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলা হচ্ছে। নতুন মন্ত্রীসভায় যারা নতুন করে শপথ নিলেন তাদেরকে দেখে আমি আরো অবাক হয়েছিলাম। সেখানে বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক, কামরুজ্জামান, আবদুল মান্নান বাদে মোটামুটি সবাই শপথ নিলেন। আমি অবাক হয়ছিলাম বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী মোশতাক কিভাবে প্রেসিডেন্ট হয়। তিনি সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলে আমার ভুল ভেঙ্গে যায়। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে জাতির স্বার্থে। সেনাবাহিনির এক অংশ এই মহান কাজটি করেছে। এটা যে গভীর ষড়যন্ত্র ছিল তা বুঝতে বাকি থাকে না।"

প্রতি বছর আগস্ট মাস জুড়ে শোকের নানা কর্মসূচি পালন করে থাকে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর জাতীর জনকের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে একাত্তরের চেতনায়। নতুন প্রজন্ম আবার জানতে পারছে মহান নেতাকে। এ প্রসঙ্গে ডঃ নুরুন নবী বলেন, "বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে যখন তাকাই, তখন দেখি বাঙালি জাতি দুভাগে বিভক্ত। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং বিপক্ষে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পিছনে দেশি এবং বিদেশি ষড়যন্ত্র ছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা ছিল একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শক্তি, যারা প্রতিশোধ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছিল। বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে নিহত হবার ঘটনা বিশ্বে বিরল। এর পরের সরকার ইনডেমনিটি বিল পাশের মাধ্যমে বিচার বন্ধ করলো, আত্মস্বীকৃত খুনিদেরকে বাংলাদেশের বিভিন্ন দুতাবাসে চাকরি দেয়া হল। 'জয় বাংলা' বলা বন্ধ করা, রাজাকারদের সরকারী মন্ত্রী পদে নিয়োগ দেয়া, অস্বাভাবিক অনেক কিছুই হয়েছি। বঙ্গবন্ধু হত্যার পিছনে দেশীয় ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি লিখেছি, এটা ছিল মেজরদের ষড়যন্ত্র, জেনারেলদের ব্যর্থতা।"

তিনি আরো যোগ করেন, "হত্যার পর বঙ্গবন্ধুর দেহ যখন ধানমন্ডির বাসার সিঁড়িতে পড়ে ছিল সবাই তখন ব্যস্ত ছিল মন্ত্রী হবার শপথ নেয়ায়, জাতির পিতার মরদেহ নিয়ে কি করবে সেটা ভাবেনি। কারফিউয়ের মধ্যেই কর্নেল হামিদকে দায়িত্ব দেয়া হয় বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গীপাড়ায় এবং পরিবারের অন্য সদস্যর লাশ ঢাকার বানানীতে দাফন করার জন্যে।"

১৯৯৬ সালে জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই বিষয়ে ডঃ নুরুন নবী মতামত প্রকাশ করে বলেন, "আমি এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত, অনেক লেখালিখি করেছি। সিনেটের সাথে দেখা করেছি। খুনীদের মধ্যে চারজন এখনও নিরুদ্দেশ, একজন আমেরিকায় এবং অন্যজন কানাডায় রয়েছে। আমেরিকা এবং কানাডা সরকার নানান অজুহাত দেখিয়ে জানায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কোন আসামীকে তারা ফেরত পাঠাবে না। এটা খুবই দুঃখের বিষয়, এখনও যারা পলাতক আমরা তাদের খবর জানিনা।"

তিনি আরো জানান, ১৫ অগাস্ট ১৯৭৫ সালে মূলত ৪ টি স্থানে খুনীরা হত্যাকান্ড চালায়। বঙ্গবন্ধুর ৩২ নাম্বার রোডের ৬৭৭ নং বাসায়, আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের ২৭ মিন্টু রোডের বাসায়, শেখ ফজলুল হক মনির ধানমন্ডির ১৩/১ নং এর বাসায় এবং মোহাম্মদপুরের শেরশাহ সুরী রোডের ৮, ৯, ১৯৬ ও ১৯৭ নম্বর বাড়ির (টিনশেড বস্তি) ওপর। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের বিচার আলাদাভাবে সম্পন্ন হয়নি। এগুলো সবই বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জড়িত, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে, কিন্তু ওগুলোর বিচার এখনও হয়নি।

স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতার পর শাসক বঙ্গবন্ধু- এই সময়ের পার্থক্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ডঃ নুরুন নবী বলেন, "স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন সোনার বাংলা গঠনের দায়িত্ব হাতে নিলেন তখন উনার সামনে পাহাড় সমান প্রতিকূল অবস্থা ছিল। লক্ষ লক্ষ রিফুজী ভারত থেকে ফেরত এসেছিল, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্ত্র দিয়ে দুষ্কৃতিকারীরা আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে শুরু করলো। মুক্তিযোদ্ধাদের ১০ই জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র জমা দেবার জন্য বলা হয়। নয়মাস পাকিস্তানে বন্দী থাকা সত্ত্বেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কথা মুক্তিযোদ্ধারা শুনেছেন। শরণার্থীদের আশ্রয় দান করলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সুসংগঠিত করলেন, খাদ্য সংকটের কারণে বিদেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিলেন। এসবের মাধ্যমে বাকশাল সৃষ্টি একটা সাময়িক পদক্ষেপ ছিল। প্রতি গ্রামে গ্রামে তিনি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর মাধ্যমে খাদ্য এবং সম্পদের সুষ্ঠ বন্টন হয়েছিল। শাসক হিসাবে আমি বঙ্গবন্ধুকে আলাদা করে কিছু দেখিনি। উনি উনার কর্তব্যে আগের মতোই অটল ছিলেন।"

বেদনাবিধুর আলোচনার মাধ্যমে সেদিনের অনুষ্ঠানের ইতি টানেন ডঃ নুরুন নবী। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন এম আর ফারজানা, কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এই সরাসরি সম্প্রচারটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত ৯ টায় লাইভ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আমি শীঘ্রই রাস্তায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

ডাইনিং আনার জন্য একটি নতুন বিলে স্বাক্ষর করেছেন বলে জানান, সিটি মেয়র অ্যারিক অ্যাডামস্। সোমবার ২১শে আগস্ট কমিউনিটি অপ-এড এ অ্যাডামস্ বলেন, 'ডাইনিং আউট NYC'-হবে দেশের সবচেয়ে বড় আউটডোর ডাইনিং প্রোগ্রাম যা নিউ ইয়র্ক সিটির সামনের রাস্তাগুলিকে আকার দেবে। এটি আমাদের ছোট ব্যবসার উন্নতি সাধন করবে, আমাদের আশেপাশে অর্থ ব্যয় করতে দর্শক এবং বাসিন্দাদের একত্রে পেতে এবং কর্মজীবী-শ্রেণির নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য ভাল চাকরি পেতে সাহায্য করবে।

মেয়র অ্যাডামস্ বলেন, মহামারীর আগে আউটডোর ডাইনিং মূলত ম্যানহাটনে সীমাবদ্ধ ছিল এবং শুধুমাত্র ফুটপাতে অনুমোদিত ছিল। সেই সাথে আউটডোর ডাইনিং-এর জন্য সিটি রেস্টুরেন্ট মালিকদের কাছে হাজার হাজার ডলার ফি চার্জ করেছে। এই মালিকদের মধ্যে অনেক ছোট ব্যবসার মালিকও ছিল। মহামারী শুরু হলে, আউটডোর ডাইনিং সাময়িকভাবে শহরের প্রতিটি বরোতে প্রসারিত করা হয়েছিল যা রাস্তার জায়গাগুলোকে ব্যবহার করেছিল।

অ্যাডামস্ বলেন, আউটডোর ডাইনিং আমাদের বিশ্ব-বিখ্যাত রেস্তোরাঁগুলিকে মহামারীর মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি আশেপাশের এলাকাগুলিকেও প্রাণবন্ত রেখেছিল এবং সেই সাথে আউটডোর ডাইনিং ১ লাখ কর্মসংস্থানে দিয়েছিল। 'ডাইনিংআউট NYC'-এর সাথে, আমরা বাইরের ডাইনিং তৈরি করছি। এখন নিউইয়র্কবাসীদের আউটডোর ডাইনিংয়ের জন্য শহর ছেড়ে যেতে হবে না; তারা নিউইয়র্ক সিটির রেস্তোরাঁগুলিকে আউটডোরে প্রসারিত করে বাইরের তাজা বাতাস উপভোগ করতে সক্ষম হবে।

অ্যাডামস্ বলেন, আমি নিউ ইয়র্কবাসীদের জানাতে চাই যে, আমরা আউটডোর ডাইনিং সম্পর্কে আপনাদের উদ্বেগ সম্পর্কে অবগত। আমরা দেখেছি, পরিত্যক্ত ডাইনিং শেডে ইঁদুরের প্রভাব যা আমাদের শহরের সৌন্দর্যকে বিঘ্নিত কয়েছিল। এই কারণেই গত বছরে, আমরা ৪৩০টির বেশি পরিত্যক্ত শেড সরিয়ে দিয়েছি— এমনকি একটিকে ভেঙে ফেলার জন্য আমি একটি স্লেজহ্যামার নিয়েছি। 'ডাইনিং আউট NYC'-তে আউটডোর ডাইনিং এর জন্য নির্দিষ্ট পরিচ্ছন্নতার নির্দেশিকা থাকবে। এটি বছরের আটটি উষ্ণতম মাসে রাস্তাঘাটে খাবারের অনুমতি দেবে, যা আমাদের রাস্তা পরিস্কার রাখতে, ইঁদুরের নিধনে এবং শীতকালে পরিত্যক্ত শেড থেকে শহরবাসীদের নিরাপদ রাখবে।

এইভাবে আউটডোর ডাইনিং এর সঠিক ব্যবহারে শ্রমজীবী নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য চাকরির সন্ধান সহ ছোট ব্যবসার পাশে দাঁড়াবেন বলে জানান, মেয়র অ্যাডামস্। তিনি যুক্ত করেন, আমাদের প্রশাসন প্রতিটি রেস্তোরাঁর সাথে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যাতে তাদের এই প্রোগ্রামের সুবিধা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া যায়।

মেয়র এরিক অ্যাডামস্ বলেন, আপনার রান্নাঘরে যেমন সুস্বাদু খাবার তৈরি করতে সবাইকে মিলে একসঙ্গে কাজ করতে হয়, তেমনি ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনতে আমাদের সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমি সমস্ত রেস্তোরাঁর মালিক, কর্মী, ডিনার এবং সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা এই প্রোগ্রামটি সম্ভব করেছো আমি শীঘ্রই নিউ ইয়র্ক সিটির রাস্তায় আপনাদের সাথে ডাইনিং করার জন্য উপস্থিত হবো।

বাসা ভাড়া

Parkchester Bronx, 3 bed room Apartment with large living room, dinning & kitchen, close to trains / Buses/ Bangladeshi Gorceries/ Rstaurants/ Supermarkets/ other shopping complexes ST আগস্ট ২০২৩ হতে
ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718-973- 2802.

স্টুডিও রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্ক এ ট্রেন, ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথরুম, ১ কিচেন। যোগাযোগ: 347-260-7770, 347-891- 7145.

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৭ স্টীট এবং ১০৬ রোড-এ ৩ বেড ১ বাথ এর একটি বাসা ভাড়া হবে সেপ্টেম্বর থেকে। মসজিদ, বাস স্টপ, ট্রেন স্টপ, গ্রোসারী সন্নিকটে। যোগাযোগ করুন 917-459-6454

ফ্ল্যাট বিক্রয়

নোয়াখালী বসুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত পোষ্ট অফিসসংলগ্ন ৫ তলা বাড়ি শাহানাজ ভিউ। প্রতিটা ফ্লোরে ৪টা ফ্ল্যাট। গ্যাস সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ বাংলাদেশ: 016-16531283. USA: 347-237-3012

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train, bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া

বাসা এভিনিউ/১৭০ স্ট্রীট এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার । 646-256-1766, 718-844- 8731.

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

বেসমেন্ট ভাড়া

৯০-৩৫, ১৮৪ স্ট্রীট হলিস নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। PS, স্বামী-স্ত্রী কিংবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 347-740-2701, 718-874-3675

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স সে ভিলেজের ২১৫ প্লেস এবং ৯২ রোডে ২ বেডরুম, ফুল বাথরুম, কিচেন, বড় লিভিং, ডাইনিং রুমের বেসমেন্ট আগামী আগস্ট মাস হতে ছোট ফ্যামিলির কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 646-897-5496

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ড্রাইভার আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে RAV 4 ইয়ালো ক্যাবের জন্য একজন অধুমপায়ি রাতের ড্রাইভার প্রয়োজন। ফোন 332-201-4393

স্টুডিও ভাড়া

আগস্ট মাস থেকে জ্যামাইকা এলাকায় প্রাইভেট বাসার একটি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা কিচেন, বাথরুম এবং আলাদা প্রবেশ পথ। শুধুমাত্র একজন কর্মজীবী মহিলা/ দুইজন ছাত্রীর জন্য । যোগাযোগ: 347-221-4947

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতির্ষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা স্প্রিংফিল্ড গার্ডেন কিউ-৭৭, কিউ-৮৫ বাস এবং এলআইআরআর স্টেশনের নিকটে তিন বেড, লিভিং ডাইনিংসহ বড় বাসা আগস্ট থেকে ভাড়া হবে। স্টপ এন্ড শপ এবং স্কুল খুব নিকটে। যোগাযোগ: 646-532-1916.

বাসা ভাড়া

172 Verbena Ave, floral park, NY-11001 | প্রাইভেট হাউজের তৃতীয় তলায় (এটিক) ১ বেডরুম, লিভিং, ফুল বাথরুম ও কিচেন ভাড়া হবে। ভাড়া ১২০০ ডলার। (included). বাসার কাছে LIRR Floral park স্টেশন, বাস Q36 and N24 এবং N1. Preferred single per- son /2 people. যোগাযোগ: Mahabub, 631-520-8917; Zinnia 646-945-0209.

বাসা ভাড়া

৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ডহিল, ১ম তলায় ৩ বেড রুম বাসা ভাড়া হবে। A & J Train, Q-24, Q- 37 Bus 1 block. যোগাযোগ: 646-457-5505.

বাসা ভাড়া

উডসাইডে ৫৭ স্ট্রীট ও ব্রডওয়ে এর ক্রস স্ট্রীটে প্রাইভেট হাউজের এক তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট অতি সত্বর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৭৫০ ডলার। Only cou ple or Two bachelors. Tel: 212-470-3118

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৩২-৫৬, ৮৬ স্ট্রীট, নর্দার্ন বুলেভার্ড এর কর্নার এ ২ বেডরুমের নিউলি রিনোভেটেড এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-617- 3433.

বেসমেন্ট ভাড়া

Queens village, 208st and 111 Ave, Q2 and Q77, Q83 bus এর নিকটে একটি renovated basement ভাড়া দেয়া হবে। Phone number: 347-666-7565, 929-350-2919.

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কস/ পার্কচেস্টার পেলহাম ১ বেড ওয়াকিং ছোট সেপারেট (এপার্টমেন্ট) এবং এটিক খুব সুন্দর ৬ ট্রেন বাস ও সবকিছু নিকটে। ছোট পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, কর্মজীবী মহিলা/ ছাত্র-ছাত্রী ব্যাচেলারদের জন্য। একটি বাড়ি বিক্রি হবে কোয়ালিফাইডরা যোগাযোগ করুন: 917-214-7829, 917-995-7846.

বেসমেন্ট ভাড়া

উডসাইড ৬১ স্ট্রীট ৭ ট্রেনের সংলগ্ন স্ট্রীটে সেমিবেসমেন্টে একটি বড় রুম একজন ব্যাচেলারের জন্য ভাড়া দেয়া হবে। অবশ্যই মুসলিম পরিবারের এবং অধূমপায়ী হতে হবে। আগস্ট মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 646-920-6448, 646-920- 4792.

বেসমেন্ট ভাড়া

৯০-৩৫, ১৮৪ স্ট্রীট হলিস নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। । স্বামী-স্ত্রী কিংবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে । যোগাযোগ: 347-740-2701,718-874-3675

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-686- 5591.

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ফ্যামিলি বাসায় মাস্টার বেডরুম মুসলিম অধূমপায়ী স্বামী-স্ত্রীর নিকট ১লা আগস্ট হতে ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগঃ 929-344-9248, 347-771-2282.

মহিলা রুমমেট চাই

ইয়াংকি ষ্টেডিয়ামের কাছে ১টি রুম একজন মহিলা/ছাত্রী এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। Bronx এর D train এর কাছে। যোগাযোগ: 986-837-7230

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড এবং ১০৮ এভিনিউতে ফুল রিনোভেটেড সেমি-বেসমেন্টে একটি স্টুডিও ১জন স্টুডেন্ট/ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 718- 839-5479

লোক আবশ্যক

কুইন্সে কনভিনিয়েন্ট স্টোরে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগ: 646-464-4245.

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.

Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া

হাওয়াড বীচ এ ৯০ স্ট্রীট, বিটুইন ১৬১-১৬২ এভিনিউতে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ৩ বেডরুমের বাসা বাড়া দেওয়া হবে। সেন্ট্রাল এসি, লিভিং রুম এবং পাকিং সুবিধা। হাইওয়ে বেল্ট পার্কওয়ে থেকে মিনিট এবং বাস, রেস্তোরাঁ, কেনাকাটা এবং ট্রেন স্টেশনে ৫ মিনিট যাত্রায়। যোগাযোগ: 646-457-5746 or contact

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগ: 917-650-0546.

বেসমেন্ট ভাড়া

১ বেডরুম বাথরুম, রান্নাঘর শুধু বড়দের জন্য। এস্টোরিয়া ৩৫-৪৭ ১০ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ 917-662- 0275, 718-205-8412.

বেসমেন্ট ভাড়া

150-16 Shore Ave Jamaica Ny 11433 1 বেডরুম এর বেসমেন্ট ভারা দেওয়া হবে। সাথে বাথরুম রান্নাঘর আর ছোটো একটি লিভিং রুম আছে। বাসার পাশেই মসজিদ, স্কুল, বাংলাদেশী গ্রোসারী এবং বাস ও ট্রেন বাসার কাছে। ই/ জে ১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব। মোবাইল: (646) - 717-7404.

বেসমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়া ৪৬ স্ট্রীট সাবওয়ে আর, এম, ই ট্রেনের অতি নিকটে দুই বেডরুমের একটি বেসমেন্টের একটি রুম শুধু ভদ্র, শিক্ষিত, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারদের নিকট ভাড়া দেয়া হবে । কিচেন ও লিভিং রুম শেয়ার করতে হবে। 347-438-7884.

এটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Hollis এ 197-03 99th road এর কাছে সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ণ রেনভেটেড ২টি রুম কিচেন বাথরুমসহ ৩জন ব্যাচেলার অথবা ছাত্রের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707 (২৪ ঘন্টা পাকিং এর সুবিধা আছে)

Apartment for sale

Apartment for sale in Mirpur: 3-rooms, 2-bath rooms, 2-balcony. Price: $35,000 or best offer. 646-598-6675.

গাড়ি বিক্রয়

নিসান এন ভি -২০০, ১৪৮ হাজার মাইলস, ইয়ার ২০১৭, ক্লিন নাইস, ইয়ালো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। হুইল চেয়ার এক্সেস এবেল। যোগাযোগ 347-235-7322

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

Help Wanted

Office Assistant (woman) Law office, Immigratiom & Multiser- vices. Hillside ave, Jamaica, NY.Fluent in English, bengali, Hindi & other language. Please send resume to solaimanm208@gmail.com. Students Born & groomed in US.

বেবি সিটার আবশ্যক

NewHyde Park এ N25/N26 Bus Stop থেকে ১০ মিনিট হাঁটা দূরে Part Time Babysitter আবশ্যক। সপ্তাহে ৫ দিন; 2 pm to 6pm. মেসেজ রাখুন 929-225-9363

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বাসা ভাড়া হইবে

ভিক্টোরি ব্লুবার্ড এন্ড কুইনলান অভ্যেনুর উপর অত্যন্ত মনোরম, নিরিবিলি ও নিরাপদ পরিবেশে ১ (এক) বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সবরকমের শপিং দোকানপাট ১-২ মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাবে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী গ্রোসারী ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ভেরাজোনা ব্রিজ এবং i 278 এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে খুব সহজে এক্সিট নেয়া যায়। বাসা ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে যোগাযোগে: ফারুক হোসাইন মোবাইল : ৯২৯৪৪৪৫৩০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১লা আগস্ট হতে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম, সাবওয়ে '৩' ট্রেন (দুই ব্লক) ৪৬৯ জর্জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক। যোগাযোগ করুন: 917-362-3190

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

পাত্র চাই

সিলেটি পিতামাতার নিউইয়র্কে জন্ম নেয়া ডাক্তার এবং মে মাস থেকে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি প্রাপ্ত (২৬-৫-৬) নামাজি ও হিজাবী পাত্রীর জন্য ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 646-577-8290, e-mail: za-manmehdad227@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্রী চাই

US সিটিজেন ডিভোর্স পাত্রের জন্য (৫৫) ৫ ফট ৬" শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্‌জিনিয়ার, সরকারি চাকুরিজীবি সু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স বা বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে পাত্রী চাই। 646-707-9614

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাএী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসন্যাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
•Emirates •Qatar Airways •Etihad Airways •Turkish Airlines •Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile
Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
DR. SADI ALAM, DPM
আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

বোষ্টনে 'বেইনের' নির্বাচনে খোকাকে সভাপতি দেখতে চান প্রবাসীরা

ঐতিহ্য ফেরানোর দাবি

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোষ্টন প্রবাসীদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর হারানো ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে নতুন নেতৃত্ব খুঁজছেন ম্যাসাচুসেটসের বোষ্টন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বোষ্টনের তরুণ প্রজন্মের প্রিয়মুখ মাহাবুব-ই খোদা ওরফে খোকা'কে পুনঃরায় সভাপতি পদে নির্বাচন করার আহবান জানিয়েছেন কমিউনিটির নেতারা। যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেস এ খবর জানিয়েছে।

গত ২০১৯ সালের বেইনের নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্বল্প ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। উক্ত ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ নির্বাচনে ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ উঠলেও খোকা ও তার প্যানেল ফলাফল মেনে নিয়েছিলেন। এবারের ২০২৩ সালের আসন্ন নির্বাচনে বোষ্টন প্রবাসী বাংলাদেশিরা আবারও সভাপতি প্রার্থী মাহাবুব-ই খোদা (খোকা) নির্বাচন করার আহবান জানান।

এ উপলক্ষে ১৩ আগষ্ট রোববার এক সভায় বোষ্টনের বাংলাদেশি কমিউনিটির সকলস্তরের নেতারা একত্রিত হয়ে মাহাবুব-ই খোদা (খোকা) কে পুনঃরায় সভাপতি পদে নির্বাচন করার জন্য পূর্ণ সমর্থন দিয়ে তাদের মতামত প্রদান করেন।

সভায় পৃথক পৃথক বক্তব্যে কমিউনিটি নেতারা বলেন, যে কোন মূল্যে বোষ্টন প্রবাসীদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর হারানো ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আপাতত খোকার বিকল্প কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তাকে নতুন একটি প্যানেল তৈরি করে এবারের নির্বাচনে অংশ নেবার জন্য প্রবাসীরা বিশেষভাবে আহবান জানান। সকলের আশ্বাস পেয়ে প্যানেল তৈরির কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন খোকা।

মাহাবুব-ই খোদা

উল্লেখ্য, ম্যাসাচুসেটস ও পার্শ্ববর্তী অঙ্গরাজ্যের প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক সময় বেইন ছিল একমাত্র বিনোদন কেন্দ্র। প্রতি বছরে ৫/৬টি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জমজমাট বনভোজনের শত শত বাংলাদেশিদের সমাগম ঘটতো। কিন্ত গত চার বছর ধরে বোষ্টন প্রবাসী বাংলাদেশিরা বেইন থেকে প্রায় বিমুখ হয়ে পড়েন। কমিউনিটির বিশিষ্টজন ও নেতারা বেইনের কোন কর্মকান্ডেই আর যেতে চান না। সেই হারানো ঐতিহ্যকে ফেরাতে আগামী নভেম্বরে আসন্ন নির্বাচনে নতুন মুখ ও তরুণ নেতৃত্বকে খুঁজছেন বোষ্টন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বেইনের সাবেক সভাপতি যথাক্রমে-বামন দাস বসু, আবু কালাম আজাদ, শাহীন খান,শহীদুল ইসলাম প্রিন্স, মোহাম্মদ বেলাল, নোমান চৌধুরী,সাবেক সহ-সভাপতি-জাহাঙ্গীর কবির, সাবেক সা. সম্পাদক নাহিদ সেতারা, তরুন বড়ুয়া, মেহেদী ইমাম ও ওমর এফ সামী।

ব্যক্তিগত কারণে সভায় উপস্থিত না থেকেও যারা সমর্থন জানিয়ছেন তারা হলেন- সাবেক সভাপতি তামান্না করিম, সহ সভাপতি ইসকান্দার আলম, সাবেক সা সম্পাদক জয়নাল মাহমুদ, জানে আলম ও বজলুল ওহাব শাহীন,

কমিউনিটি নেতাদের মধ্যে যারা সমর্থন জানিয়েছেন তারা হলেন-ওসমান গনি, আনন্দ চৌধুরী, সোহেল চৌধুরী, মাহফুজুর রহমান, রহমান, সায়মন সাব্বির (সিপিএ) , পিন্টু চৌধুরী, ড. দুলাল, বাবুল রেজা, পারভেজ চৌধুরী, ডিউক, মোস্তফা, হুমায়ুন মোর্শেদ,মহিউদ্দিন, ওয়াহিদি, মিতু, নাছিরুল, মনিরুল, ইমন, সাকী, সাহাবুদ্দিন, শিশির সিরাজুম মনির, ইদ্রিস ও আনোয়ার।

বোস্টন বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (বিবিবিএ) পরিচালক মন্ডলী-মোশারফ হোসেন হক, ইলিয়াস মাসুদ, তোফাজ্জল হোসেন মিলন, শেখ মাসুম, শেখ বাহাউদ্দিন, কল্লোল বড়ুয়া, আল আজাদ ও আবদুল মতিন। প্যানেল মেম্বারদের মধ্যে- সাধারন সম্পাদক প্রার্থী- রাজিবুর রহমান,সহ-সাধারন সম্পাদক প্রার্থী আশিকুর রহমান ও প্যানেল সদস্য রাজা।

জীবনের শেষ প্রান্তে কার্টার দম্পতি

রোকেয়া দীপা

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এবং ফার্স্ট লেডি রোজেলাইন কার্টার জীবনের শেষ অধ্যায়ে রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ দাম্পত্যের এ 'ফার্স্ট দম্পতি' হাতে হাত ধরে ভালোবাসার জীবন কাটিয়েছেন। জীবনের শেষ লগ্নেও একই অবস্থায় দুইজন। হসপিস কেয়ারে রয়েছেন জিমি কার্টার। ডাইমেনশিয়া রোগে ভোগছেন একসময়ের জনপ্রিয় ফার্স্ট লেডি রোজেলাইন। প্রেসিডেন্ট দম্পতির নাতি জোশ কার্টার সংবাদ মাধ্যমের কাছে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

৯৮ বছর পেরুনো জিমি কার্টার এখনও লোকজনের ভালোবাসা টের পান বলে জানিয়েছেন জোশ কার্টার। তিনি বলেছনে, বাস্তবতা হচ্ছে দাদা দাদী দুইজনই এখন জীবনের শেষ প্রান্তে। জিমি কার্টারই আগে চলে যেতে পারেন বলে তিনি আশঙ্কা করেছেন। কয়েক দফা হাসপাতালে থাকার পর এখন হসপিস কেয়ারে আছেন বলেই তিনি এমন ধারনা করছেন বলে জানিয়েছেন।

৯৬ বছর বয়সের রোজেলাইন কার্টারের সাথে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের ৭৭ বছরের দাম্পত্য অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছে সম্প্রতি। জোশে কার্টার বলেছেন, এ সুখী দম্পতি জীবনকে একসাথে উদযাপন করেছেন। সুখের কথা যে এখনও তারা এক সাথেই আছেন।

লন্ডনে শেখ রাসেল এর ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্য থেকে আজিজুল আম্বিয়া

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং শেখ রাসেল এসোসিয়েশন ইউকের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সহিদুর রহমান এর পরিচালনায় নর্থ লন্ডনের দ্যা রুহিত রেস্টুরেন্ট এ ১৬ আগস্ট বুধবার রাত ৮ আটটার সময় এক সভা অনুস্ঠিত হয় । উক্ত সভায়প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মৌলভাবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউ এস এর সভাপতি ও

মৌলভীবাজার কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি কমিউনিটি নেতা তজমুল হুসেন বক্তব্য রাখেন নর্থ লন্ডন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আহসান আহমেদ , কেমডেন আওয়ামী লীগ এর সভাপতি সুহেল আহমদ, তারাউল ইসলাম, মুহাইমিন আহমদ, আলকাছ আহমদ, নজরুল ইসলাম অকিব , হাফিজুর রহমান বক্কর, আব্দুল মুহিত আফজল, রাধাকান্ত ধর, আমজাদ হোসেন সানি , আব্দুল মুহিত, জমসেদ মিয়া, আব্দুল বারি, জুনুর আহমদ প্রমুখ। শিশু রাসেল সহ যারা ১৫ আগস্ট এ বুলেটের আঘাতে শহীদ হন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বক্তারা বলেন , যারা এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তারা বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ধারায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল তাই এরা দেশের শত্রু এবং তাদের উত্তরসূরীদের সরকারের

নজরে রাখতে হবে যাতে নতুন করে আর কোন ষড়যন্ত্র না করতে পারে । উল্লেখ্য উক্ত সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে অনেক মানুষের সমাগম ঘটে।

বাড়ি বিক্রয়

ব্রঙ্কসে E 229 ষ্ট্রিটে বাড়ি বিক্রয় হবে। Sell by Owner. বাড়িটিতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন পরিবার বসবাস করতে করতে পারবে। মূল্য 4 লাখ 75 হাজার ডলার। 929-218-3748

ড্রাইভিং স্কুল বিক্রি

জ্যাকসন হাইটসে একটি রানিং ড্রাইভিং স্কুল বিক্রি করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অতিসত্বর যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। যোগাযোগ: 347-837-5951

অফিস সহকারী আবশ্যক

উডসাইড, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন স্টেটেন আইল্যান্ড অফিসে কাজ করার জন্য অফিস সহকারী আবশ্যক। কম্পিউটার পারদর্শী, ইংলিশ ভাল জানতে হবে। আগ্রহীদের যোগাযোগ করার অনুরোধ হল। যোগাযোগ: আলি 646-406-9584 (Text please)

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide constructions
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work easher sales, general help
Restaurant and more
Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি।
ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন। মনে রাখবেন আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড নস্ট করার কোন ক্ষমতা আপনার স্পাউসের নেই। এবং আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

নিউইয়র্কে স্বনামধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরয়েড
- এজমা
- বাতের ব্যথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

বঙ্গবন্ধুর খুনীদের দেশে ফেরত পাঠানোর আহবানের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে পালিত হয়েছে জাতীয় শোক দিবস

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতীয় শোক দিবস উদযাপন পরিষদের আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পালিত হয়েছে জাতীয় শোক দিবস। বঙ্গবন্ধুর খনী রাশেদ চৌধুরীর যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আশ্রয় বাতিল করে দেশে ফেরত পাঠানোর আহ্বানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে বাংলাদেশের ‘জাতীয় শোক দিবস’ কর্মসূচি।

১৫ আগস্ট ব্রঙ্কসের স্টার্লিং-বাংলাবাজার এলাকায় জাতীয় শোক দিবসের নানা কর্মসূচি পালিত হয়। জাতীয় শোক দিবস উদযাপন পরিষদের আয়োজনে এ শোক দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, দোয়া-মাহফিলসহ সর্ব ধর্মীয় উপাসনা ও তবারক বিতরণ।

এই অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলো যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের সম্মিলিত স্বপক্ষ শক্তি, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সম্মিলিত মুজিব জন্ম শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন পরিষদ। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আবুল কাশেম এয়াহইয়া। এসময় বঙ্গবন্ধু সহ ১৫ আগস্টের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা, দেশ, প্রবাস ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

আবদুর রহিম বাদশা সভাপতিত্বে এবং অন্যতম সদস্য রেজা আব্দুল্লাহর পরিচালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার ফরাসত আলী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা তোফায়েল চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ, বানিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ফরিদ আলম, বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের সভাপতি মোহাম্মদ এন মজুমদার, আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইনক’র সভাপতি আব্দুস শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইয়্যিদ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ,

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শোক দিবস উদযাপন পরিষদ’র প্রধান সমন্বয়কারী শেখ জামাল হোসেন, সদস্য সচিব কাজী রবি-উজ-জামান, যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান লিংকন ও শাহীন কামালী সমন্বয়কারী এইচ এম ইকবাল, অর্থ সম্পাদক সেলিম রেজা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ড ইউএসএ’র উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা মুন্সী বশির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জন কান্ত রায়, কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল, কবি কামরুন নাহার রীতা, যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম জিকু, আওয়ামী লীগ নেতা কফিল চৌধুরী, সাখাওয়াত আলী, সোহান আহম্মেদ টুটুল, খবির উদ্দিন ভূইয়া, লেইচ চৌধুরী, মাইজুর লস্কর জুয়েল, নাফিকুর রহমান তোরন, রবিউল ইসলাম (কমিশনার), সাদিকুর রহমাল, আল মামুন সরকার, হুমায়ুন কবির, সরাফত উদ্দিন পাটোয়ারী স্বপন, নুরুল আম্বিয়া, নুর হোসেন ফরহাদ, সবুর মাস্টার, সফিক মাস্টার, সালাউদ্দিন, মাহবুব চৌধুরী, কামাল হোসেল রাকিব, রুপ চাঁন মিয়া, আবদুর রহমান সহ আওয়ামীলীগ সহ সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনীরা বিদেশে পালিয়ে রয়েছে। পলাতক খুনীদের দেশে ফেরত পাঠাতে সকলে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধুর ঘাতক রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফেরত পাঠাতে মার্কিন সরকারের আশু দৃষ্টি কামনা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে আব্দুর রহিম বাদশা ‘জাতীয় শোক দিবস’র কর্মসূচি সফল করার জন্য উদযাপন কমিটি সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

কী আলোচনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চেয়ারম্যান।

জি এম কাদের বলেন, ‘আমি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে আমার খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। সেই আলাপ কার সঙ্গে হয়েছে এবং কী বিষয়ে হয়েছে—সেটি বিস্তারিত কিছু বলতে পারব না। তাঁরা যদি প্রকাশ করতে চান, করবেন। কিন্তু তাঁদের অনুমতি ছাড়া আমি কিছু বলতে পারব না।’

জি এম কাদের বলেন, বাংলাদেশে একটি ভালো নির্বাচন দেখতে চায় ভারত। তবে এ নিয়ে দলগুলোর মতপার্থক্যের বিষয়ে কিছু বলতে চান না তাঁরা।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারতের মনোভাব প্রসঙ্গে জাপা চেয়ারম্যান বলেন, নির্বাচনের আগে-পরে সহিংসতা এবং সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, তেমনটাই তাঁদের চাওয়া।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্যের বিষয়ে ভারত কিছু বলেছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ভারত বলেছে এটা আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমরা চাই আপনারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এটার সুরাহা করবেন।’

এ সময় আগামী নির্বাচনে জাতীয় পার্টির অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে জি এম কাদের বলেন, ‘এই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনো আসেনি। আর কিছুদিন দেখেশুনে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।’

বাংলাদেশ-ভারতের দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে জি এম কাদের বলেন, ‘আমার একটা জিনিস ভালো লেগেছে যে জাতীয় পার্টি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ভালো। জাতীয় পার্টিকে তাঁরা সম্ভাবনাময় দল মনে করেন। তাঁরা এটাও প্রত্যাশা করেছেন, জাতীয় পার্টির সঙ্গে ভারতের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আগেও ছিল এবং সামনেও থাকবে।’

উল্লেখ্য, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে গত রোববার নয়াদিল্লির উদ্দেশে ঢাকা ছাড়েন জি এম কাদের।

এঙ্গেলউডে ১৪৭ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক বাড়ি পূণঃস্থাপন

কুলসুম আক্তার সুমী

নিউজার্সির এঙ্গেলউডে ১৪৭ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক স্থাপনা 'টেইলর ব্লিজ' বাড়িটি পূণঃস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।বাড়িটি স্থানীয় সিনাগগের মালিকানাধীনে ছিল, যারা একসময় বাড়িটিকে ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। পরে স্থানীয় 'হিস্টোরিকসোসাইটির' মাধ্যমে এটিকে অন্যত্র স্থানান্তর করে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণের করার ব্যবস্থা করা হয়।

এঙ্গেলউড সিটি কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট জুডিথ মেরন এ প্রসঙ্গে বলেন, 'বাড়ি ভাঙ্গার সিদ্ধান্তে জনগন খুবই হতাশ কেননা এভাবেআমরা অনেক ঐতিহাসিক স্থাপনা হারিয়ে ফেলেছি এবং জনগন ওসব হারিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ওসব সম্পর্কে জানতেইপারেনি।'

শিল্পপতি 'ব্লিজ' পরিবারের পূর্বপুরুষ বাড়িটি নির্মাণ করেন, যারা আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা।

বাড়িটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে 'এঙ্গেলউড হিস্টোরিক সোসাইটি'র যুগ্ম সভাপতি ইরমারি নাট বলেন, 'এক সময় এবাড়িটিকে ওয়ালস্ট্রিটের শোবারকক্ষ বলা হত কারণ ব্যাংকার ও শিল্পপতিরা এখানে বাস করতেন।'

স্থানান্তরকর্মী স্টিভেন হাউক বলেন, এই স্থানান্তর একক ও অনন্য কেননা ১৮৭৬ সালে নির্মিত বাড়িটি টুকরো করে স্থানান্তরকরতে হচ্ছে। পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে ক্রেনের সাহায্যে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আবার জুড়ে দেওয়া হবে।'

> খিলানযুক্ত জানালা, উঁচু মিনার এবং ঢালু ছাদের কারণে 'সেকেন্ড এম্পায়ার' নামক বাড়িটি এক অনন্য নকশার উদাহরণ।

খিলানযুক্ত জানালা, উঁচু মিনার এবং ঢালু ছাদের কারণে 'সেকেন্ড এম্পায়ার' নামক বাড়িটি এক অনন্য নকশার উদাহরণ। এধরনের ঐতিহাসিক স্থাপনা স্থানান্তরে যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন তা মেনেই প্রথমে উপরের অংশ স্থানান্তর করা হয়।

জুডিথ মেরন এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ বাড়ির নকশা নতুন করে তৈরি করার মত নয়। এর ছাঁদ, অন্দরমহল এবং সর্বোপরিব্যালকনির নকশা অনন্য। এ যুগে কেউ অনুরূপ নকশা তৈরি করতে পারবে না।'

পুরো নিউজার্সি স্টেটে টেইলর ব্লিজ'র বাড়ির মত স্থাপনা পাঁচটারও কম রয়েছে। বাড়িটি স্থানান্তরে ইতোমধ্যে ৩৫০ হাজারডলারের বেশি খরচ হয়েছে, আরো অর্থের প্রয়োজন। এজন্য 'এঙ্গেলউড হিস্টোরিক সোসাইটি' অনুদান চেয়েছে যাতে করে এইস্থাপনাটিকে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শেষ হলে শিক্ষা ও গবেষণার কাজে ব্যবহার করা যায়।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

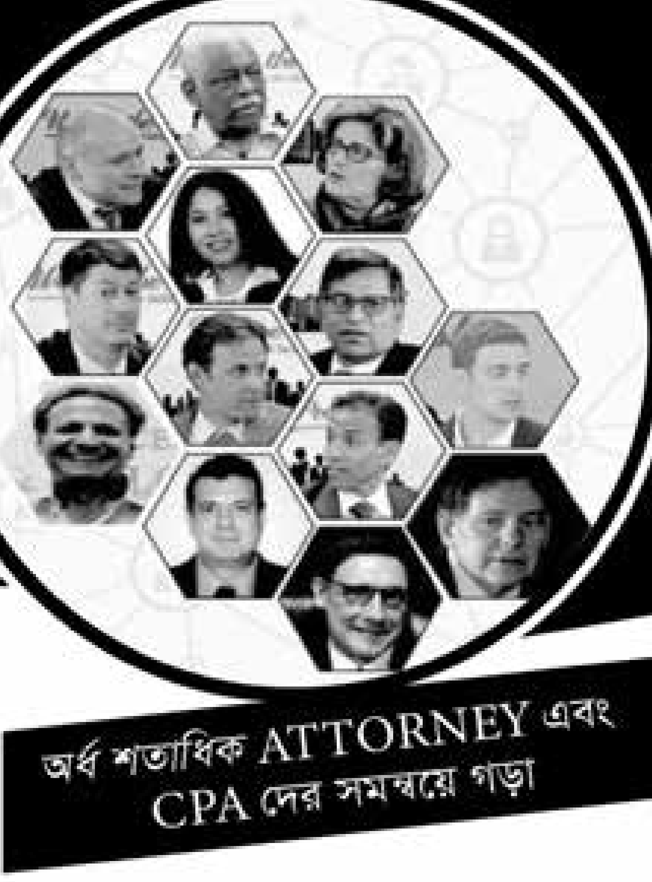

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

আ. লীগকে নিজের দল

লীগকে 'বিপুল ভোটে' জয়ী করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। এ ছাড়া দেওয়ানগঞ্জ পৌর মেয়রকে 'সুযোগ্য' এবং স্থানীয় সংসদ সদস্যকে 'নয়নের মণি' বিশেষণে অভিহিতও করেছেন ওসি। জাতীয় শোক দিবসের এক আলোচনা সভায় ওসির দেওয়া বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত থেকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দেখতে চাওয়ায় ওসির পুলিশিং কার্যক্রম নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ওসির দাবি, 'যা বলার তা তিনি বলেছেন, এতে যদি চাকরি চলে যায়, তাতেও তাঁর কোনো অসুবিধা নেই।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ আগস্ট দুপুরে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দেওয়ানগঞ্জ পৌরসভা আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। দেওয়ানগঞ্জ পৌরসভা মাঠে অনুষ্ঠিত ওই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও দেওয়ানগঞ্জ-বকশীগঞ্জ আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ। এতে সভাপতিত্ব করেন দেওয়ানগঞ্জ পৌরসভার মেয়র শেখ মোহাম্মদ নুরুন্নবী অপু।

ওসি শ্যামল চন্দ্র ধর তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'দোয়া ও খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি পৌরসভার সুযোগ্য মেয়র নুরনবী অপু। উপস্থিত আছেন আমাদের নয়নের মণি, দেওয়ানগঞ্জ-বকশীগঞ্জ থেকে বারবার নির্বাচিত প্রতিনিধি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয় আমাদের মাটি ও মানুষের নেতা জনাব আবুল কালাম আজাদ। আরও উপস্থিত আছেন, বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারি, সাধারণ সদস্যবৃন্দ, উপজেলা পরিষদ, প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বোনেরা আমার ভাইয়েরা আমার সবাই আমার ছালাম নেবেন। ১৫-ই আগস্ট শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে হত্যার ঘৃণিত এই দিনে ঘৃণিত খুনিদের শাস্তি হোক। সব খুনিরাই কিন্তু শাস্তি পায় নাই। সবাইকে ফাঁসি দিয়ে ঝুলাইতে পারি নাই, শুধু কুচক্রী মহলের জন্য।'

আগের দিন ১৪ আগস্ট মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যু ঘিরে দেশব্যাপী সাঈদীর অনুসারীদের কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গের ইঙ্গিত করে ওসি শ্যামল চন্দ্র ধর বলেন, 'গতকাল আমরা এক কুচক্রী মহলের অনেক উসকানি দেখেছি। সুতরাং এগুলো থেকে আপনারা সাবধান থাকবেন এবং সামনে আমাদের নির্বাচন আসছে, আপনারা সবাই সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমাদের দলের কাজ করে, আগামী সরকার যাতে আমরা পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকারকে বিপুল ভোটে জয় করতে পারি। সেই প্রত্যাশা রেখে আপনাদের সবাইকে আমার দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার পক্ষ থেকে ছালাম দিয়ে শেষ করলাম আজকের এই বক্তব্য। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। জয় হোক আপনাদের সকলের।'

এ বিষয়ে দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার ওসি শ্যামল চন্দ্র ধরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল ফোনে বলেন, 'হ্যাঁ আমি বক্তব্য দিয়েছি।'

রাজনৈতিক দলের পক্ষে ভোট চেয়ে বক্তব্য দিতে পারেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ওসি বলেন, 'এ বিষয়ে আপনাকে জবাব দিতে আমি বাধ্য না। আপনি ফিল্ডে কাজ করেন। আমিও ফিল্ডে কাজ করি। ঠিক আছে? উভয়ে ফিল্ডের মানুষ। অন্য বিষয়ে থাকলে বলেন।'

আপনাদের দল বলতে আওয়ামী লীগকে বুঝিয়েছেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে দাম্ভিকতার স্বরে শ্যামল চন্দ্র বলেন, 'আমি ওসি দেওয়ানগঞ্জ ঠিক আছে। আমি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ করে এখানে এসেছি। আওয়ামী লীগকে বিজয় করতে ভোট চেয়েছি। এতে যদি আমার চাকরি চলে যায়, অসুবিধা নেই। এটুকুই আমার বলা। চাকরি গেলে যাকগা। আমার রিজিকে যা আছে, তাই করে খাবো। আপনি সাংবাদিক সাংবাদিকের জায়গায় থাকেন, আমি আমার জায়গায় আছি, ধন্যবাদ।'

জামালপুরের পুলিশ সুপার মো. কামরুজ্জামান বলেন, 'ওসির বক্তব্যের বিষয়টি আমার নলেজে নেই। এটি ব্যক্তিগত দায়। তবে ইউনিফর্ম পরে কোনো রাজনৈতিক দলের জন্য ভোট চাওয়া, না চাওয়া একান্তই তাঁর (ওসির) ব্যক্তিগত বিষয়। এর থেকে আমার আর কিছু বলার নেই।'

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ সেলিম মিয়া বলেন, 'নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে বিপুল ভোটে বিজয় করার প্রত্যাশা করাসহ ওসির পুরো বক্তব্যই বেমানান। দলকানা না হলে, এমন রাজনৈতিক বক্তব্য ওসি দিতে পারেন না। এটা আইন অবমাননা।'

থানা সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ২৮ জুলাই দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার ওসি হিসেবে যোগদান করেন শ্যামল চন্দ্র ধর। নেত্রকোনার কেন্দুয়া থানার সোহাগপুর গ্রামের বাসিন্দা শ্যামল চন্দ্র ধর ২০০১ সালে পুলিশ বাহিনীতে এসআই পদে যোগদান করেন।

আন্দোলন তুঙ্গে নিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন বিএনপি ও মিত্র দলের কয়েকজন নেতা।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে বিএনপিসহ বেশির ভাগ বিরোধী দল চায় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন।

গত ১২ জুলাই সরকার পতনের এক দফা ঘোষণার পর এরই মধ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো। এরই ধারাবাহিকতায় আগামীকাল শুক্রবার রাজধানীতে এবং শনিবার রাজধানীসহ সারা দেশে কালো পতাকা গণমিছিল করার কর্মসূচি রয়েছে। গত সোমবার বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় এই কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়।

বিএনপির একাধিক নেতা জানান, আগামী মাস থেকে চলমান আন্দোলনের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। ১ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সে দিন থেকে এই চেষ্টা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রাজধানীতে শোভাযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। তবে এই শোভাযাত্রার সময়সূচি এখনো ঘোষণা করা হয়নি। শোভাযাত্রায় ব্যাপক জনসমাগম ঘটানোর পরিকল্পনা আছে। ওই শোভাযাত্রা থেকে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হতে পারে।

ওই নেতারা আরও জানান, সেপ্টেম্বরে লাগাতার কর্মসূচি দেওয়ারও চিন্তা আছে। তাঁরা বলছেন, বর্তমান বাস্তবতায় নানা ধরনের কৌশল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তবে সে কৌশল এখনই প্রকাশ করার মতো অবস্থা হয়নি। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আরও কিছুদিন সময় নেওয়া দরকার। তবে আগামী দিনে অবস্থান, ঘেরাও কর্মসূচির পাশাপাশি প্রয়োজনে সড়ক, রেল ও নৌপথে অবরোধের পরিকল্পনা

আছে বলেও কেউ কেউ জানান। যদিও এ বিষয়ে এখনই মুখ খুলতে চান না তাঁরা।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'সরকারের আচরণের ওপর বিষয়টি নির্ভর করছে। সরকার সহিংস হলে, উসকে দিলে তো শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি না-ও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে অবরোধও হতে পারে, আরও কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।'

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গতকাল বুধবার রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় বলেছেন, 'বড় রকমের ঝাঁকুনি দেওয়া দরকার, বড় রকমের একটা যুদ্ধ দরকার, সংগ্রাম দরকার। এই সংগ্রাম, এই যুদ্ধে আমরা আছি।'

এক দফার আন্দোলনের মধ্যে গত ২৮ জুলাই ঢাকায় মহাসমাবেশ এবং ২৯ জুলাই ঢাকার প্রবেশমুখে অবস্থান কর্মসূচি বেশ আলোচিত হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে ২৮ জুলাই ঢাকায় মহাসমাবেশে বিপুল গণজমায়েত এক দফার আন্দোলনে এ পর্যন্ত বড় অর্জন বলে বিএনপির অনেক নেতা মনে করছেন। অবশ্য পরদিনের নানা ঘটনায় সমালোচনাও আছে। বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর কয়েকজন নেতা জানান, আন্দোলন নিয়ে আগামী দিনের কর্মপন্থা নির্ধারণে বেশ চিন্তা-ভাবনা করে এগোনো হচ্ছে। কারণ, আর ভুল করার সুযোগ নেই। বিএনপি ও মিত্র দলগুলোর মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গেও দূরত্ব ঘোচানোর চেষ্টা চলছে।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, ছোট-বড় সব দলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে তাদের মতামত ও পরামর্শ বিবেচনা করা হচ্ছে। সবার প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী দিনের আন্দোলনের গতিপথ ঠিক করা হচ্ছে।

বিএনপির একটি সূত্রে জানা যায়, আন্দোলনের পথে মামলা-ধরপাকড়ের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিএনপিসহ মিত্র দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা গ্রেপ্তার হলে তাঁদের পরিবর্তে কারা দায়িত্ব পালন করবেন, তা-ও ঠিক করে রাখা হচ্ছে।

যুগপৎ আন্দোলনে থাকা ১২ দলীয় জোটের নেতা ও বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বলেন, 'সরকারের সহিংস-সশস্ত্র আক্রমণাত্মক ভূমিকার বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরক্ষামূলক আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নেওয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য নীরবে-নিভৃতে একাধিক কৌশল আলোচিত হচ্ছে, যা এখনই প্রকাশ করার মতো পরিপক্ব হয়নি।'

নির্বাচনকে সামনে রেখে জাপায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যদিও জাপার মহাসচিবসহ দলটির একাধিক জ্যেষ্ঠ নেতা বলেছেন, এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। রওশন এরশাদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ-সংক্রান্ত খবরটি 'ভুয়া'। তবে এ বিষয়ে রওশন এরশাদ কিছু বলেননি।

এ ঘটনাকে দলটির নেতা-কর্মীদের অনেকে আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে সংসদে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টিতে আবার নাটকীয়তার শুরু বলে মনে করছেন। বিশেষ করে জাপার চেয়ারম্যান জি এম কাদের যখন ভারত সফরে, তখন হঠাৎ করে রওশনের নামে এমন সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দলের ভেতরে এবং বাইরে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। অনেকে বলছেন, এই মুহূর্তে কৌশলগত কারণে বিবৃতিটিকে নাকচ করা হলেও কার্যত এটিই শেষ কথা নয়। এ ধরনের তৎপরতা দলটিতে সক্রিয় রয়েছে। সামনের দিনগুলোতে দলের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে বিভক্তি আরও দৃশ্যমান হবে। বিশেষ করে, নির্বাচন নিয়ে জি এম কাদেরের ভূমিকা কী হয়, এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। চার দিনের সফর শেষে জি এম কাদেরের আজ বুধবার দেশে ফেরার কথা রয়েছে। তাঁর এই সফরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। আড়াই লাইনের ওই বিবৃতিতে রওশন এরশাদ নিজেকে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কো-চেয়ারম্যান ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে উল্লেখ করেন। কাজী লুৎফুল কবীর নামের এক ব্যক্তি 'প্রেস নোট (জাপা) ' নামের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই বিবৃতিটি দেন। লুৎফুল কবীর দীর্ঘদিন ধরে এই গ্রুপে রওশন এরশাদসহ তাঁর পক্ষের নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে আসছেন। বিবৃতির পাশাপাশি রওশনকে চেয়ারম্যান করার সিদ্ধান্ত-সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী এবং তাতে পাঁচজন কো–চেয়ারম্যান ও একজন প্রেসিডিয়াম সদস্যের স্বাক্ষরসংবলিত একটি ছবিও দেন।

খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর জাপার মহাসচিব মো. মুজিবুল হকসহ তিনজন নেতা এই বিবৃতিকে 'ভুয়া' বলে দাবি করেন। এ বিষয়ে জাপার মহাসচিব, দলের কো–চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন ও প্রেসিডিয়াম সদস্য সফিকুল ইসলাম পৃথক বিবৃতি ও ভিডিও বার্তা দিয়েছেন। গণমাধ্যমে পাঠানো এসব বার্তায় তাঁরা বলেছেন, জি এম কাদেরই জাপার চেয়ারম্যান। তাঁর নেতৃত্বেই দল ঐক্যবদ্ধ আছে। বিবৃতি ও ভিডিও বার্তায় জাপার মহাসচিব বলেন, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেউ ইচ্ছা করলেই চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি দিতে পারেন না। গঠনতন্ত্রের বাইরে কেউই কিছু করতে পারবেন না। জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা জি এম কাদেরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আছেন। জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কৃত কিছু ব্যক্তি ম্যাডামের (রওশন এরশাদ) নাম ব্যবহার করে এমন একটি ভুয়া খবর দিয়েছেন। এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং ঘটার সুযোগও নেই। তিনি ভুয়া খবরে বিভ্রান্ত না হতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রওশন এরশাদের নাম ব্যবহার করে দেওয়া এই বিজ্ঞপ্তিকে দলের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়ে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ করেছে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার দুপুরে বনানীতে দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনের সড়কে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় পার্টির পৃষ্ঠপোষক বেগম রওশন এরশাদের (ভাবি) সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। ভাবির অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কাগজপত্রে সই করাচ্ছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা জি এম কাদের। ২৩ আগস্ট বুধবার সন্ধ্যায় তিন দিনের ভারত সফর শেষে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি গেটে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

কাদের বলেন, বেগম রওশন এরশাদ আমার ভাবি। সবচেয়ে বড় ভাইয়ের স্ত্রী। আমার বড় ভাইকে সব সময় নিজের বাবার মতো মনে করতাম। সেই হিসেবে বয়সে যাই হোক, ছোটবেলা থেকেই ভাবিকে মায়ের মতো মনে করে এসেছি। ওনার সঙ্গে আমার কখনোই কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। এখনও নেই। ওনার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কাগজপত্রে সই করাচ্ছে। ওনার থেকে বক্তব্য নেওয়া হচ্ছে। আমার জানা মতে তিনি নিজের ইচ্ছায় এগুলো দিচ্ছেন না। এটা করার উদ্দেশ্য, জাতীয় পার্টিকে দুর্বল করা। আমাদের বিরুদ্ধে কিছু লোকজন এসব করছেন। দেবর-ভাবির দ্বন্দ্ব যারা বলছেন, তারাই এসব বিষয় উসকে দিচ্ছেন।

বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি করতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাইজ অব বেঙ্গল টাইগার: বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস সামিট' শীর্ষক একটি রোড শো অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দেওয়া ভাষণে এ কথা বলেন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার আমন্ত্রণে ১৫তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী জোহানেসবার্গে আছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রচেষ্টা শুরু করেছে। তিনি বলেন, 'আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, আমাদের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র আমাদের জন্য সুবিধাই দেবে না, বরং যারা আমাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করতে পছন্দ করে, তাদের জন্যও লাভজনক প্রমাণিত হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আইসিটি, ইলেকট্রনিকস, অবকাঠামো, টেক্সটাইল, পর্যটন, ভারী শিল্প এবং ছোট শিল্পের মতো খাতগুলোতে নানা সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব করেছি। আমাদের সরকার সুন্দরভাবে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' বাংলাদেশ সম্ভাব্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যেমন বাংলাদেশ বিনিয়োগ

উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সর্বোত্তম আয়ের জন্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের সহযোগিতা দেবে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই, আপনারা আমাদের উন্নয়নযাত্রায় অংশ নিন। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করুন।' দক্ষিণ আফ্রিকায় উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশি নাগরিক একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য প্রবাসীদের ধন্যবাদ। আমরা আপনাকে আমাদের প্রবৃদ্ধিতে আরও বিনিয়োগ করার আহ্বান জানাই।'

বাংলাদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তর বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে দেশটির সবচেয়ে বড় নগরী জোহানেসবার্গে এটি সপ্তম রোড শো। বিডা ও বিএসইসি বাংলাদেশে বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার পদক্ষেপের অংশ হিসেবে দুবাই, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, কাতার ও জাপানে এ ধরনের রোড শো করেছে। জার্মানি, কানাডা, রাশিয়া, হংকং, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশেও একই ধরনের রোড শো করার পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ।

শেখ হাসিনা-সি চিন পিং বৈঠক

ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে গতকাল সন্ধ্যায় হোটেল হিলটন স্যান্ডটনে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে ও ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের থিয়োম্যাটিক অ্যাম্বাসেডর এবং অটিজম অ্যান্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

আফ্রিকান দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল আফ্রিকান দেশগুলোতে নিয়োজিত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতদের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, ব্যবসা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু স্যান্ডটনে 'আফ্রিকাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সম্মেলনে' প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, 'অর্থনৈতিক কূটনীতিকে গুরুত্ব দিন; কারণ, রাজনীতির পাশাপাশি অর্থনীতিও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি এখানকার যে দেশে কাজ করছেন, সেখানে বাণিজ্য, ব্যবসা ও বিনিয়োগসংক্রান্ত সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী আফ্রিকার দেশগুলোতে আরও বাংলাদেশি দক্ষ জনশক্তি পাঠানো, রেমিট্যান্স বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, তাঁরা বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন।

ফোবানা : আমেরিকার

ফোবানা এমন একটা কনভেনশন, আমার কাছে এক টুকরো বাংলাদেশ। নানা সিটির সংগঠকরা সপরিবারে আসেন। তিনটা দিন আনন্দে কাটে। আমরা রাত গভীরে আডডা,গান বাজনা নিয়ে মেতে থাকি। নতুন নতুন বন্ধু তৈরী হয়। নানা শহর ঘুরে দেখার সুযোগ ঘটে।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্টেটে ও ছোট বড় পৌনে দুইশত সিটিতে বাংলাদেশীরা থাকেন। বাংলাদেশীদের সংখ্যা আমেরিকায় ১০ লাখ বা কম বেশী হবে। প্রবাসীরা এখন নানা ছোট বড় শহরে শুধু থাকেনই না, তারা নানা সংগঠন করে নিজেরা দেশীয় কৃষ্টি কালচার কে ধারন করে বাংলাদেশটাকে তুলে ধরেছেন বিদেশীদের কাছে ও নতুন প্রজন্মের কাছে। আজ আটলান্টা,মিশিগান,মিয়ামী,ওয়াশিংটন, টেক্সাস, ফ্লোরিডা, নিউজার্সি, বোস্টন, ভার্জিনিয়া,ডালাসে ফোবানা নয় ফোবানার ব্যাপ্তি ছড়াবে সাউথ কেরোলিনা,শিয়াটল, ইউটাও, সিনসিনাটি, সাউথ ডেকোডা ও বাফেলোতেও। ফোবানার মুল কনসেপ্ট টা ৩৭ বছরে নানা সাংঘর্ষিক কারনে গতিশীল ছিল না। আরও বেগবান হবার সুযোগ ছিল। নানা সময় সুবিধেভোগীরা ফোবানাকে অপব্যবহার করেছেন। এটার ভাবমুর্তি ম্লান করার চেষ্টা করেছেন, এখনও করে যাচ্ছেন। তাই ৩৭ বছরে তেমন ভাল সুফল ফোবানা করতে পারে নাই। আরও ভাল করার সুযোগ ছিল।

তবে অনেক দিক দিয়ে ভাল করছেন বর্তমান এক দশকের নেতৃত্ব। ফোবানায় নতুন প্রজন্ম আজ জড়িত, ফোবানা স্কলারশীপ বেশ জনপ্রিয়। মেধাবীদের স্কলারশীপ দেয়া হচ্ছে বিশেষ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথ ভাবে ফোবানা কাজ করছে ।

ফোবানায় ১০/ ১৫ টি সেমিনার হয়, যা থেকে উপকৃত হবার সুযোগ ঘটে। ক্যারীয়ারের দিক নির্দেশনা পায় নতুন প্রজন্ম।

ফোবানা গত এক দশক থেকে কোন কালচারাল অনুষ্টানে সীমাবদ্ধতায় নয়। ফোবানা করোনা কালীন সময়ে উত্তর আমেরিকায় নানা মানবিক কাজে জড়িত ছিল। করোনা কালে ফোবানা বাংলাদেশেও মানবিক কাজ করেছে।

ফোবানায় অনেক নতুন কিছু সংযোজন ঘটানো হয়েছে। ফোবানার অন্যতম সংযোজন ইলেকট্রনিক্স ভোটিং। ফোবানার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ১ বছরের নেতৃত্ব। একক ভাবে দীর্ঘদিন এক পদে থাকার সুযোগ নাই, নেতৃত্ব তৈরী হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। ফোবানার নির্বাহী কমিটিতে যারা থাকেন বা যারা নির্বাহী কমিটিতে যাবার জন্য নির্বাচন করেন তারা সবাই উত্তর আমেরিকার অসাধারন ভাল সংগঠক। মনন মেধায় তারা অনুকরণীয়।

ফোবানার মেম্বার সংগঠন মাত্র ৫৮ টি। এটি ১০০/১৫০ হবার সুযোগ ছিল। সারা আমেরিকায় আঞ্চলিক সংগঠন ছাড়া অন্যান্য সংগঠনের সংখ্যা ৫০০/ ৬০০ বা ৭০০ হবে । সদস্য সংগঠন বাড়াতে পারলে ফোবানার পরিধি ব্যাপকতা পেত। যে কোন কারনে এর পরিধি বাড়ছে না, বা কেউ চেষ্টা করেন না বাড়াতে।

ফোবানাকে কার্যকর করতে হলে এর বিস্তৃতি দরকার। আবার যে সংগঠন হোষ্টিং করে, তারাও তাদের হাতকে প্রসারিত করতে চায় না। তাই নানা শহরের দ্বন্ধ থেকেই যায়।

হোষ্ট কমিটি করার সময় সমন্বয় করে করলে বা নানা প্রফেশনাল দের সম্পৃক্ত করলে ফোবানা গতিশীলতা পেত। অনেক স্কলার হোষ্ট কমিটিকে সাপোর্ট করতে ইচ্ছুক, তাদের নেয়া উচিত ।

ফোবানাই একমাত্র বাংলাদেশী সংগঠন প্রতিবছর তিন দিনের বার্ষিক কনভেনশন করে। ভারত পাকিস্তান বা বিশ্বের অন্য কোন দেশ এরকম নন প্রফিট কনভেনশন করার সাহস করে না।

সেই দিক বিবেচনায় ফোবানা সফল। ফোবানা নিয়ে বিভ্রান্তি থাকে, একই নামে বা লগো ব্যবহার করে কাগজে এড দিয়ে অনেকেই ফোবানার ইমেজ নষ্ট করেন। দিন শেষে মুল ফোবানা কোনটা সবাই খুজে নেন।

অতীতে বহুবার অনেকেই নানা অনিয়ম করেছিলেন, ফোবানাকে অপব্যবহার করেছিলেন তারা কাউকেই ফোবানায় রাখা হয় নি। ফোবানা নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সিষ্টেমে চলমান সংগঠন। সব কিছু ভোটাভুটির মাধ্যমে হয়ে থাকে।

যতই দিন যাচ্ছে ফোবানা আরও বেশী গতিশীল হচ্ছে। নতুন নতুন নিয়ম চালু করে এটাকে বেগবান ও স্বচ্ছতায় চালু রাখা হচ্ছে।

ফোবানা আসলে স্থানীয় বিশেষ করে উত্তর আমেরিকার শিল্পীদের প্লাটফর্ম হওয়ার কথা থাকলেও সেটা হয়ে উঠছে না। উত্তর আমেরিকার শিল্পীদের সময় দর্শকশুন্য থাকে অডিয়েন্স আর স্টার শিল্পীরা যখন উঠেন তখন লোকে লোকারন্য। এটার একটা শৃংখলা দরকার। ২ য় দিন পুরোটা সময় উত্তর আমেরিকার শিল্পীদের দেয়া যায়।

ফোবানার সেমিনার গুলোর সময় যাতে সবাই উপস্থিত থাকেন, হোষ্ট কমিটির উচিত সেদিকে খেয়াল রাখা।

ফোবানার এজিএম টা অনেক দীর্ঘ মেয়াদী সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা। এটাকে আরও কম সময়ে করা উচিত। ভোটিং টা এজিএমের আগের রাতে করে ফেললে রেজাল্ট কম সময়ে দেয়া যায়। অনেক সেমিনার মিস হয়ে যায় এই সময়টাতে। তবে আমার কাছে এই সময়টা খুব উপভোগ্য লাগে। অনেক ডিসিপ্লিন একটা এজিএম। এজিএমে অবাঞ্ছিত কেউ যাতে ঢুকতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরী। ৩৫ তম ফোবানায় ওয়াশিংটনে আমরা একজন স্পন্সরকে এজিএমে দেখলাম। তাকে কথাপ বলতে দেয়া হল, যা অনৈতিক ও দৃষ্টিকটু। যা কখনও কাম্য নয়। ৩৫ তম ফোবানাকে আয়োজকরা তাদের ব্যাক্তিপুজায় রুপান্তরিত করেন। কনভেনর, চেয়ারম্যান, মেম্বার সেক্রেটারীর বিশাল বিশাল ছবি দৃষ্টিকটু ছিল। যেটা আগামীতে হবে না, আমরা ফোবানা ফ্যানরা আশা করি।

ফোবানা এমন একটা কনভেনশন, আমার কাছে এক টুকরো বাংলাদেশ। নানা সিটির সংগঠকরা সপরিবারে আসেন। তিনটা দিন আনন্দে কাটে। আমরা রাত গভীরে আডডা,গান বাজনা নিয়ে মেতে থাকি। নতুন নতুন বন্ধু তৈরী হয়। নানা শহর ঘুরে দেখার সুযোগ ঘটে।

যে কেউ ফোবানায় আসতে পারেন, স্বউদ্যেগে হোটেল বুক করে চলে আসতে পারেন, বা যে কোন প্যাকেজ কিনে আসতে পারেন। হোটেলেই আপনি খাবার পেয়ে যাবেন । ফোবানার সদস্য হবেন কিভাবে? আপনি ব্যাক্তিগত ভাবে একক সদস্য হতে পারবেন না। আপনার সংগঠনকে রেজিষ্ট্রি করে আপনি আপনার টীম নিয়ে আসতে পারেন। সংগঠন টা রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক হলে হবে না। যে কোন কালাচারাল বা এসোসিয়েশন হলেও সদস্য হওয়া যায়। সেই এসোসিয়েশন এর রেজিষ্ট্রেশন থাকতে হবে, ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে এবং বছরব্যাপী একটিভিস থাকতে হবে, তখনই আবেদন করলে সদস্য পদ পাওয়া যায়। নির্বাহী কমিটি সদস্য পদ দেবার জন্য বসে থাকেন, অনেকেই সিষ্টেম ফলো করেন না।

ফোবানায় গেলে কি লাভ হয়? ফোবানায় তিনদিনে অনেক একটিভিটিস থাকে, সেখানে বিজনেস ডেভলেপমেন্ট এর সুযোগ ঘটে। নিজের বিজনেস প্রমোটের সুযোগ ঘটে। ফোবানায় বিজনেস লাউঞ্চ এর নানা ব্যাবসায়ীরা উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনা দেন। ফোবানার সাথে জড়িতরা সবাই আমেরিকার মুলধারার ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট চাকুরীজীবি, ফোবানায় নানা মতের ও পথের মিলন ঘটে। কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক, শিল্পীরা তাদের ভিউ একচেঞ্জ করেন। লেখকরা নতুন বই, শিল্পীরা সিডি নিয়ে উপস্থিত হন, একে অপরকে প্রমোট করেন। দিন রাত চলে গল্প গুজব ও নতুন শহরে আবিষ্কার করা।

তাই লেবার উইকএ্যান্ড এর এই ফোবানা কনভেশনে উপকৃত হবার সুযোগ থাকে, যারা এটাকে পজেটিভ হিসাবে নেন। যারা নানা প্যাকেজে আসেন তারা ফোবানাকে সহযোগীতাই করেন।

ফোবানা করতে কত খরছ হয়, এটা নিয়ে নানা দ্বিমত রয়েছে। কনভেনশনের ভ্যানুর উপর খরছ উঠানামা করে তবে ২৫০ হাজার থেকে সাড়ে তিনশত হাজার খরছ পড়ে। তবে এখন আমেরিকায় বাংলাদেশের স্টার শিল্পীরা থাকেন তাই অনেক কম খরছেও ফোবানা করার সুযোগ রয়েছে। ফোবানায় কি আয়েজকদের লাভ হয়, মুল কথা আয়েজক সংগঠন ফোবানার খরছ তুলে নিতে পারেন। তবে হোষ্ট কমিটির অনেকেই পুরো একটা বছর ভলান্টিয়ার হিসাবে সময়টা পরিবার থেকে দান করেন। এটা একটা বিরাট সেক্রিফাইজ। আমরা ফোবানার কীক অব গালা পার্টিতে যাই, সেখানে ফোবানার ফান্ড রাইজিং ও ভেন্যু আগাম দেখানো হয়।

এক সময় ফোবানায় আদম পাচারের অপপ্রচার ছিল। ফোবানা এখন কাউকেই তেমন স্পন্সর করে না, যাদের আমেরিকার ভিসা আছে তারাই শিল্পী বা গেস্ট হিসাবে থাকেন।

ফোবানা উত্তর আমেরিকার প্রবাসী দের নিকট লাইট হাউস।

ফোবানা স্বচ্ছতায় পরিচালিত একটি চম্যকার সংগঠন। উত্তর আমেরিকার শিল্পীরা ফোবানায় তাদের যোগ্যতা দেখানোর সুযোগ পান। ফোবানা একটি ব্র্যান্ড, সেটা আম্রেলা সংগঠন হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে।

ছোট হয়ে আসছে দুর্নীতিবাজদের পৃথিবী, পালাচ্ছে তারা

কাকন রেজা

প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদন নিয়ে আলাপ শুরু করি। 'সিঙ্গাপুর থেকে কেন অর্থ পাচারকারীরা চলে যাচ্ছেন', এমন শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। সিঙ্গাপুর অর্থ পাচারকারীদের জন্য একটি নিরাপদ দেশ ছিলো। বিশ্বের যত দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, আমলা, চোর-ডাকাতদের অর্থ লুকানোর তীর্থক্ষেত্র ছিলো সিঙ্গাপুর। কিন্তু এখন সেই সিঙ্গাপুরও বিরূপ আচরণ করছে এসব চোর-ডাকাতদের সাথে। অভিযান চলছে অবৈধ অর্থ-সম্পদের বিরুদ্ধে। ফলে চোরেরা পালাচ্ছে সিঙ্গাপুর থেকে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এই প্রতিবেদনের মূল ব্যাপারটি রয়েছে আরো পরে, যেখানে উপশিরোনাম করা হয়েছে, 'কেন সিঙ্গাপুর কঠোর হচ্ছে'। এই প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে অনেক জবাব, যে জবাবে আমাদের দেশের অর্থ পাচারকারীদের জন্যও সতর্কবার্তা রয়েছে। প্রথম আলো বলছে, 'অর্থের অবৈধ ব্যবহার সারা বিশ্বের জন্যই বড় মাথাব্যথা। জাতিসংঘের হিসাবে বিশ্বে অবৈধ অর্থপ্রবাহের পরিমাণ আট শ বিলিয়ন থেকে দুই ট্রিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বের মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) ২ থেকে ৫ শতাংশ।' আর আমাদের দেশের পাচারকৃত অর্থের যে পরিমাণ শোনা যায় তা জিডিপি'র কত অংশ সেটা বের করাও কঠিন কিছু নয়। আর যা বেরুবে তা আমাদের অর্থনীতির জন্য নিশ্চিত সুখকর নয়। সুখকর নয় সারা বিশ্বের কাছেও কারণ, একটি গোষ্ঠীর কাছে সম্পদের বিশাল অংশ এবং যা অবৈধ তাকুক্ষিগত থাকার ফলে বিশ্ব অর্থনীতি তার ভারসাম্য হারাচ্ছে। সুষম বন্টন হচ্ছে না কোন কিছুরই এবং এর জন্য দায়ী দুর্নীতিবাজ তথা চোরেরা। এরমধ্যে আমাদের দেশের চোরেরাও রয়েছেন। এরা সিদ্দিক চোরা নয় যে বলবে, 'ভুল হইয়া গ্যাছে ক্ষমা কইরা দেন'।

যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে আমাদের দেশে অনেক কথা হয়। কেন যুক্তরাষ্ট্র এত খড়গহস্ত তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বলি শোনেন। প্রথম আলো'র প্রতিবেদন থেকেই বলি, বারাক ওবামা ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য একটি আইন করেন, যে আইনে শুধু দেশের ব্যাংকে নয় বিদেশের ব্যাংকে জমা অর্থ-সম্পদের হিসেব দিতে হয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের। শুধু তাই নয় বিদেশী ব্যাংকগুলোও মার্কিন নাগরিকদের ব্যাংক হিসেব দিতে বাধ্য থাকবে এই আইনের আওতায়। 'ফরেন অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স অ্যাক্ট (এফএটিসিএ)' নামের এই আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধটা ঘোষণা করে গিয়েছিলেন বারাক ওমাবা। ২০১৪ সাল থেকে জি-২০ ও ওইসিডি'র সাথে যুক্ত দেশগুলোও ওবামার নীতি তথা মার্কিন নীতি অনুসরণ করা শুরু করে। নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারে তথ্য-আদান প্রদানের একটি প্রক্রিয়া গড়ে তোলে। সুতরাং যারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কেন আমাদের নিয়ে মাথা ঘামায়, তাদের কাছে প্রশ্ন করি, আমাদের দেশ থেকে লক্ষ কোটি টাকা কি পাচার হয়ে যায়নি? খোদ সরকার পাচারকৃত টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার তাগিদ দিচ্ছে। সরকারই স্বীকার করে নিয়েছে যে, টাকা পাচার হয়েছে। এটা কি দুর্নীতি নয়? এই টাকাগুলো দুর্নীতিলব্ধ নয়? তাহলে কেন যুক্তরাষ্ট্র মাথা ঘামাবে না? এই মাথা ঘামানোর ফলে সুইস ব্যাংকগুলো কিছুটা হলেও তথ্য দিতে বাধ্য হচ্ছে। না হলে আমরা জানতাম কোথা থেকে যে এক বছরেই দশ হাজার কোটি টাকা সুইস ব্যাংক থেকে তুলে নিয়েছে বাংলাদেশী চোরেরা।

প্রতিটি দেশই নিজের স্বার্থে অন্য দেশের ব্যাপারে নাক গলায়। যেমন ভারতের একটি বার্তা নিয়ে কথা হচ্ছে। ভারত বর্তমান সরকার প্রধানকে দুর্বল না করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে বলেছে, বার্তাটি এমন। এর সত্যতা বিষয়ে স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই করেনি ভারত। আমাদের সরকারের এক দায়িত্বশীল বলেছেন, ভারত তার নিজের স্বার্থেই একথা বলেছে। একদম ঠিক। প্রতিটি দেশই নিজের স্বার্থ চিন্তা করেই সবকিছু করে। অ্যামেরিকা বাংলাদেশে যা করছে তা নিজের স্বার্থ চিন্তা করেই। তবে ভারতের স্বার্থের সাথে তাদের স্বার্থের ফারাকটা হলো, তারা তাদের রাষ্ট্রীয়

নীতির বাস্তবায়ন ঘটাতে চায় আর ভারত সরকার দলীয় নীতির। কারণ ভারতের বর্তমান যে রাজনৈতিক অবস্থা তাতে বাংলাদেশের জনগণের বিশাল অংশের চাওয়ার বিরুদ্ধে সর্বমতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য হওয়া সম্ভব নয়। যেটা ভারতের শাসকদল বিজেপি'র সাথে হওয়া সম্ভব।

নির্বাচনের ব্যাপারে আসি। যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এবং ভিসানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে। যুক্তরাষ্ট্র যে সব দেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছে, নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, সেখানে সত্যিকার অর্থেই কি ভালো নির্বাচন হয়েছে? কম্বোডিয়া থেকে বেলারুশ, সবখানেই নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। আমাদের দুটো নির্বাচন নিয়েও কথা রয়েছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া তার একটি উদাহরণ। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন ১৫৩ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তখন কথা ওঠা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করার কোনো শক্ত যুক্তি নেই। যেমন বিএনপি সরকারের সময় ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে প্রহসনের নির্বাচন বলা হয়। কিন্তু সেই নির্বাচনকেও জাস্টিফাই করার রাস্তা রয়েছে। কারণ সেই নির্বাচনের পর সংসদের মূল কাজই ছিলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। তারপরেই সংসদ বিলুপ্ত হয়েছে। সেই সংসদকে ধরে রেখে সে সময়ের সরকার পাঁচ বছর টেনে নিয়ে যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে এটা বাংলাদেশের জন্য সত্যিকার অর্থেই স্বস্তিদায়ক নয়। কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায় আছে কি একটা অন্তর্ভূক্তিমূলক সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য? যারা এতে আপত্তি জানান, তারা কি নিশ্চয়তা দিতে পারবেন এমন একটা নির্বাচনের? পারবেন না, পরিবেশ এমন নির্বাচনের সহায়ক নয়। যুক্তরাষ্ট্রের অন্য স্বার্থ অবশ্যই রয়েছে। যারমধ্যে দুর্নীতিবাজদের অর্থ পাচার। যা বিশ্বের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। এটাও তাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। কারণ বিশ্বের অর্থনীতিকে শাসন করা দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। রয়েছে নিজেদের প্রভাবের স্বার্থও। যেমন ভারতের অনেক বড় স্বার্থ রয়েছে বাংলাদেশে। ভারত মূলত একটি ইউনিয়ন। বলতে পারেন সোভিয়েতের মত। ভারত ১৯৪৭ এর আগে কখনোই একটি এককরাষ্ট্র ছিলো না। আমরা যাকে ভারতবর্ষ বলে উল্লেখ করি, ১৯৪৭ এর আগে মূলত তা কোনো একক সত্তা ছিলো না। অনেকগুলো রাজ্য তা স্বাধীন বা করদ হোক সব মিলিয়েই ইংরেজদের শাসনে ছিলো। স্বাধীন রাজ্যগুলোরও ইংরেজদের কর দিতে হতো। এই যে আমরা বলি, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার কথা, সেটাই প্রমাণ করে, ভারতবর্ষ কোনো একক সত্তা নয়, ছিলো না। শুধুমাত্র ইংরেজরা এই ভূখণ্ড ছেড়ে যাবার পর ভারত-পাকিস্তান দুটি একক স্বতন্ত্র সত্তারূপে প্রকাশিত হয়। এদিক দিয়ে ইংরেজদের গালি'র সাথে সাথে ধন্যবাদও দিতে হয় বর্তমানের একক ভারত যা ইন্ডিয়া হয়ে উঠেছে তার অধিবাসীদের। অবশ্য ১৯৪৭ এর পরেও সিকিম, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিলো। লেন্দুপ দর্জির লোলুপতার কথা তো আমরা জানিই। জানি কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীন দেশ হায়দ্রাবাদকে অঙ্গীভূত করেছিলো। অন্য সাম্রাজ্যবাদের সাথে এই সাম্রাজ্যবাদের খুব কি পার্থক্য রয়েছে? সাম্রাজ্যবাদের ভয় থাকে নিজ সাম্রাজ্য বিলুপ্তির। বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে গেলে অন্যদের জন্য 'আইডল' হতে পারে।

যাকগে, শিবের গীত বাদ। আসি দুর্নীতিবাজদের কথায়, চোরদের কথায়। যারা দেশ থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ মূলত সিঙ্গাপুর, দুবাই, সুইটজারল্যান্ডের মতন দেশগুলোর ব্যাংকে জমা করেন। অনেকেই মলোয়েশিয়াতেও জমা করতেন। কিন্তু মালোয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাড়ে চার'শ কোটি ডলার হাওয়া হয়ে যাওয়ার পর মালোয়েশিয়া কিছুটা সতর্ক হয়ে ওঠে। সেই হাওয়া হয়ে যাওয়া অর্থের একটা ভাগ ওঠে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের ওয়ালেটেও। এই কেলেঙ্কারির ঘটনা উদঘাটন করে দেশটির গণমাধ্যম। মূলত গণমাধ্যমের কাজই তাই। যখন খোদ গণমাধ্যমই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন সম্ভাবনার প্রায় অনেকটাই তিরোহিত হয়। যখন গণমাধ্যমকর্মীরা অর্থ-সম্পদের কাছে বিক্রি হয়ে যান, তখন মানুষের সর্বশেষ রাস্তার একটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর খোলা থাকে বিচার-বিভাগ। সে নিয়ে আর না বলি, বলাটা বিপজ্জনক বলে। মালোয়েশিয়া ও তার জনগণ রক্ষা পেয়েছে গণমাধ্যম এবং বিচার-বিভাগ দুটো পথই তাদের সমুখে খোলা ছিলো বলে।

মালোয়েশিয়ার মতন সিঙ্গাপুরও নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে। আরও কঠোর ও কঠিন আইন করছে সিঙ্গাপুর। জাল তথ্য ও কাগজপত্র দিয়ে সিঙ্গাপুরের ব্যাংকে দুর্নীতিলব্ধ পাচারকরা অর্থ জমানোর দিন শেষ হয়ে আসছে। তাই পাচারকারীরা সিঙ্গাপুর থেকে পালাচ্ছে। যেমন পালাচ্ছে সুইটজারল্যান্ড থেকে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তো আমাদের দেশের অনেক পাচারকারী ইতোমধ্যে পাততাড়ি গুটিয়েছেন। সবকিছুই যখন অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন প্রকৃতিই প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। এই যে গুটিকয়েক মানুষের হাতে বিশ্বের সম্পদের মূল অংশ, তাতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ভয়াবহ ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে দেশগুলোর অর্থনৈতিক দুর্যোগ সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। যেটা উপলব্ধি করা গেছে করোনাকাল ও তার পরবর্তীতে। তাই বাধ্য হয়েই দেশগুলোকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হচ্ছে।পালাচ্ছে দুর্নীতিবাজরা। এটাও প্রকৃতির প্রতিশোধ। এই প্রতিশোধের হাত থেকে কারোরই নিস্তার নেই।

দুর্নীতি বিরুধী লড়াইয়ের বাংলাদেশের এখনই বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টায় শরীক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে

দেলোয়ার জাহিদ

একটি ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন, দেশের বৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য । দেশে দেশে যেকোনো বড় আকারের প্রকল্পগুলির সাথে প্রায়ই দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাব এবং পরিবেশগত অবনতির বিভিন্ন উদ্বেগ উঠে আসে। এই চ্যালেঞ্জগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে, যুক্তরাষ্ট্র 'ব্লু ডট নেটওয়ার্ক'-এ তার নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন এবং টেকসই অবকাঠামোর প্রচারে একটি সক্রিয় মার্কিন নেতৃত্বাধীন অবস্থান।

মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত বাংলাদেশ নিজস্ব ন্যাশনাল রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট দেখা গেছে, "বিদেশে অর্থ পাচার সর্বোচ্চ [মানি লন্ডারিং] একটি হুমকির কারণ"। মানি লন্ডারিং-বিরোধী মানদণ্ডে ক্রমাগত ত্রুটি এবং ফাঁকগুলি অবৈধ অভিনেতাদের বিদেশে অর্থ পাচারের জন্য বিভিন্ন বিকল্প সরবরাহ করে। সরকার, আইন প্রয়োগকারী, নিয়ন্ত্রক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজের উচিত অবৈধ আর্থিক প্রবাহ অবদান রাখে এমন পদ্ধতিগত সমস্যাগুলির সমাধান করা। লেনদেনের তহবিলের উৎস গুলো তদন্ত করা এবং জাতিসংঘের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কনভেনশন (UNCAC) স্বাক্ষরকারীদের সাথে তদন্তের সমন্বয় করা। অর্থ পাচার কমাতে কাজ করার মাধ্যমে, ব্যাংক, সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সুশীল সমাজ গোষ্ঠীগুলি ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং তাদের আন্তর্জাতিক সুবিধা দাতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং দুর্নীতি, সহিংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।

দুর্নীতি বিরোধী লড়াইয়ে সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ মানি লন্ডারিং এবং জালিয়াতির অভিযোগে ১০ জন বিদেশী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে, একটি বিস্তৃত অভিযানের পর যার ফলে প্রায় $১ বিলিয়ন ($৭৩৭মিলিয়ন) সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। সিঙ্গাপুর জুড়ে পরিচালিত সিঙ্ক্রোনাইজ অভিযানের সময় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা সম্পদের মধ্যে রয়েছে নগদ অর্থ, রিয়েল এস্টেট, বিলাসবহুল যানবাহন, উচ্চ মূল্যের জিনিসপত্র, ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং ভার্চুয়াল সম্পদের তথ্য সম্বলিত নথি। ৯৪টি সম্পত্তি এবং ৫০টি গাড়ির উপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ আরোপ করা হয়েছে, যার মূল্য $৮১৫ মিলিয়নেরও বেশি। আটককৃত বিদেশী, যাদের বয়স ৩১ থেকে ৪৪ বছর, তারা চীন, তুরস্ক, সাইপ্রাস, কম্বোডিয়া এবং নি-ভানুয়াতু সহ বিভিন্ন দেশের

ব্লু ডট নেটওয়ার্কের ব্যাপক জোর দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সম্প্রদায় ও অর্থনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা নিশ্চিত করতে অবকাঠামো প্রকল্প-গুলিতে উচ্চ মানের প্রচারের উপর রয়ে গেছে। উদ্যোগের সাফল্য এবং বিশ্বাসযোগ্যতা এই মানগুলি বজায় রাখার এবং প্রকল্পের গুণমান এবং প্রভাবের ক্ষেত্রে বাস্তব ফলাফল প্রদর্শন করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

বাসিন্দা। সিঙ্গাপুরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সম্ভাব্য কলঙ্কিত তহবিলের সাথে যুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, যদিও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়নি।

'ব্লু ডট নেটওয়ার্ক'- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং বিশ্বব্যাপী স্বচ্ছ, টেকসই, এবং জবাবদিহিমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের প্রচারে তার প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়। এর প্রভাব এবং দক্ষতার ব্যবহার করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশ্বব্যাপী কাঠামো গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে দেশগুলো তাদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে অখণ্ডতা এবং নৈতিক অনুশীলনকে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করে যেহেতু 'ব্লু ডট নেটওয়ার্ক' ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে এবং গতি অর্জন করে, এটি আন্তর্জাতিক উন্নয়নের ল্যান্ডস্কেপ রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখে, এমন একটি বিশ্বকে উৎসাহিত করে যেখানে দুর্নীতি হ্রাস করা হয় এবং অগ্রগতি বিশ্বাস ও দায়িত্বের ভিত্তির উপর নির্মিত হয়। 'ব্লু ডট নেটওয়ার্ক' হল একটি বহু-স্টেকহোল্ডার উদ্যোগ যা বিশ্বব্যাপী মানসম্পন্ন অবকাঠামো প্রকল্পগুলিকে উন্নীত করতে চায়, স্থায়িত্ব, স্বচ্ছতা এবং অখণ্ডতার উপর দৃঢ় জোর দিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের মধ্যে একটি সহযোগিতা হিসাবে কল্পনা করা, এই নেটওয়ার্কের লক্ষ্য হল অবকাঠামো প্রকল্পগুলির জন্য একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সার্টিফিকেশন সিস্টেম স্থাপন করা যা উচ্চ মান, পরিবেশগত দায়িত্ব এবং সামাজিক প্রভাব মেনে চলা।

ব্লু ডট নেটওয়ার্কের ব্যাপক জোর দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সম্প্রদায় ও অর্থনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা নিশ্চিত করতে অবকাঠামো প্রকল্পগুলিতে উচ্চ মানের প্রচারের উপর রয়ে গেছে। উদ্যোগের সাফল্য এবং বিশ্বাসযোগ্যতা এই মানগুলি বজায় রাখার এবং প্রকল্পের গুণমান এবং প্রভাবের ক্ষেত্রে বাস্তব ফলাফল প্রদর্শন করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যদিও ব্লু ডট নেটওয়ার্কের প্রচার এবং বাস্তবায়নে রাজনৈতিক উপাদান জড়িত থাকতে পারে, এর মূল উদ্দেশ্য হল দুর্নীতি এবং বৈশ্বিক অবকাঠামো প্রকল্পগুলিতে স্বচ্ছতার অভাব সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা। গুণমান এবং স্থায়িত্বের উপর নেটওয়ার্কের ফোকাস সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রভাব নির্বিশেষে আন্তর্জাতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে তার প্রচেষ্টার ভিত্তি হিসাবে কাজ করা । চলমান দুর্নীতি বিরুধী লড়াইয়ে বাংলাদেশের এখনই বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টায় শরীক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াই করেছন তার উত্সর্গ প্রদর্শনের উদাহরণ অন্যান্য জাতির জন্য ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং দেশের উন্নয়ণ ও অবকাঠামোর গুণমান এবং অখণ্ডতার ক্ষেত্রে শীর্ষে যাওয়ার দৌড়কে ও উত্সাহিত করো বাংলাদেশকে যেকোনো চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার শক্তি ও সামর্থ রাখে তা প্রমান করতে হবে.

সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে আপনার লিভিংরুম যেভাবে সাজাতে পারেন

এইচ বি রিতা

একটি লিভিংরুমকে সুন্দর করা একটি শিল্পের বিষয়। আমাদের লিভিংরুম মূলত এমন একটি বসার জায়গা যেখানে আমরাদিনের অনেকটা সময় ব্যয় করি। তাই লিভিংরুমটি আমরা এমনভাবে সাজাতে পারি যা আরামদায়ক এবং আমন্ত্রণমূলক হতেপারে। আপনি যদি লিভিংরুমের পুনর্গঠন বিবেচনা করে থাকেন, তবে এর জন্য কয়েকটি সহজ পদক্ষেপ রয়েছে যা আপনারলিভিংরুমটিকে কেবল সুন্দরই দেখাবে না বরং স্থান এবং প্রাকৃতিক আলোকে সর্বাধিক করার জন্য ভালভাবে ডিজাইন করতেসহায়তা করবে।

দেয়াল পুনরায় রঙ করা আপনার বসার ঘরটিকে সুন্দর করার একটি দুর্দান্ত উপায়। অনেক লিভিং রুমে পেইন্ট আইডিয়া রয়েছেযা শুধুমাত্র আপনার ঘরটিকে পুনরুজ্জীবিত করবে না বরং বর্তমান সাজসজ্জায় পুরো ঘরটিকে একটি নতুন আলোতে দেখতেসাহায্য করবে। হোমস অ্যান্ড গার্ডেনের প্রধান লুসি সিয়ারলের মতে, "যদি আপনার ঘরটি নর্থ ফেসিং হয় যেখানে উষ্ণতারইঙ্গিত রয়েছে তবে, তবে আপনার ঘরে প্রাকৃতিক আলো দিতে পারে এমন একটি পছন্দের রঙ নির্বাচন করতে পারেন।"

ক্রাউন-এর সিনিয়র ডিজাইনার জাস্টিনা কর্কজিনস্কা-এর মতে, "আপনার রুমের সোফা বা ডেস্ক—এর পিছনে একটি জায়গায়আলাদা জোন তৈরি করতে গাঢ় রঙে আঁকা বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি পেইন্টিং তৈরি করতে পারেন।"

আয়না দিয়ে সাজানো যেকোন লিভিং রুম দেখতে সুন্দর লাগে। আয়না একটি দুর্দান্ত ডিজাইন বৈশিষ্ট্য যা যেকোনো ঘরেরচেহারা পরিবর্তন করতে পারে। বিভিন্ন আকৃতির আয়নার একটি গ্যালারি তৈরি করতে পারেন, প্রতিবিম্বিত শিল্পের একীকরণতৈরি করার জন্য প্রাচীন জিনিসগুলো অর্থাৎ অ্যান্টিক আয়না ব্যবহার করতে পারেন। আয়নাগুলো কোথায় ঝুলিয়ে রাখতে হবেতাও ভাবতে হবে। আয়না জানালার পাশে রাখলে বেশিরভাগ আলো প্রতিফলিত হবে। যদি ঘরে ফায়াসপ্লেস থাকে তবে এটিআয়নার জন্য সবচেয়ে ভালো প্রাকৃতিক একটি জায়গা হতে পারে।

আপনার ঘরটিকে আলোকসজ্জার রূপ দিতে টেবিল ল্যাম্প ব্যবহার করতে পারেন। দেয়ালের জন্য অ্যাকসেন্ট লাইট ব্যবহারকরা যেতে পারে যা আলংকারিক উপাদান যেমন শিল্পকর্ম বা প্রত্নবস্তুগুলিকে হাইলাইট করতে কাজ করবে।

অ্যান্ড্রু মার্টিনের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন ওয়ালার বলেন, "লাইটিং হলো ইন্টেরিয়র ডিজাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির মধ্যেএকটি কারণ এটি একটি ঘরের চেহারা এবং অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে পারে। ঘরকে নমনীয় এবং বহুমুখী করতেলেয়ার লাইটিং করুন এবং একাধিক আলোর উৎস ব্যবহার করুন।"

এছাড়া, লিভিং রুমের অ্যান্টিক ঝাড়বাতি আপনার ঘরটিকে আরো নান্দনিক ও বিলাসবহুল সম্পন্ন করে তুলতে পারে। সোফারপাশে বা কোণে ঝাড়বাতিগুলি ঘরটিকে আরো সুন্দর করে তুলবে।

আপনার লিভিংরুমে বসার সোফাটি মূলত পুরো কক্ষের মধ্যে চোখে লাগার মতো একটি সৌন্দর্য। আপনার বসার ঘরের বাকিঅংশটি যতই সুন্দর হোক না কেন, আপনার সোফা যদি নিখুঁত না হয় তবে পুরো রুমটি অসংলগ্ন এবং সমন্বয়হীন

আপনার বসার ঘরকে সুন্দর করে তোলার সর্বোত্তম উপায় হল ঘর পরিষ্কার করা। বিশৃঙ্খলতা হ্রাস-স্থানটিকে আরো উজ্জ্বল করবে। সেই সাথে বসার ঘরে প্রাকৃতিক আলোর পরিমাণ বাড়ানো ঘরটিকে আরো বেশি সুন্দর করার একটি উপায়।

লাগবে। তাইবসার ঘরটিকে আরও আধুনিক করতে, একটি টেক্সচার যোগ করতে সোফা এবং একটি আর্মচেয়ার বেছে নিতে পারেন।অল্পমূল্যে একটি লেদার আর্মচেয়ার নির্বাচন করতে পারেন এবং পছন্দমত কক্ষের অন্যান্য জিনিসের সাথে মিলিয়ে একটিমখমল, ফেব্রিক সোফা সাথে জুড়তে পারেন। সোফায় কিছু নরম ফেব্রিক বা মখমলের কুশন রাখুন। আসলে বসার ঘরেবিলাসবহুল জিনিসগুলো ঘরের নকশা বদলে দিতে পারে। ভেলভেট, মার্বেল এবং ধাতুগুলি সবই জমকালো উপকরণ যাআপনার বসার ঘরটিকে একটি বিলাসবহুল চেহারা দেবে। বিলাসবহুল সামগ্রীর জন্য আপনার ব্যাঙ্ক ভাঙ্গতে হবে না। আপনারকাঠের কফি টেবিলে একটি মার্বেল ট্রে, ফেব্রিক বা লেদারের সোফায় কয়েকটি মখমলের কুশন অল্প খচরেই রাখতে পারবেন।

ফুল সবসময় ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায়। ঘরকে আলোকিত করতে এবং প্রাণবন্ত করতে ফুলগুলি তাৎক্ষণিকভাবে আপনার বসারঘরকে সুন্দর করে তোলার একটি দ্রুত এবং সাশ্রয়ী উপায়। সেরেনাটা ফ্লাওয়ারসের এর পণ্যপ্রধান সুজি উললে বলেন, "নতুনফুলেরগুচ্ছ হলো রঙ এবং গন্ধের তাৎক্ষণিক ইনজেকশন যা দিয়ে আপনার বসার ঘরটি আপডেট করা একটি সহজ উপায়।তাছাড়া তাজা সিজনাল ফুল ব্যবহার করা আপনার মেজাজে গভীরভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।"

প্রাচীন জিনিস দিয়ে ঘর সাজানো মানে আপনার ঘরটি আরো সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যময় হয়ে উঠা। প্রাচীন আইটেমগুলির পাওয়া বাকেনা অপ্রতিরোধ্য হতে পারে কিন্তু একবার আপনি খুঁজে পেলে, হয়তো সেগুলো কেনা অসম্ভব কিছু নয়। নিলামেও প্রাচীনজিনিস বিক্রি হয়। আপনি যদি প্রাচীন জিনিস কেনার ক্ষেত্রে নতুন হোন তবে কীভাবে প্রাচীন জিনিসের কেনাকাটা করতে হয়, তার জন্য প্রচুর বিশেষজ্ঞ শীর্ষ টিপস পাবেন অনলাইনে, যা আপনাকে আপনার পথে যেতে সাহায্য করবে।

আপনার বসার ঘরকে সুন্দর করে তোলার সর্বোত্তম উপায় হল ঘর পরিষ্কার করা। বিশৃঙ্খলতা হ্রাস-স্থানটিকে আরো উজ্জ্বল করবে। সেই সাথে বসার ঘরে প্রাকৃতিক আলোর পরিমাণ বাড়ানো ঘরটিকে আরো বেশি সুন্দর করার একটি উপায়।দেয়াল সাদা করা, গ্লাসযুক্ত জানালা, আয়নার সংখ্যা বাড়ানো এবং জানালার আকার প্রসারিত করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমেপ্রাকৃতিক আলো বাড়ানো যায়।

এছাড়াও, হালকা রঙের আসবাবপত্র নির্বাচন করতে পারেন। লম্বা, গাঢ় আসবাবপত্ত আলোকে অবরুদ্ধ করে এবং শোষণ করে।পর্দার ক্ষেত্রেও একই কথা: ভারী, গাঢ় পর্দা বসার ঘরকে আরও গাঢ় এবং ছোট করে তুলে। সেই সাথে ঘরে সুগন্ধিযুক্ত ক্যান্ডলব্যাবহার করতে পারেন যা আপনার ঘরটিকে একটি হালকা আমেজ দিবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে ঘরে জেরানিয়াম রুম ফ্রেশনারব্যবহার করি।

লিভিংরুমে সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় টিভি বসাতে না পারলে সেটা ঘরের সৌন্দর্য ব্যাহত করতে পারে। সেক্ষেত্রে দেয়ালেফ্রেমযুক্ত টিভি লাগাতে পারেন। কিংবা আধুনিক টিভি স্ট্যান্ড ব্যবহার করতে পারেন।

লিভিংরুম যুক্তিযুক্তভাবে আমাদের বাড়ির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুম। এখানে আমরা বেশিরভাগ সময় ব্যয় করি। অতিথিদেরসাথে মেলামেশা করা থেকে পরিবারের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যময় আরামদায়ক সময়টুকু লিভিংরুমেই কাটে। তাই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টাকরতে পারি নিজ চাহিদা মতো লিভিংরুমটিকে সুন্দর, গেছানো ও চমকপ্রদ করে তোলার।

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

শোকাবহ আগস্ট
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের
শহীদগণ সহ ১৫ই আগস্টের সকল শহীদদের প্রতি
বিনম্র শ্রদ্ধা

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের স্পন্দনে
হে জাতির পিতা, তুমি আছো, তুমি রবে চিরকাল

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

দেশ একটি মানচিত্র, যা নির্দিষ্ট ভূমি, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠানকে ধারণ করে। সেই মাতৃভূমি ছেড়ে যখন কেউ জীবিকার আশায় ভিন্ন দেশে বসবাস শুরু করে, তখন তাকে ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতোই মনে হয়। নিত্যকার সংগ্রামের সাথে লড়তে গিয়ে কখনোই বিদেশকে আপন ভাবতে পারে না। মন পড়ে থাকে স্বদেশে পরিবার পরিজনের সাথে। দুই ধারার বিপরীত স্রোতে ভাসতে ভাসতে প্রতিমুহূর্তে মানুষ এগিয়ে চলে সামনের দিকে। ফেলে আসা জীবনের সাথে বর্তমান জীবনের সাপলুডু খেলায় প্রবাসীরা হার মেনে নিয়ে অনেক সময় জিতে যায়। এইরকম টানাপোড়েনের দুটো গল্প রয়েছে উত্তরের জনপদে। প্রবাশ জীবনের সত্য কাহিনী। গল্পগুলো সাজিয়েছেন **ফরিদা ইয়াসমিন এবং সোহানা নাজনীন**

একটি মানচিত্রের ছবি

ওদের কারো নাম মোহাম্মদ, কারো নাম মোস্তফা, কারো নাম আব্দুল্লাহ। ওরা সবাই মুসলিম, এসেছে আফ্রিকা থেকে। কেউ ঘানা, কেউ নাইজেরিয়া কেউবা সুদান থেকে। ওরা সবাই খেটে খাওয়া মানুষ। ওরা কাজ করে পথে- প্রান্তরে, ফুটপাতে। ওরা সবাই কৃষ্ণাঙ্গ। ওদের সবাই হতদরিদ্র কিন্তু চোখে মুখে আশ্চর্যরকম আত্মপ্রত্যয়ী ভাব তাদের।

কথা বলছিলাম এরকমই ক'জন মানুষের সাথে। ওরা ব্যাগ আর চশমার পসরা সাজিয়ে বসেছে ম্যানহাটনের ফুটপাতে। দারুণ সুন্দর সব ব্যাগ আর চশমা ওরা বিক্রি করছে। বিক্রি করছে লুই ভুটান, ডলসে গাবানা কিংবা কেলভিন ক্লেইন এর মত নামকরা সব ব্রান্ডের ব্যাগ। দাম জিজ্ঞেস করতেই বলছে ৬০ ডলার, ৫০ ডলার কিংবা ৪০ ডলার! অবাক হয়ে বলি এগুলো ব্রান্ড নেইম জিনিস, তবে এত সস্তা কেন? আশ্চর্যরকম সরলতায় ওরা উত্তর দেয়, এগুলো আসল নয় নকল। আসলগুলোর দাম $৯০০. $৪০০, $২০০।

ওদের কারোই কাগজপত্র নেই, নেই বৈধভাবে থাকার পার্মিশন! তবুও ওরা এদেশে নানাভাবে আঁকড়ে পড়ে রয়েছে! জিজ্ঞেস করলাম একজনকে, এই যে এভাবে কষ্ট করে দিনযাপন করছো, তুমি কী ভালো আছো?

বলল, দেশে কিছু ডলার পাঠাতে পারছি। বৌ-বাচ্চা, মা-বাবা সেটা দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারছে, মন্দ কি?

বুঝতে পারি চরম দরিদ্রতা থেকে মুক্তির জন্যই নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দিয়েছে এদেশের কষ্টের সাথে, অপমানিত জীবনের সাথে!

কেউবা জানায় আসার সময় বৌ'টা প্রেগন্যান্ট ছিল। ক'মাস পরে বাচ্চা হয়েছে। কিন্তু বাবা হিসাবে সে বাচ্চার মুখ আজ পর্যন্ত দেখতে পারেনি, সুখে-দুঃখে একসাথে থাকা হয়নি। হয়তো অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার মুখ দেখাতে পেরেছে পরিবারকে সামান্য ক'টা ডলার পাঠিয়ে।

ওদের সাথে কথা বলতে আমার যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। কারণ ওরা কেউ-ই ইংরেজি বুঝতে পারে না। সামান্য কয়েকটা শব্দ, আকার ইঙ্গিতে এভাবেই ওদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। আবার কথা বলতে ওরা ভয়ও পায় কারণ ওদের তো আইনি কোন কাগজপত্র নেই। তবে ওদের আশ্বস্ত করি আমি, কারণ ওদের সাথে আমার প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়। আমার কাজের জায়গায় আশেপাশে ওদের ফুটপাতে বিক্রির জীবন। প্রতিদিনই আসা -যাওয়ার পথে হাসি দিয়ে হাই হ্যালো বলি। সে হিসেবে আমার অনেক পরিচিত ওরা।

মোস্তফার কাছে জানতে চাই, তুমি থাকো কোথায়? পরিবার থেকে দূরে কিভাবে থাকো?

উত্তরে বলে, সিস্টাস! এই যে আশেপাশে যাদেরকে দেখছো, আমরা সবাই একসাথে একটা বেসমেন্টে থাকি। আমরা সবাই মুসলিম আমরা ভাই ভাই। একসাথে থাকি, একসাথে রান্না করি, একসাথেই খাই।

আশ্চর্যরকম সহজ সরল জীবন ওদের। জীবনের কাছে ওরা কিছুই চায় না, শুধু একটু আর্থিক স্বচ্ছলতা ছাড়া। ওদের কাছে জীবনের বিনোদন দেশে টাকা পাঠানো। ওদের কাছে জীবন মানে ফোন করে প্রিয়জনের হাসির শব্দ শোনা। ওদের কাছে জীবন মানে ফোন করে বাবা-মায়ের সুখী কণ্ঠস্বর শোনা। ওরা আশ্চর্য রকমের ধর্মভীরু! ম্যানহাটনের মতো কর্মব্যস্ত জীবনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে নির্বিঘ্নে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করছে। ওরা জানায় আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কিছু চাইবার নেই আমাদের। এখানে এসেছি তাও তো আল্লাহর ইচ্ছায়। তাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে আমরা কখনো ভুল করি না।

ওদের ভিতর আবাদু একটু তরুণ। ওকে বলি, দেশের জন্য মন খারাপ লাগে?

উত্তরে আবাদু উদাস হয়। বলে, হ্যাঁ! মনটা খারাপ হয়। দেশে আমার প্রেমিকাকে রেখে এসেছি। ওর জন্য মনটা বড় পোড়ায়। উদাস কণ্ঠে আবাদু আরো বলে, কবে দেশে যাব জানি না। আমার প্রেমিকার যদি বিয়ে হয়ে যায় তাও আমি কিছু করতে পারবো না! এই কষ্টটা আমাকে সারাক্ষণ কুঁড়ে কুঁড়ে খায়!

মোহাম্মদ, মোস্তফা, আব্দুল্লাহ এবং আবাদুর মত আরো অনেকেই যেন একটা মানচিত্রের ছবি। যে মানচিত্রে শুধু পয়সা উপার্জন করে দেশে পাঠানোই সারকথা। নিজের সুখ দুঃখ বলে কিছু নেই, আছে শুধু প্রত্যাশা প্রিয়জনের হাসি মুখ।

এই জনপদের পক্ষ থেকে ওদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। ওরা ভালো থাকুক, প্রিয়জনের হাসিমুখের সাথে ওদের মুখে ও হাসি ফোটে উঠুক। ওদের জীবনও সুন্দর হোক এই কামনা রইল।

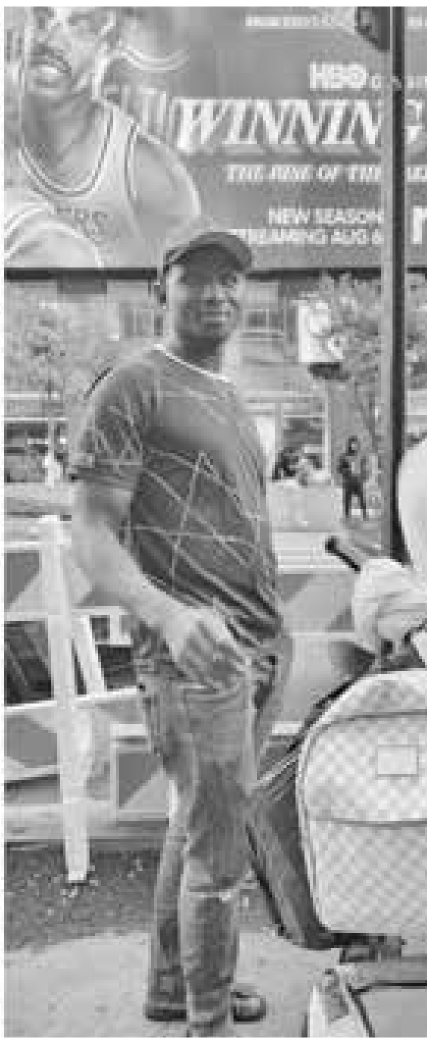

তাদের আবেগ অনুভূতি থেঁতলে যায় আমাদের প্রয়োজনে

আমার পাশের বাসার একজন বয়স্ক মহিলাকে প্রায় সময়ই বাড়ির সামনে হাঁটতে দেখি। বিশেষ করে বিকালের দিকে। তিনি একাই হাঁটেন। আমার জানালা দিয়ে দেখা যায় তাকে। মাঝেমাঝে আমিও হাঁটতে বের হই। তখন উনার সাথে কথা হয়। এভাবেই এক সময় আমাদের মাঝে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠে। মাঝেমাঝে উনি হাতে করে আমার জন্য পিঠা বা পুরি নিয়ে আসেন।

একদিন ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মাঝে জানালায় যেতেই দেখি, উনি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে কোনো ছাতা নেই। অবাক হলাম। বয়স্ক মানুষ, যদি জ্বর ঠান্ডা লেগে যায়! ডাকলাম, আন্টি! কী করছেন? ভিজে যাবেন তো?

তিনি হেসে তাকালেন। বললেন, এমনি দাঁড়িয়ে আছি মা।

বললাম, বাসায় আসেন, চা খাই। গরম পুরি ভাজছি।

তিনি মিনিট দুয়েকের মধ্যেই চলে এলেন। গায়ের কাপর কিছুটা ভেজা। টাওয়াল দিলাম। তারপর বসতে দিয়ে উনাকে চা করলাম, ডাল পুরি ভাজলাম। লিভিংরুমের টেবিলে সব একসাথে রেখে বাংলা টিভি চ্যানেল অন করে দিলাম। কথা বলতে শুরু করলাম। একপর্যায়ে বুঝতে পারলাম, উনার মন আজ কোনো কারণে বিধ্বস্ত। কম কথা বলছেন তিনি। এদিকে ইতোমধ্যে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বললাম,

-আন্টি! আপনি যে বাইরে আছেন, তা কী আপনার বাসায় জানে?

-কি জানি।

-আপনার কি আজ মন খারাপ আন্টি?

-না গো মা। মন খারাপ না। আমার মন বলে কিছু আছে?

বুঝতে অসুবিধা হলো না সত্যিই আজ উনার মন খারাপ। তারপর চা আর পুরি শেষ করলাম দু'জনে মিলে।

হঠাৎ তিনি আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, আমি দেশে চলে যেতে চাই। এখানে থাকতে চাই না। কিন্তু ছেলে আর ছেলের বৌ আমাকে দিচ্ছে না। আমি কি করি বলো তো?

বললাম, কেন দেশে চলে যেতে চাচ্ছেন?

তিনি একটু চুপ হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি কাউকে বলবা না তো?

জি না আন্টি। বলব না। আপনি বলেন।

তারপরই তিনি বলতে শুরু করলেন আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। উনার কথা শুনতে শুনতে আমারও মন খারাপ হতে লাগল। কিন্তু কী করার আছে? আমি প্রতিবেশী। সান্ত্বনা দেয়া ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি!

প্রতিবেশী মহিলার বয়স প্রায় ৭০ এর কাছাকাছি। উনার ছেলে উনাকে এদেশে এনেছেন চার বছর আগে। এর মধ্যে উনার দেশে যাওয়া হয়নি। দেশে উনার আরো চারজন ছেলেমেয়ে আছে। সবাই বিবাহিত। আর্থিকভাবে মোটামোটি খেয়ে পরে চলার মতো অবস্থা।

উনাকে আনার পর নাকি অনেকবার ডাক্তারদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। একদিন এক নার্স আসে বাসায়। কি কি জানতে চান নার্স। হাঁটতে বলেন, দাঁড়াতে বলেন। ইংলিশ তিনি বুঝেন না। ছেলের বৌ নার্সের সাথে কথা বলেন। বৌ উনাকে শিখিয়ে দেন যেন নার্সের সামনে কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটেন। তিনি তা-ই করেন। তার কিছুদিন পর উনার জন্য হোম সার্ভিস নেয়া হয়। সেই চাকরি তার ছেলের বৌ করছে। উনি সাইন করতে পারেন না তাই ছেলেই সাইন করলেন কাগজে। এটি দের বছর আগের কথা। সেই থেকে প্রতি সপ্তাহে ছেলে আর ছেলের বৌ একটা চেক পান। কত অর্থ পান, তা তিনি জানেন না। এই অর্থ দিয়ে তারা কী করে, সেটা একদিন তিনি নাকি জানতে চেয়েছিলেন। তখন ছেলে বেশ রাগ হয়। ছেলের বৌ নাকি বলেছেন, তার চিকিৎসার জন্য টাকা নেন সরকারের কাছ থেকে। কিন্তু তিনি কোনক্রমে অন্য প্রতিবেশীর কাছ থেকে জানতে পেরেছেন, প্রতি সপ্তাহের চেক-এ ভালো একটা অর্থ দেয়া হয় তাকে সেবা দেয়ার বদৌলতে।

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে আমারও চোখ ভিজে উঠল। উনার কুঁচকানো বাদামি চামড়ার হাতটির স্পর্শ অনুভব করতে লাগলাম। উনার শেষ বাক্যটি বার বার কানে বাজতে লাগল, "আমি দেশে চলে যাবো গো মা।

তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, এই দেশে বয়স্কদের চিকিৎসার জন্য কি অনেক টাকা লাগে?

বললাম, না। আপনি কাজ না করলে আপনার সব চিকিৎসা ফ্রি।

তাহলে যে ওরা টাকা নেয়? শুনলাম আমাকে সেবা দেয় বলে টাকা পায়। কিন্তু আমাকে তো থাকা খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না। কাপর জুতা সব দেশ থেকে আনলাম। বিষ বেদনায় থাকি, আমাকে তো একটু মালিশ করেও দেয় না। উল্টা নাতনিকে দেখতে হয়। আমি দেশে চলে যাবো গো মা। এই বয়সে এতো কিছু ম্যানেজ করতে পারি না। বড় অসহায় লাগে।

বলতে বলতে উনার চোখে আবারো পানি ঝরছিল। আমার খুব মন খারাপ লাগছিল। বললাম, আন্টি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চলেন বাড়ি পৌঁছে দিই।

তারপর, উনার হাত ধরে উনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম।

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে আমারও চোখ ভিজে উঠল। উনার কুঁচকানো বাদামি চামড়ার হাতটির স্পর্শ অনুভব করতে লাগলাম। উনার শেষ বাক্যটি বার বার কানে বাজতে লাগল, "আমি দেশে চলে যাবো গো মা। এই বয়সে এতো কিছু ম্যানেজ করতে পারি না। বড় অসহায় লাগে।"

প্রবাসজীবন আমাদের কঠিন এক জীবন। এখানে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যেতে হয়। সরকারী নানা সুযোগ সুবিধা রয়েছে এদেশে। কঠিন কাজের ফাঁকে যদি কিছু সুযোগ সুবিধা আমরা পাই, তাতে সমস্যা হবার কথা নয়। কিন্তু, সেই সুযোগ সুবিধা নিতে গিয়ে আমাদের বয়স্ক পিতা মাতাদের কী আমরা মানসিক নির্যাতন করছি না? তাদের আবেগ অনুভূতিগুলোকে কী থেঁতলে দিচ্ছি না?

আবুল মনসুর আহমদ প্রিয় পূর্বসূরি

মারুফ ইসলাম

নিদানের কালে পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক তালাশ করতে হয়, তাতে কখনো কখনো সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এমনই এক নিদানের কালের নাদান বাচ্চা যে, কত অনায়াসে প্রিয় পূর্বসূরিদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি। একজন আবুল মনসুর আহমদ, আমাদের সেরকমই এক প্রিয় পূর্বসূরি, যাঁকে আমরা স্রেফ বিসিএস পরীক্ষার্থীদের ঠোঁটের আগায় বন্দী করে ফেলেছি। আমাদের প্রজন্মের প্রায় প্রতিটি 'বিসিএস-তরুণ' তাঁর নাম ও 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইয়ের নাম মুখস্থ করে ফেলেছে শুধু বিসিএস পরীক্ষায় একটি নম্বর পাওয়ার আশায়। এর বাইরে আবুল মনসুর আহমদ সম্পর্কে তাঁরা আর কিছুই জানে না! কী দুর্দৈব! কত হতভাগ্য এই প্রজন্ম!

আবুল মনসুর আহমদের নানা পরিচয়। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সংস্কারক। কোনো পরিচয়ের চেয়ে কোনো পরিচয় ছোট নয়। প্রতিটি পরিচয় স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি জ্বলজ্বলে তারকা। তবু কবুল করতেই হয়, এসব পরিচয়ের মধ্যে তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ই সব থেকে উজ্জ্বল। এবং অতি অবশ্যই আরও একবার স্বীকার করে নিতে হবে যে, সাহিত্যিক পরিচয়ের মধ্যে তিনি আবার 'ব্যঙ্গ সাহিত্যিক' হিসেবে বিরল, ব্যতিক্রম।

বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ব্যঙ্গ সাহিত্যের সূত্রপাত বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে। তিনি তাঁর কালোত্তীর্ণ চরিত্র কমলাকান্তকে তৈরি করেছিলেন বিদেশি স্যাটায়ার সাহিত্যের আদলে। কমলাকান্ত প্রভূত রস বিলিয়েছে বাঙালি পাঠক মনে, সন্দেহ নেই। এরপর যদ্দুর জানা যায়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য মহোদয় ও বীরবল নামে খ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যভুবনে রম্য লেখক হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনিও সাহিত্যের এ ধারায় বেশ মেধার স্বাক্ষর রাখেন। প্রমথ চৌধুরীর পর বাংলা রম্য সাহিত্যে আলোচিত হয়ে ওঠেন রাজশেখর বসু, যিনি পরশুরাম নামেই সমধিক পরিচিত। এরপর অবধারিতভাবে নাম চলে আসে 'প্রণাবি'র অর্থাৎ প্রমথনাথ বিশীর। ধারণা করা হয়, ইংরেজি সাহিত্যের স্যাটায়ার গুরু জর্জ বার্নার্ড শ যেহেতু সংক্ষেপে নিজের নাম 'জিবিএস' লিখতেন, সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রমথনাথ বিশীও লিখতে শুরু করেন প্রণাবি। সে যা হোক, রম্য সাহিত্যে এরপর যিনি চিরস্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করলেন, তিনি আবুল মনসুর আহমদ। তাঁর রচিত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক রচনা 'আয়না' ও 'ফুড কনফারেন্স' তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের এক অসামান্য দলিল হয়ে রয়েছে। সন্দেহ নেই, একটি সোনার দোয়াত-কলম ছিল আবুল মনসুর আহমদের হাতে।

আবুল মনসুর আহমদের সেই সোনার দোয়াত-কলম থেকে যেসব অনবদ্য রচনার জন্ম হতো, সেসব রচনার শৈলী সম্পর্কে বন্ধুবর কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'বাংলা ভাষার ব্যঙ্গ সাহিত্য খুব উন্নত হয়নি। তার কারণ, ব্যঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য অসাধারণ মেধার প্রয়োজন। এ যেন সেতারের কান মলে সুর বের করা। সুরও বেরোবে, তারও ছিঁড়বে না। আমি একবার এক ওস্তাদকে লাঠি দিয়ে স্বরোদ বাজাতে দেখেছিলুম। সেবার সেই ওস্তাদের হাত সাফাই দেখে আশ্চর্য হয়েছিলুম। আর আজ বন্ধু মনসুরের হাত সাফাই দেখে বিস্মিত হলুম। ভাষার কান মলে রস সৃষ্টির ক্ষমতা মনসুরের অসাধারণ। এ যেন পাকা ওস্তাদি হাত। আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন সে হয় ব্যঙ্গ; কিন্তু কামড়ায় যখন, তখন সে হয় সাপ। আর সেই কামড় গিয়ে যার গায়ে বাজে, তার ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মতোই করুণ।'

নজরুল প্রদত্ত এই সনদকে অবিশ্বাস্য মনে হলে বারবার ফিরে যেতে হবে আবুল মনসুর আহমদের রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনাগুলোর কাছে। অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলন করে পাঠ করতে হবে আয়না ও ফুড কনফারেন্স বই দুখানি। তাহলেই উপলব্ধি করা যাবে ভাষার কান মলে কী সুর তিনি সৃষ্টি করেছেন। আয়না গল্পগ্রন্থে রয়েছে মোটে সাতটি গল্প। গল্পগুলো হচ্ছে: হুজুর কেবলা, গো দেওতা কা দেশ, নায়েবে নবী, লিডারে কওম, মুজাহেদীন, বিদ্রোহী সংঘ ও ধর্মরাজ্য। প্রতিটি গল্পেই ধরা আছে সমাজবাস্তবতা। পাঠককে কখনো হাসিয়ে, কখনো চাবুকপেটা করে দেখিয়েছেন সমাজের নানা অসংগতি।

প্রসঙ্গত আলোচনা করা যেতে পারে হুজুর কেবলা গল্পের সারসংক্ষেপ। গল্পটি অতিবিখ্যাত। বিশ্বসাহিত্যের অংশ হওয়ার দাবিদার। এই গল্পে রয়েছে একজন ভণ্ড পীর। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জঘন্য ভণ্ডামির আশ্রয় নেয় সে। গ্রামের শিক্ষার আলোবঞ্চিত অসহায় সহজ-সরল মানুষগুলোকে বোকা বানিয়ে সে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের খাসমহলে পৌঁছে যায়। গল্পের ঘটনা এমন: এই ভণ্ড পীর তারই এক বিশ্বস্ত মুরিদের যুবতী স্ত্রীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে কাছে পাওয়ার লালসায় বহুবিধ ফন্দি আঁটতে থাকে। ছলনার আশ্রয় নিয়ে মুরিদ ও তার স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে। এবং একসময় সম্পর্ক ভেঙে দিতে সক্ষম হয়। অতঃপর ভণ্ড পীর ওই সুন্দরী যুবতী নারীকে বিয়ে করে। অথচ ইতিপূর্বে এই ভণ্ডের আরও তিন-তিনটি স্ত্রী বহাল তবিয়তেই রয়েছে।

এই গল্প মোড় নেয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এমদাদের মাধ্যমে। এমদাদ একদা পীর মহাশয়ের ভণ্ডামি ধরে ফেলে। সে প্রবল উত্তেজিত হয়ে পীরকে শারীরিক আক্রমণ করে বসে। এই আক্রমণের সুযোগ কাজে লাগায় ভণ্ড পীর। সে এমদাদকে পাগল আখ্যা দেয়। এভাবে লেখক আবুল মনসুর আহমদ হুজুর কেবলার চরিত্রের কলুষতা আয়নার মতো করেই পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

এই হুজুর কেবলারা এখনো আমাদের সমাজে রয়ে গেছে। নানাভাবে ভোল পাল্টে তারা তাদের কৃতকার্য এখনো সম্পাদন করে যাচ্ছে। কিন্তু সমাজে নেই কোনো আবুল মনসুর আহমদ, যিনি কলমের আঁচড়ে আঁকবেন তাদের বীভৎস মুখ। তাই তো ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, 'পরশুরাম হিন্দু দেবতাদের নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন, হিন্দু সম্প্রদায় তা সহ্য করেছে। আবুল মনসুর আহমদের দুঃসাহসও সেদিন সমাজ সহ্য করেছিল। কিন্তু আজ কোনো সম্পাদক এমন গল্প ছাপতে সাহস করবেন কি না এবং সমাজ তা সহ্য করবে কি না, সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।'

এই সন্দেহ থেকেই কি বাংলার বর্তমান লেখককুল কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অসংগতি নিয়ে কোনো ব্যঙ্গ করেন না? প্রশ্ন সহজ, উত্তর কঠিন। তার চেয়ে আবার আবুল মনসুর আহমদের গল্পের দিকে নজর ফেরানো যাক। 'হুজুর কেবলা' যেমন ইসলাম ধর্মের অপব্যবহার কেন্দ্রিক অন্ধকার নিয়ে লেখা গল্প, তেমনি 'গো দেওতা কা দেশ' গল্পটি হিন্দু ধর্মের অন্ধকার দিকগুলো নিয়ে লেখা। হিন্দু সমাজে গো হত্যা নিয়ে যে প্রথা প্রচলিত রয়েছে, তার গোড়া ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েছেন আবুল মনসুর আহমদ। এ ছাড়া হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াতে ইংরেজরা যে কৌশল অবলম্বন করেছিল, তারও যৎসামান্য নমুনা পাওয়া যায় এই গল্পে। বলার অপেক্ষা রাখে না, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাই এই গল্পের প্রধান উপজীব্য।

শুধু ধর্মের এসব অসংগতিই নয়, সমাজপতি, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, আমলা, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী যেখানেই তিনি কোনো অন্যায়-অসংগতির দেখা পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর কলমকে চাবুক বানিয়ে শপাৎ শপাৎ আওয়াজ তুলেছেন। তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের রসাঘাত ও কশাঘাত মূলত ছাঁকনি হয়ে সমাজকে পরিশোধিত করত। আবুল মনসুর আহমদের লেখার আঘাত শুধু ক্ষয়প্রবণ সমাজের মুমূর্ষু মূল্যবোধ ও লৌকিক আচারকেই আক্রমণ করেনি, অধিকন্তু যারা এসব অনুষঙ্গ নিয়ে মিথ্যার ফুলঝুড়ি সাজাত, তাদের তিনি নাকা-নিচুবানি খাইয়েছেন।

তো, অস্বীকার করার আর উপায় কী যে তিনি সমকাল, সমাজ, মানুষ ও রাজনীতিসচেতন সাহিত্যিক ছিলেন? তাঁর আরেক অমর কীর্তি ফুড কনফারেন্সে কী অসম্ভব দ্যুতি নিয়ে জ্বলজ্বল করছে বাংলার সমাজ-সংসার। এ বই যখন আবুল মনসুর আহমদ লেখেন, তখন বইটি পড়ে কালজয়ী লেখক অন্নদাশংকর রায় বলেছেন, '"আয়না" লিখিয়া আবুল মনসুর আহমদ প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছিলেন। "ফুড কনফারেন্স" লিখিয়া তিনি অমর হইলেন।'

সত্যিই আবুল মনসুর আহমদ অমর হয়েছেন। বাংলা রম্য সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গেলে তাঁর নাম এবং 'ফুড কনফারেন্স'-এর নাম বাদ দেওয়া সত্যিই অসম্ভব। বাংলা ভাষার সাহিত্য যারা এখনো টুকটাক পড়ে, তাদের বইয়ের শেলফে অবধারিতভাবে নাক উঁচু করে রয়েছে 'ফুড কনফারেন্স'। ফুড কনফারেন্সের এক একটি গল্প যেন এক একটি সময়ের খতিয়ান। এই গল্পগন্থের রিলিফ ওয়ার্ক গল্পের শেষাংশে একটু চোখ বুলানো যাক:

'সূর্যোদয়ের পূর্বেই মধুপুর গ্রামের শতাধিক ছেলে বুড়োকে হাতকড়া পরা অবস্থায় রিলিফ কমিটির তাম্বুর সম্মুখে জড়ো করা হইল। দারোগা সাহেব সাড়ম্বরে হামিদদের সকলের জবানবন্দি গ্রহণ করিলেন। জবানবন্দি শেষ করিয়া একপাল অভুক্ত অর্ধনগ্ন নরকঙ্কালকে ভেড়ার পালের মতো খেদাইয়া থানায় লইয়া গেলেন।'

কী নির্মম দৃশ্যকল্প! অথচ কী বাস্তব।

আবুল মনসুর আহমদের আরেকটি জনপ্রিয় রম্য গল্পের নাম 'গালিভরের সফর নামা'। এই গল্পে তিনি নীতিকথার দিকগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন অম্লমধুর ব্যঙ্গের মাধ্যমে। এই গল্পের একটি অংশ এ রকম:

'আলিম: শরিয়ত-বিরোধী বিজ্ঞান-দর্শন ও ভূগোল পড়ান হৈব না।

ডিপিআই: আচ্ছা, তারপর?

আলিম: মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়ান হৈব না।

সেক্রেটারি: কিন্তু ডাক্তারি ও নার্সিং না শিখালে হাসপাতাল চলবে কেমনে? আওরতদের চিকিৎসা করবে কে?

আলিম: আওরতদের আবরু-ইজ্জত নষ্ট কৈরা ডাক্তারি ও নার্সিং শিক্ষা দিতে হৈব? চিকিৎসার জন্য? শুইনা হাসি পায়। হায়াত, মউত, রিজিক, দৌলত এই চারটি চিজ আল্লা নিজের হাতে রাখছেন। চিকিৎসকেরা কেউ কারও হায়াত দিছেন, এ কথা আপনার কোনো দিন শুনছেন?'

বিষয়বস্তু তো বটেই, ভাষাও তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি ময়মনসিংহের কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দিতে চেয়েছেন। এটা তাঁর জাতীয়তাবাদেরই বহিঃপ্রকাশ তাতে সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে ড. রফিকুল ইসলাম বলেছেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারিকে আবুল মনসুর আহমদ একুশ দফায় পরিণত করেছিলেন। আমরা জাতীয়তাবোধের একটা মহান চেতনা তাঁর মধ্যে পেয়েছি।'

আজ, এই নিদানের কালে আবুল মনসুর আহমদের মতো জাতীয়তাবোধে জাগ্রত হয়ে কলম ধরার মতো কেউ নেই। তাঁর মতো ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে সমাজের নিদ্রাভঙ্গ করার মতোও কেউ নেই। তাই এই দুর্দিনে আপনাকে বড্ড বেশি দরকার, প্রিয় পূর্বসূরি আবুল মনসুর আহমদ।

সামার সেল! সামার সেল!
সকল ধরণের বিমানের টিকিটে
বিশেষ ছাড়
Book Now
718-406-9745
অথবা ভিজিট করুন
www.globaltravelbd.com
আমরাই একমাত্র দিচ্ছি ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট
Emirates
KUWAIT
TURKISH AIRLINES
QATAR AIRWAYS
Global Tours & Travel
Dhaka, Bangladesh
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000
New York, USA
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372

জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান শ্রদ্ধা ও স্মরণে-উত্তরের সাহিত্য

বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন- একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। জাতির জনক বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গে উজ্জীবিত সশস্ত্র জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মুক্তির ইতিহাস- স্বাধীনতার ইতিহাস। আর সেই মহান নেতাকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনা সদস্য সপরিবারে হত্যা করেন। আগস্ট শোকের মাস। বাঙালির জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশে 'উত্তরের সাহিত্য'-এর আজকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস-এইচ বি রিতা।

পিতা

বেনজির শিকদার

হে আমার প্রিয়তম সকাল!
হে আলোকিত সূর্যের সারল্য
এসো গল্প শুনি; এক মহাজাগতিক সত্তার!
কণ্ঠে তাহার ঝরতো বারুদ ; ইতিহাস হতো কথা!
সে আমার পূর্বপুরুষ! অভিনব এক পিতা।

কীভাবে বিশ্বাসী পৃথিবীতে হয় অবিশ্বাসের ধারাপাত
কীভাবে ঋতুবতী বসন্ত এসে ছুঁয়ে যায় পলাশের হাত
জীবন ও যাপনের চাতুর্যকলায় সবুজের বুকে
কীভাবে ঘুমিয়ে থাকে অনাদিকালের উত্তপ্তসূর্য!
এ এক দেশ জনপদ জাতি ও জনকের ইতিকল্প।

দেশ বলতে বঙ্গভূমি! জাতি বলতে বাঙালি!
আর জনক বলতে; শেখ মুজিব!

সাতচল্লিশের দেশভাগ
পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্য-লীলা ছাপিয়ে—
ভাষা আন্দোলনের বাহান্ন।
রক্তে রক্তে রাজপথ হলো ভারী!
সালাম-বরকত, রফিক-জব্বার; ঝরে গেল অগনিত প্রাণ!
এলো— চুয়ান্ন! উনসত্তর! আসাদের রক্তমাখা শার্ট!
এগারো দফা, ছয়দফা, সত্তরে নিরঙ্কুশ বিজয় বাঙালির।
একটি তর্জনীর প্রেমে উন্মাদ গোটা জাতি
অবিসংবাদিত নেতার আহ্বানে উৎসর্গ ত্রিশ লক্ষ প্রাণ!

টুঙ্গিপাড়া থেকে ধানমন্ডি;
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত!
প্রদীপ্ত আলোর বিচ্ছুরণে চিরকালীন
সে মহানায়কের ছায়া ভেসে বেড়ায়; গোটা বাংলার জমিন!

পাখির গানে উচ্চারিত— শেখ মুজিব!
ফুলের বনে আন্দোলিত— শেখ মুজিব!
রাজপথ ভেঙে উচ্চারিত— শেখ মুজিব!
স্লোগানে স্লোগানে উন্মীলিত— শেখ মুজিব!
মশালে মশালে প্রজ্বলিত— শেখ মুজিব!

তৃণপ্রেমী পাখির ঠোঁটে— শেখ মুজিব
ছায়াজলে গান হয়— শেখ মুজিব!
বহুবর্ষী নদীর ঢেউয়ে— শেখ মুজিব
অন্তহীন মায়ার স্নানে— শেখ মুজিব!
দ্রোহ-প্রেমের উচ্চারণে— শেখ মুজিব!
প্রেরণায় প্রকাশ্যে— শেখ মুজিব!
চেতনের মায়াঘোর— শেখ মুজিব!
যেন দুর্বার তারুণ্যে কল্লোলিত ঝড়!
আকাশে বাতাসে কান পেতে দিলে একই কণ্ঠস্বর।

অকস্মাৎ কালের কলঙ্কে এক নিনাদ ভোর
সহসা থমকে যায় দেশ!
বত্রিশ নম্বর থেকে রক্ত গড়িয়ে নামলো শোকের নহর।

আমার ইতিহাস সাক্ষী-বাংলা একাডেমি চত্বরে প্রথম পাঠ
'আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি'
বার্লিনে একজন ভায়োলিন বাদককে দেখানো
দশ টাকার নোটের সেই ছবি
অথবা 'যতোকাল রবে পদ্মা-মেঘনা গৌরী-যমুনা বহমান
ততোকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।'

শব্দের ধ্বনিকালে গর্জে কল্পনার হাতুড়ি, শাবল
কবি শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক,
শহীদ কাদরী, রফিক আজাদসহ অসংখ্যজন
অনুভবের পবিত্র ব্যঞ্জনায় আঁকলেন—
শেখ মুজিব! শেখ মুজিব! শেখ মুজিব!

বাহুলগ্ন প্রেমিক! নিদ্রাভঙ্গ পিতা!
অগ্রজ থেকে লক্ষ্যভেদী অনুজ!
নির্বিচারে সম্মোহনী সেই নাম। শেখ মুজিব!
শেখ মুজিব এক স্বপ্নদ্রষ্টা!
এক চিরন্তন-পতাকাসম উড্ডীন মহাকাব্য।
শেখ মুজিব আমার প্রেম! আমার পিতা! এক অনল পুরুষ!

ভাসিয়ে আঁখি সে নামে গান গায় পাখি
অন্তরাত্মায় বাজে অনিবার্য চারটি শব্দ
জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু! জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!

চিরন্তন বঙ্গবন্ধু

সোহরাব হোসেন

তুমি নও চিরতরে বিলীন
তুমি যে বিস্তৃত - নও হারানো সুর
তুমি রয়েছ বাঙালির হৃদয়ে -
তুমি রয়েছ সোনালী ফসলে, সবুজ পত্রপল্লবে
তুমি বাংলার অহংকার- তুমি চিরন্তন বঙ্গবন্ধু।
তুমি নও নির্বাসনে, হারিয়ে যাওনি গহীন অরণ্যে
নও তুমি স্বাদহীন সততই অতৃপ্ত!
তুমি যে সারা বিশ্বের, সারা বাংলায় চিরস্মরণীয়।
তুমি দিয়েছ যত নাওনি তত,
তাই তো আমরা তোমার প্রেমে চিরসিক্ত
ওরা আজন্ম তোমার বৈশিষ্ট্য নিরুপনে হয় মত্ত
অবশেষে একসময় ওদের মানবাত্মায় অনুভূত।
বঙ্গবন্ধু-তুমি কেবল বাঙালির বন্ধুই নও
তুমি বিশ্বের বন্ধু; লাল সবুজে স্বাধীন বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু বিশ্ব বন্ধু

পারভীন আকতার

ঊষার গগনে উঠিছে জাগি সেই স্মৃতির ঝলকানি
রয়েছো তুমি বাংলার জনতার জয় করি হৃদখানি।
মুক্তির লেলিহান শিখা যবে উদ্‌গীরণ বাংলা জুড়ে
দিয়েছো ক্ষুরধার সাহসী অভয় বাণী; বিশ্বময় ঘুরে।
নেতা নয় এ যেন বাঙালির, সৌভাগ্য মুকুট শোভা
সোপানের পথে রক্ত ঝরিয়ে উঠিছে নব সূর্য প্রভা।

কে বলে তুমি নেই; রয়েছো প্রতি বাঙালির অন্তরে
তুমিই মহান, বাংলার জয় গান শুনি মুজিব অম্বরে।
বিশ্বকে দেখিয়েছ তর্জনীর শক্তি কতটা যে মহিয়ান,
বাংলা ও বাঙালির বেড়েছে মান মর্যাদায় আগুয়ান।
আমরা পূজি মুজিবের দেশপ্রেম, ত্যাগের ছবি খানি,
সত্যন্যায়ে মুজিব হস্তে; বাংলা মায়ের অবয়ব খানি।
তুমি তো সবুজ বাংলার বুকে, মমতার আশ্রয় বঙ্গবন্ধু
বিশ্ব দেখেছে শিখেছে সহমর্মিতা; তুমি-ই যে বিশ্ব বন্ধু।

পনেরো আগস্টের কান্না

সুব্রত চৌধুরী

পনেরো আগস্ট শ্রাবণ মেঘে রাত্রি নামে ঝুপ
লেকের পানি শান্ত ভীষণ বত্রিশ নম্বর চুপ।
পনেরো আগস্ট শ্রাবণ রাতে বত্রিশ নম্বর ঘুমে
বাংলাদেশের জনক তখন স্বপ্নালোকের ভূমে।

বুটের শব্দে জেগে ওঠে বাংলাদেশের পিতা
দরজা খুলেই দেখেন তিনি রক্তলোলুপ চিতা।
মানবতার পায়নি শিক্ষা নপুংসকের দলে
ক্ষমতার ওই উৎস জানে বন্দুকেরই নলে।

লুট হয়ে যায় বত্রিশ নম্বর স্বাধীনতার সুর
মেহেদি আঁকা হাতের কাঁকন, স্বপ্ন ভেঙ্গে চুর।
লুট হয়ে যায় ছয় দফা আর সাতই মার্চের হাঁক
উল্টো ঘুরে দেশের চাকা শতেক ডিগ্রি বাঁক।

বন্দুকের ওই তপ্ত সীসায় ঝাঁঝরা পিতার বুক
সিঁড়ির পরে ধুলায় লুটায় বাংলাদেশের সুখ।
ভাইয়ের, মায়ের তাজা রক্তে বত্রিশ নম্বর ভাসে
দেশ জুড়ে তখন বোবা কান্না চরম সর্বনাশে।

মুজিব মানে স্বাধীন বাংলার হাসি

মেশকাতুন নাহার

মুজিব মানে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিনিয়ে আনা সেই জয়,
মুজিব মানে এমন নেতা নেই যার কোনো ভয়।
মুজিব মানে নিপীড়ন থেকে মানুষের হয় মুক্তি
মুজিব মানে শিকল ভেঙ্গে স্বাধীনতার অধিভুক্তি।

মুজিব মানে সাতই মার্চের ঐতিহাসিক সেই ভাষণ
মুজিব মানেই বিলুপ্ত হওয়া পাকিস্তানিদের শাসন।
মুজিব মানে চিন্তা চেতনায় অসাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়া
মুজিব মানে হিন্দু মুসলিম জয় বাংলার গান গাওয়া।

মুজিব মানে রক্তে কেনা এই বাংলার মাটি
মুজিব মানে দেশের প্রতি ভালোবাসা খাঁটি।
মুজিব মানে লাল সবুজের একটা পতাকা আঁকা,
মুজিব মানে মুক্ত আকাশে মায়ের কোলে থাকা।

মুজিব মানে অধিকার আদায়ে মুক্তিযুদ্ধ করা,
মুজিব মানে বৈষম্যহীন একটা সমাজ গড়া।
মুজিব মানে গর্জে ওঠা মুক্তি সংগ্রামের বাঁশি,
মুজিব মানে স্বাধীন বাংলার প্রাণের স্বচ্ছহাসি।

মুজিব সবার

শ্যামল বণিক অঞ্জন

মুজিব কে? চন্দ্র তারা; সূর্য কিরণ ঝর্ণাধারা
মুজিব মানে? কজন জানে! মুক্তির দোল কোটি প্রাণে,
মুজিব স্বজন পরম মিত্র, স্বাধীন স্বদেশ মানচিত্র।

মুজিব কেমন? আকাশ যেমন
মরুর বুকে হিম সমীরণ,
দৃপ্ত শপথ আর কঠিন পণ।
মুজিব শ্রেষ্ঠ মুজিব ত্রাতা
জাতির অহং উঁচু মাথা।

মুজিব কাদের? দেশটা যাঁদের
দেশ তবে কার? আমজনতার।
কৃষক শ্রমিক কুমার কামার, মুজিব তোমার
মুজিব আমার; দল ও মতের উর্ধ্বে সবার।

কারাগারের রোজনামচা

শেখ মুজিবুর রহমান

কয়েদিদের ধারণা, আমি ছাড়া পেলে ওদের মুক্তিরও একটা সম্ভাবনা আছে। একজন কয়েদি কিছুদিন পূর্বে ২০ বৎসর সাজা খেটে মুক্তি পেয়েছিল, তিন বৎসরের মধ্যেই আবার ২৫ বছর জেল নিয়ে ফিরে এসেছে। খবর নিয়ে জানলাম, যারা তাকে খুনের মামলায় সাক্ষী দিয়ে জেল দিয়েছিল তারা খুব প্রভাবশালী লোক। কোথায় একটা ডাকাতি ও খুন হলো আর তাকে আসামি করে সাক্ষী দিয়ে আবার সাজা দিয়ে দিয়েছে। ... 'স্যার, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের ছাড়বেন, আপনি যদি ক্ষমতায় যান-জেল কি জিনিস আপনিই বোঝেন, তাই আমাদের ছেড়ে দিবেন।' মনে মনে বললাম, আমাকে এরা ছাড়বে না আর... তোমাদের আশা এ জীবনে আর পূরণ হবে না।" ৫ই আগস্ট ১৯৬৬, শুক্রবার (পৃষ্ঠা নং ১৯১)

পাঠকের মগজে অনুরণন তোলার জন্য এই কয়টি লাইনই যথেষ্ট! আমার প্রিয় বই "কারাগারের রোজনামচা" প্রথম পড়েছিলাম ২০১৮ সালে। সহজ-সরল ভাষায় বর্ণিত ও মলাটবদ্ধ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বন্দিজীবনের এ দিনলিপি পড়তে পড়তে আমি অভিভূত হয়েছিলাম, আবার অভিভূত হতে হতে পড়ছিলাম! দুটোই সমানতালে ঘটছিল। পড়তে গিয়ে অসাধারণ এ বইয়ের আসলে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন মনে করিনি, শুধুমাত্র একটানা পড়তে চেয়েছি, নিভৃতে অনুভব করতে চেয়েছি বর্ণিত ঘটনাসমূহের পরম্পরা আর ধারণ করতে চেয়েছি এর বিশালত্ব! এ বিশালত্বের কিছুটা হয়তো ভেতরে প্রবেশ করাতে পেরেছি আর বাকিটা হয়তো পারিনি। অলোকসামান্য ও ঘটনাবহুল এ দিনলিপি একবার পড়া শুরু করলে এর তেজোদ্দীপ্ত বর্ণনা নিজের অজান্তে পাঠককে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মতো টেনে নিয়ে যাবে ঘটনাসমূহের উত্তাল দিনগুলোতে।

২১ শে জুন ১৯৬৬, রোজ মঙ্গলবার এর দিনপঞ্জি শুরু হয়েছে প্রকৃতির চমৎকার বর্ণনা দিয়ে। বন্দিজীবনের নানা মুহূর্ত, নানা ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ পাঠককে মোহিত করে। জেলখানায় বন্দিজীবনের চরম সংকটময় মুহূর্তেও দেশের স্বাধীনতার চিন্তার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু ঠিক ঠিক ঠাহর করে রেখেছিলেন তাঁর পাশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দূর্বা ঘাসের মিষ্টত্ব আর সৌন্দর্যকে, যেখানে জেলের ডিআইজি সাহেবের আগমনের বিষয়টিও ছাপিয়ে যায় এই নিবিড় অবলোকন। এছাড়াও তাঁর মনোযোগ এড়াতে পারেনি জেলখানার গাছপালা ও পশু-পাখি, ক্ষণে ক্ষনেই দিনলিপির পৃষ্ঠায় ফুটে উঠেছে তা।

"আকাশটা আজ মেঘে ভরে রয়েছে। বৃষ্টি নাই। শুনলাম জেলের ডিআইজি সাহেব এদিকে আসবেন, যদিও আজ এখানে আসার কোনো কথা নাই। তিনি আসবেন ঐ গর্তটা দেখতে। বৃষ্টি পেয়ে দূর্বা ঘাসগুলি বেড়ে উঠেছে লিকলিক করে, সমস্ত মাঠটা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। বাজে গাছ আমি তুলে ফেলে দিই। একটু ভাল লাগলেই ওর ভিতর দিয়ে হেঁটে বেড়াই আর যে পরগাছা চোখে পড়ে তাকেই ধ্বংস করি।" (পৃষ্ঠা নং ১১২)

শুধুমাত্র দুয়েকটি পৃষ্ঠায় নয়, এরকম নিবিড় দৃষ্টিপাত ছড়িয়ে আছে পুরো দিনপঞ্জির প্রতিটি পৃষ্ঠাজুড়ে। কোথাও এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ববর্তী সময়ের ধাপগুলো কতোটা সংগ্রামমুখর, কষ্টকর ও দীর্ঘ ছিল তা এই দিনলিপি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ও আলোকিতভাবে তুলে ধরেছে। বাবা-মায়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ, পরিবারের প্রতি তীব্র আবেগ, দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি তীব্র ভালোবাসা, দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দুর্দমনীয় ইচ্ছার কথা ব্যক্ত হয়েছে সময়ের রূপরেখায়।

১৭ ই জুলাই ১৯৬৬, রবিবার এর বিবরণীও শুরু হয়েছে ঘাসের রকমফের এর বর্ণনা দিয়ে। "বাদলা ঘাসগুলি আমার দুর্বার বাগানটা নষ্ট করে দিতেছে। কত যে তুলে ফেললাম। তুলেও শেষ করতে পারছি না। আমিও নাছোড়বান্দা। আজ আবার কয়েকজন কয়েদি নিয়ে বাদলা ঘাস ধ্বংসের অভিযান শুরু করলাম।"

জেলখানার বন্দিজীবনের অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কাও বইয়ের প্রতি বঙ্গবন্ধুর তীব্র আকর্ষণ কিছুমাত্র দমাতে পারেনি বরঞ্চ একাকী বন্দিজীবনের (সৌল কনফাইনমেন্ট) এর সময়টাতে নিয়মিতভাবে লিখেছেন তিনি, লেখার মাধ্যমেই চলমান রেখেছিলেন তার নিজস্ব অনুপ্রেরণাকে:

"আমার কাছে দুইখানা মাত্র বই ছিল। অন্য বইগুলি জেলখানায় রেখে এসেছি। ভুল করেছি বই না এনে। অফিসার ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, বই পড়তে আপত্তি আছে কিনা। তিনি বললেন, বই দেওয়ার হুকুম আপাতত পাই নাই। তবে আপনার কাছে থাকলে পড়তে পারেন। ...সুকর্ণর পতন সম্বন্ধে বই দু'টি পড়তে লাগলাম। কিন্তু মন বসছে না, নানা চিন্তা ঘিরে ধরছে। কি করবো বসে বসে শুধু পাইপ খেতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম রাজনীতি এত জগন্য হতে পারে! ক্ষমতার জন্য মানুষ যে কোনো কাজ করতে পারে।" (পৃষ্ঠা নং ২৫৮)

শেষ ভিক্টোরিয়ান হিসেবে খ্যাত রোমান্টিসিজম ঘরানার কবি ও ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি'র বিখ্যাত উপন্যাস "দ্য রিটার্ন অভ দ্য নেটিভ" এর মূল চরিত্র ক্লাইম ইয়োব্রাইট এর মা, মিসেস ইয়োব্রাইট এর মৃত্যুর বর্ণনা পড়ে উপন্যাসের শেষের দিকে এসে খুবই খারাপ লেগেছিল। মিসেস ইয়োব্রাইট তার ছেলে ক্লাইম ইয়োব্রাইট এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন, কিন্তু ক্লাইমের স্ত্রী ইউস্টেশিয়া ভাইয়ি মিসেস ইয়োব্রাইটকে ঘরে প্রবেশ করতে না দিলে ভগ্ন হৃদয়ে মিসেস ইয়োব্রাইট ফিরে যেতে থাকেন। ফিরতি পথে বিষাক্ত সাপের কামড়ে মিসেস ইয়োব্রাইট এর মৃত্যু হয়। চরম মর্মান্তিক! প্রকৃতির পারসনিফিকেশন এবং মনোরম বর্ণনার পাশাপাশি হার্ডি শেষদিকে হৃদয়বিদারক ঘটনা দিয়ে উপন্যাসটি শেষ করেছেন। মন খারাপ হয়ে যায়...

"কারাগারের রোজনামচা" বইটি পড়তে গিয়ে বেশ কয়েকটি জায়গায় স্থান, কাল, ও পাত্রের ভেদাভেদ ভুলে যেতে হয়, মন খারাপ ভাব প্রকট হয়ে পুরো শরীরে ছড়ায়। এটা অবশ্যম্ভাবী। যদিও দুটি পারিপার্শ্বিকতা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, ভিন্ন আমেজের, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের, তবে একটি দিনপঞ্জি শক্তিমান একজন লেখকের অসাধারণ সব বাস্তব অভিজ্ঞতার বয়ান, আর অপরটি শক্তিমান একজন লেখকের কাল্পনিক ভাবনাকে তুলে ধরে। দু'টি হয়তো একদমই সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমি, একদমই বিচ্ছিন্ন! বই ভিন্ন হতে পারে, পারিপার্শ্বিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে তবে মন খারাপের অনুভূতি অভিন্ন হতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই।

এখানে উল্লেখ করা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন "দ্য ডায়েরি অফ আ ইয়াং গার্ল" বা বাংলায় অনূদিত আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরির করুণ বর্ণনার কথা, যা এখনও পুরো পৃথিবীকে নাড়িয়ে চলেছে, কাঁদিয়ে চলেছে। কিন্তু "কারাগারের রোজনামচা" একজন মহান নেতার শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের দিনিলিপিতেই আবদ্ধ থাকেনি বরঞ্চ তা পথ দেখিয়েছিল ভবিষ্যতের এক স্বাধীন দেশের উজ্জ্বল ও মুক্তির পথরেখার।

শেষ করছি ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬, রোজ শুক্রবার এর কারাগারে সাক্ষাৎ এর বর্ণনায়: "জেল কারাগারে সাক্ষাৎ করতে যারা যায় নাই তাহারা বুঝতে পারে না সেটা কি বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। ভুক্তভোগীরা কিছু বুঝতে পারে। কয়েদিরা সপ্তাহে একদিন দেখা করতে পারে আত্মীয়-স্বজনের সাথে। সকাল বেলা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করতে হয়। তারপর জেল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তগুলি দেখে নেয় এবং সাক্ষাতের অনুমতি দেয়"

বাস্তবিকতার সংস্পর্শে "কারাগারের রোজনামচা" ক্ষণে-ক্ষণে হয়ে ওঠে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনভাষ্য। বঙ্গবন্ধুর জীবনের

সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনকের বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুণর্মিলনী

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সাতকানিয়া উপজেলার বাসিন্দাদের সংগঠন সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনকের বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুণর্মিলনী সম্পন্ন হয়েছে। রোববার (২০ আগস্ট) হেকশার স্টেট পার্কের টেইলর প্যাভেলিয়নের দুই নং মাঠে এই বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয়বারের মত এ ধরনের আয়োজন করল সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ।আমেরিকার বিভিন্ন স্থান থেকে সাতকানিয়ার প্রবাসীরা জমজমাট এ আয়োজনে ছুটে আসেন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে আকর্ষণীয় খেলাধুলা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাফেল ড্র পর্বে মেতে ওঠেন সবাই। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন সঙ্গীত শিল্পী রাজীব, কৃষ্ণ তিথি। সংগঠনের উপদেষ্টা মো: জাফরও খালি গলায় গান করে মিলন মেলাকে আরো উজ্জীবিত করেন।অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ইষ্টার্ন ইনভেস্টমেন্টের কর্ণধার নুরুল আজিম। সমিতির সভাপতি আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আমিন উল্লাহর পরিচালনায় কথামালা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বনভোজন শেষে তারা জানান, সাতকানিয়া বাসীর এই মিলন মেলা অত্যান্ত সফল হয়েছে। নানা সুস্বাদু খাবার পরিবেশন, গল্প, আড্ডা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় এ বনভোজন ও ঈদ-পুনর্মিলনী। আগামীতেও এ ধরনের সুন্দর আয়োজনের প্রত্যাশা করেন সাতকানিয়ার প্রবাসীরা। বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক কমিটির আহবায়ক আহমদ নবী চৌধুরী, যুগ্ম আহবায়ক ডা. নূর মোহাম্মদ ও খোরশেদ আলম, প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম, যুগ্ম সমন্বয়কারী সাহান উদ্দীন চৌধুরী ও মোহাম্মদ মুসা, সদস্য সচিব মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, যুগ্ম সদস্য সচিব মো. সামসুজ্জোহা (সোহেল) ও মো. রবি।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে খাবার সরবরাহ করেন কারি ইন এ হারি রেষ্টুরেন্ট । বনভোজনে আরো উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা করিম রেজা , মো: এ জাফর নাসের চৌধুরী,সাহিদা সিকদার হাই । খেলাধুলা পরিচালনা করেছেন ইরফান নিশাদ , ইসরাত মুসা , আব্দুল আউয়াল , সাজ্জাদ হোসেন (সাব্বির) কনিকা ধর (মুন মুন) জিনাত আলম (সুমী) ।

সিলেটের বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে

সুনামগঞ্জের ছাতকে দুর্গম হাওরাঞ্চলের পূণ্যভূমি আলীগঞ্জ বাজারে সংবর্ধনা সভায়
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

“আপনাদের জন্য যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার সঙ্গে কোনো পক্ষ বিপক্ষ নেই। আমি দেশকে ভালোবাসি, একাত্তরে যেভাবে ভালোবেসেছিলাম। এখন আমি আমেরিকান। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর পরাক্রমশালী ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। তারা যদি সারা পৃথিবীর নেতা হয়, তাহলে আমিও নেতা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিজের কন্ঠে বলছি, সিলেটে এই বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে। দোয়া করবেন, যাতে ত্রাণ দিতে না হয়। এক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যকার ভালোবাসার একতাটি আরো বাড়াতে হবে। বন্যা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য আমাদের একটি স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।”

■ ছাতকের অন্যতম সংগঠক, জননেতা কবীর মিয়ার উদ্যোগে বহু মনিষীর চারণক্ষেত্র আলীগঞ্জ বাজারে উপস্থিত সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা তৃণমূল জনসাধারণের একাংশ। ১০ আগস্ট ২০২৩

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH INC.

খা বা র

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
24 August 2023, Thursday, Issue 336
২৪ আগস্ট ২০২৩, ৯ ভাদ্র ১৪৩০, ৮ সফর ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

কমিউনিটি অপ-এড

আমি শীঘ্রই রাস্তায় ডাইনিং করতে উপস্থিত হবো

এরিক অ্যাডামস্

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্কবাসী এখন আউটডোর ডাইনিং-এ আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে তাদের পছন্দের খাবার খেতে পারবেন। গত সপ্তাহে এটি অফিসিয়াল করা হয়েছে। পাঁচটি বরোতে আউটডোর

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

আমেরিকায় পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের মাঝে ডিপোর্টেশন আতংক

গত ২ বছরে বাংলাদেশি ১৭ জন শিক্ষার্থীকে ডিপোর্ট করেছে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ থেকে গত ২ বছরে প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন লেখাপড়া করতে। পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের মাঝে ডিপোর্টেশন আতংক বিরাজ করছে। গত ২ বছরে বাংলাদেশি ১৭ জন শিক্ষার্থীকে ডিপোর্ট করেছে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কেন তারা ডিপোর্ট হচ্ছেন সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য কেউ দিতে পারছেন না। শুধু বলা হচ্ছে আই-২০ জটিলতা।

অনেকে দেশে গিয়ে আর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারেন নি। জেএফকে থেকে তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ফেরত পাঠানো অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের প্রধান সমস্যা আই-২০ জটিলতা।

বাংলাদেশ থেকে যেসব শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসেন তাদের অধিকাংশই এসেছেন আই-২০ পাবার পরই। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার অনুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন কোন বিদেশী শিক্ষার্থীদের এই বলে সার্টিফিকেট দেয় যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ফুলটাইম শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি হয়েছে এবং তার আর্থিক সামর্থ রয়েছে। এটাকে বলা হয় সার্টিফিকেট অব এলিজিবিলিটি ফর

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

টক অব দ্য উইক

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা বাংলাদেশে এক কালো অধ্যায়

নুরুন নবী

সোহানা নাজনীন

'বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে কেউ হত্যা করতে পারে, এটা ছিল অবিশ্বাস্য ব্যাপার। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে কিছু প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু দেশকে একটি সঠিক পথে আনার চেষ্টা করছিলেন। ওই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিনি বাকশাল তৈরি করেছিলেন। গনতন্ত্রকে হত্যা করার জন্যে বঙ্গবন্ধু

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার সন্তোষপাড়া গ্রামে তৈরি পাতক্ষীর।

সিরাজদিখানের পাতক্ষীর ইউরোপ-আমেরিকায়

আব্দুল্লাহ আল মাসুদ

মুন্সিগঞ্জের মিষ্টিজাতীয় খাবারের সুনাম ছড়িয়ে আছে দেশের খাদ্যপ্রেমী মানুষের মধ্যে। এই অঞ্চলের মিষ্টি খাবারের মধ্যে অন্যতম পাতক্ষীর। এই সুস্বাদু মিষ্টি তৈরি করে সিরাজদিখান উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়নের সন্তোষপাড়া গ্রামের ঘোষ পরিবারগুলো।

সম্প্রতি সন্তোষপাড়া গ্রামে পাতক্ষীর তৈরি দেখতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, আনুমানিক ২০০ বছর আগে পুলিন বিহারী দেব ও তাঁর স্ত্রী প্রথম নিজ বাড়িতে পাতক্ষীর তৈরি করেন। এরপর ধীরে ধীরে সেটি বাজারে বিক্রি শুরু করেন পুলিন বিহারী। মৃত্যুর পর এখন তাঁর উত্তরসূরিরা পাতক্ষীর তৈরি করছেন। মূলত দুধ জ্বাল দিয়ে প্রথমে ক্ষীর তৈরি করা হয়। এই ক্ষীর কলাপাতায় মুড়িয়ে পরিবেশন করা হতো বলে প্রথম দিকে এর নামকরণ করা হয় পাতাক্ষীর। পরে পরিচিতি পায় পাতক্ষীর হিসেবে।

পাতক্ষীরের এখনকার কারিগরেরা জানান, প্রথমে সামান্য আঁচে দুধ গরম করে ঢালা হয় বড় কড়াইয়ের মতো দেখতে তাফালে। এরপর এক ঘণ্টা সেই দুধ জ্বাল দিয়ে কিছুটা ঘন করে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com